পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেত: ৮৩৩৪৮৩৬৯৭৫
শান্তনু: ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 215 Monday, 6 July, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২১৫ সংখ্যা ❋ ২১ আষাঢ় ১৪৩৩, সোমবার, ৬ জুলাই, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

৩১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ, চা শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গ থেকেই চা শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। চা শ্রমিকদের উন্নতিতে এবার বঙ্গে 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক উৎসাহ যোজনা'। এজন্য মোট ৩১৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে খবর। তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় চা শ্রমিকদের জীবন আরও কঠিন হয়েছে। বাগান বন্ধ হওয়ায় কাজ হারিয়েছেন বহু শ্রমিক। শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যে নজর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সেই অন্ধকার থেকে চা শ্রমিক ও পরিবারগুলিকে বার করে আনার বার্তা আগেই দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার উত্তরের চা শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণাও হল। এদিন শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে এই বার্তা দিয়েছেন।

রাজ্যে পালাবদলের পরে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। চা শ্রমিকদের উন্নয়ন নিয়েও ভাবছে রাজ্য সরকার। সেই আবহে এদিন শুভেন্দু অধিকারী বড় বার্তা দিলেন। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, দ্রুত ও সুষ্ঠু অগ্রগতির লক্ষ্যে, আমাদের রাজ্য-স্তরের কমিটি সম্প্রতি 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক উৎসাহ যোজনা' প্রকল্পটির রূপায়ণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। মোট ৩১৩.৩০ কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দের মাধ্যমে আমরা আমাদের চা-শ্রমিকদের জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসছি। চা শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায়, চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৭২ কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। চা শ্রমিক আশ্রয় যোজনায় ৩২১টি বিশ্রামাগার নির্মাণের জন্য ধার্য হয়েছে ৬৩ কোটি টাকা। পাহাড়ি এলাকায় ৮৮টি ও সমতল এলাকায়

২৩৩টি বিশ্রামাগার হবে। সেগুলিতে আধুনিক ও মর্যাদাপূর্ণ সুযোগসুবিধা থাকবে। এইসব বিষয় খতিয়ে দেখবে জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিবি।ভাবে কাজ করবে ওই দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষনায় চাশ্রমিক মহলে বিরাট খুশীর হাওয়া লক্ষ্য করা যায়। তারা বলতে থাকেন, এতদিন তাদের উন্নয়নে কেউই তেমন ভাবে লক্ষ্য করেন নি। মুখ্যমন্ত্রী এবার সেই অসম্পূর্ণতা পুরণ করতে কোমর বেঁধে নেমেছেন। আমরা এবার শুধুই হাসতে থাকবো। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের অর্থনীতিতে চা শিল্প দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের বিস্তীর্ণ চা বাগান অঞ্চলে লক্ষাধিক শ্রমিক এই শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে একাধিক সরকারি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে, তবে বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে বিতর্কও অব্যাহত রয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে চা শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, শিক্ষা এবং মজুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য রেশন ব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার দাবি করেছে প্রশাসন। চা বাগান এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে একাধিক স্বাস্থ্যকেঃদ্র ও মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করা হয়েছে। তবে শ্রমিক সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এসব প্রকল্পের সুফল সব শ্রমিক সমানভাবে পাচ্ছেন না। অনেক চা বাগানে এখনও ন্যূনতম মজুরি নিয়ে সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। নির্দিষ্ট সময়মতো মজুরি না পাওয়া, বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কাজ হারানো এবং অনিয়মিত কাজের সুযোগ-এই সমস্যাগুলি এখনও রয়ে গেছে। বিশেষ করে বন্ধ ও অর্ধ-চলমান চা বাগানগুলির পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক বলে মনে করা হচ্ছে। বহু পরিবার জীবিকার অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় গ্রামীণ দারিদ্র্য আরও প্রকট হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের দাবি, চা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে বিভিন্ন প্যাকেজ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কর্মসূচি চালু হতে চলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ায় রাজ্য সরকার পুনরায় রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কর্মসূচি চালু করতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি এই প্রকল্পের বকেয়ার ৬৫ কোটি টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পরে আগামী দিনে এই কর্মসূচিতে রাজ্যে কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে বিস্তারিত সেই তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে বলে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিকিৎসা পরিকাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র, বিদ্যালয়, পানীয় জল, বিভিন্ন মহিলা কেন্দ্রিক প্রকল্পের মতো অন্যান্য জন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। কিন্তু ২০২০- ২১ অর্থ বছর থেকে বিভিন্ন কারণে কেন্দ্র সরকার এই প্রকল্পে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

জ্ঞানেশের হাতে তৃণমূলের প্রতীক-ভবিষ্যৎ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস! দলের প্রতীক থেকে তহবিল, পার্টি অফিস -সব কিছু কার দখলে থাকবে, তা জানতে আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা করতে হবে। সোমবার বিকেলে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে নিজেদের নথি পেশ করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিঘাট তৃণমূল' ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'নব্য তৃণমূল। দলের রাশ কাদের হাতে থাকবে? প্রতীক ধরে রাখতে পারবে কারা? এমনই নানা টেনশন নিয়ে নিজেদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারছে দুই শিবির। তবে বেশি চাপে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের হাতেই এখন তৃণমূলের ভবিষ্যৎ। সূত্রের খবর, কালীঘাট শিবিরের তরফে আজই দিল্লি রওনা হয়েছেন ডেরেক ও ব্রায়েন। ঋতব্রত শিবিরও নথি নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারছে। প্রতীক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আর আত্মবিশ্বাসী নন। জ্ঞানেশ কুমার মমতার হাত থেকে প্রতীক কেড়ে নিতে পারেন বলে আশঙ্কা। অন্যদিকে, ঋতব্রত শিবির প্রতীক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জ্ঞানেশ কুমারের উপরই ছেড়েছে। তাঁরা যাবতীয় প্রমাণ সংগ্রহ করে কমিশনে পাঠাতে প্রস্তুত। এরপর প্রমাণ দেখে সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার, কমিশন নেবে বলে তাঁদের মত। ছাব্বিশের ভোটে ভরাডুবির পর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পরিষদীয় ও সংসদীয় দলে চরম ' সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে ২১ জন সাংসদ এনসিপিআই-তে চলে গিয়েছেন। লোকসভায় তাঁরা আলাদা আসন চান। অন্যদিকে, পরিষদীয় দলেও ভাঙন। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৬৫ জন বিধায়কই আর কালীঘাটের নেতৃত্ব মেনে নেননি। তাঁরা নিজেদের মতো জাতীয় কর্মসমিতি গঠন করেছেন। দুই শিবিরই নিজেদের রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল। তার ভিত্তিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দু'পক্ষের কাছে নিজেদের দাবির পক্ষে বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ চান। তৃণমূলের দুই শিবিরকে একই বয়ানে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

গ্রামোন্নয়নে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ ১২৬৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, কলকাতা,৫ জুলাই ঃ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের অন্যতম বৃহৎ কেন্দ্রীয় প্রকল্প Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)-এর অধীনে নতুন অর্থবরাদ্দ করল কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি কিস্তিতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য মোট ২৫ হাজার কোটিরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১২৬৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, এই অর্থ গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, বকেয়া মজুরি মেটানো এবং নতুন কাজ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হবে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, এবার প্রকল্পে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে সময়মতো মজুরি প্রদান এবং কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ওপর। ডিজিটাল নজরদারি ও ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। MGNREGA প্রকল্প মূলত গ্রামীণ অঞ্চলে বেকারত্ব কমাতে এবং বছরে নির্দিষ্ট দিনের কাজের নিশ্চয়তা দিতে চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে নির্দিষ্ট দিনের কাজ দেওয়া হয় এবং তার বিনিময়ে সরকার নির্ধারিত মজুরি প্রদান করা হয়। কেন্দ্রীয় সূত্রের মতে, বিগত কয়েক বছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও অর্থপ্রদানের গতি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্য থেকে অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে সময়মতো মজুরি না পাওয়া এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কাজ ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে একাধিক রাজ্য কেঃদ্রের সঙ্গে আলোচনা করে। নতুন বরাদ্দের সঙ্গে কেন্দ্র জানিয়েছে, প্রকল্পে আরও স্বচ্ছতা আনা এবং শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত করাই প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি কাজের গুণমান ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, এই কিস্তিতে সবচেয়ে

বেশি অর্থ পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ-প্রায় ৩২১০ কোটি টাকা। অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষিকাজের বাইরে গ্রামীণ শ্রমিকদের জন্য এই প্রকল্প এক ব। ভরসা হিসেবে কাজ করে। কেন্দ্রের নতুন বরাদ্দে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় কাজের গতি বা।বে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক তদারকি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় কতটা কার্যকর হয়, সেটাই এখন মূল নজরের বিষয়। ই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য গ্রামীণ এলাকায় বছরে নির্দিষ্ট দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া এবং সেই অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা। কেঃদ্রের দাবি, এবার বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সময়মতো মজুরি প্রদান, ডিজিটাল নজরদারি এবং স্বচ্ছতার ওপর, যাতে শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা কোনও অবস্থাতেই আটকে না থাকে।কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে দ্রুত অর্থ ছাড়রে মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ আরও গতিশীল করা হচ্ছে। তাঁর মতে, এই অর্থ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, জল সংরক্ষণ প্রকল্প, রাস্তা নির্মাণ এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।কেন্দ্রীয় সূত্রের মতে, এবারের কিস্তিতে মোট ২৫ হাজার কোটিরও বেশি টাকা বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ছাড় করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ-প্রায় ৩২১০ কোটি টাকার কাছাকাছি। গত কয়েক বছরে এই প্রকল্পকে ঘিরে কেন্দ্র ও একাধিক রাজ্যের মধ্যে অর্থ ছা। এবং মজুরি বকেয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির অভিযোগ ছিল, সময়মতো অর্থ না আসায় শ্রমিকদের মজুরি আটকে যাচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রের দাবি ছিল, রাজ্যগুলির প্রশাসনিক বিলম্ব ও তথ্য যাচাইয়ের সমস্যার কারণে অর্থ প্রদানে দেরি হচ্ছে।এই প্রেক্ষাপটে নতুন অর্থবরাদ্দকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, প্রকল্পের কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে এবং শ্রমিকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

মেসি ইভেন্ট বিতর্কে ফের অরূপ বিশ্বাসকে তলব
মঙ্গলবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৫ জুলাই ঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত মেসি ইভেন্টকে ঘিরে দায়ের হওয়া মামলায় ফের তলব করা হল প্রাক্তন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার পক্ষ থেকে তাঁকে আগামী মঙ্গলবার সকাল ১১টার মধ্যে থানায় উপস্থিত হয়ে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে মামলার তদন্তে আরও একবার গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। মেসি ইভেঃটকে ঘিরে বিতর্ক নতুন নয়। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা, টিকিট বণ্টনে অনিয়ম এবং আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে। সেই ঘটনার জেরে ইভেন্টের অন্যতম আয়োজক শতদ্রু দত্তকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরে অবশ্য তিনি জামিনে মুক্তি পান। এরপর রাজনৈতিক পালাবদলের পর শতদ্রু দত্তই প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে টিকিট কালোবাজারি, আর্থিক প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ইভেন্ট পরিচালনায় অনিয়মের মতো গুরুতর বিষয় উল্লেখ করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং অরূপ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিকবার নোটিস পাঠানো হয়। তবে প্রথমদিকে তিনি থানায় হাজিরা দেননি। টানা তিনবার তলব এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনায় বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পরে কলকাতা হাই কোর্টে মামলার শুনানির সময় বিচারপতি সৈগত রায় নির্দেশ দেন, তদন্তে সহযোগিতা করতে পুলিশের নির্ধারিত দিনেই হাজিরা দিতে হবে। আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই গত ১৮ জুন প্রথমবার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজির হন অরূপ বিশ্বাস। পরে ২২ জুনও তিনি তদন্তকারী আধিকারিকদের সামনে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নেন।

এদিকে, আদালত অরূপ বিশ্বাসকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষাও দিয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযাযী, আগামী ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না। ফলে তিনি তদন্তে সহযোগিতা করলেও আপাতত গ্রেপ্তার বা অন্য কোনও কঠোর ব্যবস্থা থেকে সুরক্ষা পাচ্ছেন। তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে খবর, মামলার নথি, আর্থিক লেনদেন, টিকিট বিতরণের প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে ফের থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে একাধিক বিষয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক একপর ৬-র পাতায়

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৫ জুলাই ঃ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে হাও।র দাসনগর থানায় অভিযোগ দায়ের, তদন্তে পুলিশ। হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির বিরুদ্ধে এবার হাওড়ার দাসনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ওই অভিযোগের তদন্তে নেমেছে পুলিশ। শুধু মনোজই নন, তাঁর পাশাপাশি প্রাক্তন কাউন্সিলর ও ওই ব্লকের দলের প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধেও শনিবার দাসনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা গেছে। তরুণ মজুমদার নামের এক ব্যক্তি ওই অভিযোগ দায়ের করেছেন। যিনি নিজেকে শিবপুর বিধানসভার একজন বিজেপি কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছেন। তরুণ বাবুর অভিযোগ, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপ চলত এবং সেই কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন ওই বিধায়ক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা। ওই অভিযোগপত্রে গত ৩ জুলাইয়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করে দাবি করা হয়েছে, বালিটিকুরি বাজার এলাকায় প্রাক্তন বিধায়কের দলীয় কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। একইসঙ্গে কিছু আপত্তিকর সামগ্রীও পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এছাড়া ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ি থেকেও সরকারি সামগ্রী উদ্ধারের দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে, হাওড়া সিটি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার তৌশিফ আলি জানান, অভিযোগ জমা পড়েছে। তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এদিকে, 'তোলাবাজি', 'হুমকি' ও 'সরকারি সামগ্রী চুরি'র অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তদের এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বারুইপুরে ধর্ষণ-খুনে 'গনপিটুনিতে মৃত অভিযুক্ত!
নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার সূর্যপুর হাট এলাকায় এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবিবার সকাল থেকে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। যদিও ঘটনার তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে। বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত বারুইপুর। গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক অভিযুক্তের। এই ঘটনায় নির্যাতিতা নাবালিকার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার পরিবারের সদস্যদের ভবানীভবনে যেতে বলেছেন তিনি। পরিবারের সব দাবি শোনা হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সকালে পুকুর থেকে এক নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। কুলপি রোডে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন জনতা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই আবহে এক অভিযুক্তকে ধরে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। মারধরের জেরে মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশের উপরেও উঠেছে হামলার অভিযোগ। সূর্যপুর পুলিশ ক্যাম্পেও হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় নামখানা লাইনে ট্রেন অবরোধ করেন উত্তেজিত জনতা। পরে মুখ্যমন্ত্রী নির্যাতিতার বাবাকে ফোন করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মৃতের নাম ইন্দ্রজি তাঁতি (২৬)। তিনি বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। রবিবার সকালে তাঁকে ধরে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, নাবালিকা মৃত্যুর ঘটনায় ৪-৫ জন জড়িত। তাঁদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করে বারুইপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভে শামিল হন উত্তেজিত জনতা। অবরোধে তুলতে গেলে পুলিশের উপর হামলা চালান বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয়দের দাবি, পুলিশের গাফিলতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সঠিক সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে নাবালিকাকে বাঁচানো যেত। পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোড়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে, যদিও এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে। উল্লেখ্য, রবিবার সকালে বারুইপুরে একটি পুকুর থেকে ১১ বছরের এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বিকেল থেকেই নিখোঁজ ছিল সে। অভিযোগ, ৪-৫ জন যুবক তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। রাতভর নিখোঁজের পর আজ, রবিবার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। এক অভিযুক্তকে ধরেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। এর মধ্যেই গণপিটুনিতে এক অভিযুক্তের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এই ভাবে কতদিন চলবে। মেয়েদের কি কোনও নিরাপত্ত নেই। পুলিস কেন দিনেরাতে টহল দেয় না। পুলিসের টহলদারি যদি থাকতো তাহলে এই ধরনের ঘটনা হত না। তাই সকলের রাগ পুলিসের উপরে পড়েছে।বর্তমানে নাবালিকার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে একপর ৬-র পাতায়

সবার দল ভাঙাচ্ছেন বিজয়, রাজ্যপালের কাছে নালিশ

৫ জুলাই ঃ নিজেদের তেতো ওষুধে এবার নিজেরাই ভুগছে বিজেপি! তামিলনাড়ুতে তাঁদের দল ভাঙাচ্ছেন থলপতি বিজয়। এই অভিযোগ তুলে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিল তামিলনাড়ুর গেরুয়া শিবির। শুধু বিজেপি নয়, একই অভিযোগ করেছে দুই তামিল দল ডিএমকে এবং এআইএডিএমকেও। মূল অভিযোগটা ডিএমকের। আসলে তামিলনাড়ুতে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হু হু করে শক্তি বাড়ছে টিভিকের। রাজ্যের প্রায় সব প্রান্ত থেকেই বিভিন্ন স্তরের নেতা যোগ দিচ্ছেন বিজয়ের দলে। একাধিক এআইএডিএমকে বিধায়ক ইতিমধ্যেই বিজয়ের হাত ধরেছেন। ডিএমকের বহু জেলা ও ব্লক স্তরের নেতাও দলবদল করেছেন। একই পরিস্থিতি বিজেপির। মোটামুটি সব বিরোধী দলেই কমবেশি ভাঙন ধরিয়েছে টিভিকে। একপ্রকার নিরুপায় হয়েই বিরোধীরা একযোগে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হয়েছেন। ডিএমকে, এআইএডিএমকে এবং বিজেপি আলাদা আলাদাভাবে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হয়েছেন। ডিএমকের অভিযোগ, সরকারের সমস্তরকম ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। জয়ী জনপ্রতিনিধিদের চাপ দিয়ে দলবদল করানো হচ্ছে। বেআইনিভাবে বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। জেলেও অত্যাচারের সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরা। তিন বিরোধী দলই একযোগে দাবি করছে, বিজয়ের বিরুদ্ধে কোনও সাংবিধানিক পদক্ষেপ করুন রাজ্যপাল। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল বিশ্বনাথ রাজেন্দ্র আরলেকর তিন দলের অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন। এমনকী পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দিয়েছেন। বিজয় মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন দু'মাসও হয়নি। এরই মধ্যে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ। তবে পালটা অভিযোগ বিজেপিও করেছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর সরকারও ফেলার চেষ্টা হয়েছে। অন্তত ১৫ জন বিধায়ককে ৩৫ কোটি টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ডিএমকের তরফে। সেই অভিযোগের তদন্তও চলছে।

এবার কলকাতাতেও ইথানল মিশ্রিত পেট্রল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ দেশের মাটিতে সমালোচনায় বিদ্ধ ইথানল মিশ্রিত পেট্রল 'ই-২০' কেন্দ্রের এই প্রকল্পে মাইলেজ কমে যাওয়ার পাশাপাশি গাড়ির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ। এরমধ্যেই এবার কলকাতাতেও পেট্রোলিয়ামের বদলে ব্যবহার হবে পেট্রোল ও ইথানল মিশ্রিত উপাদান। প্রেস ক্লাবে ইন্ডিয়ান অয়েলের সেক্রেটারি কুশল বাজোরিয়া জানান, ল্যান্সডাউন, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, রাজারহাট, কসবা ও রবীন্দ্র সদনে মিলবে এই পরিষেবা। বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি ইথানল পরিবেশ দূষণের ক্ষমতা কমায়, পেট্রোল আমদানির নির্ভরতা কম করে।

ইথানল হল আখ, ভুট্টার মতো বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য থেকে তৈরি হওয়া এক ধরনের জৈব জ্বালানি। পেট্রলের সঙ্গে মিশিয়ে এটি ব্যবহার করা হয়।

উদ্যোগপতি দিলীপ মেহরা জানান, ২০২৩ সালে ৩০ শতাংশ ইথানল এসেছিল কলকাতায়, ২০২৫ সালে সে মাত্রা বেড়ে হয়েছিল ৪০

শতাংশে। এবার ৯৫ শতাংশ করার উদ্যোগ নিচ্ছে ইন্ডিয়ান অয়েল। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইথানল ব্যবহারে সব গাড়ির ইঞ্জিন সঠিকভাবেই চলবে। কারণ সমস্ত গাড়িই ই-২০ জ্বালানি ব্যবহারের উপযোগী। তাই আগামী দিনে ইথানলে কোনও অসুবিধে হবে না বলেই দাবি ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তাদের। বলে রাখা প্রয়োজন, দেশে জ্বালানি সংকট কাটাতে বহুদিন ধরেই ইথানলের জ্বালানিতে জোর দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। আগামী দিনে স্রেফ ইথানলের ভরসাতেই গাড়ি চালানোর পরিকল্পনাও রয়েছে কেন্দ্রের। ইথানল হল আখ, ভুট্টার মতো বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য থেকে তৈরি হওয়া এক ধরনের জৈব জ্বালানি। পেট্রলের সঙ্গে মিশিয়ে এটি ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রের দাবি, ভিনদেশ থেকে আমদানি করা তেলের উপর নির্ভরতা কমাতেই ইথানলের জ্বালানি তৈরি করতে মরিয়া সরকার। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে ইথানলের গুরুত্ব আরও বেশি করে অনুধাবন করতে পারছে মোদি সরকার। সমস্যা হল এই ইথানল নিয়ে আবার অভিযোগ অনেক। গ্রাহকদের একাংশের অভিযোগ, ইথানলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাইলেজ কমে যাচ্ছে। এমনকী বহু গাড়িতে এই মিশ্রিত পেট্রল ব্যবহার করা না যাওয়ায়-নতুন গাড়ি কিনতে হচ্ছে। যদিও এক্ষেত্রে তেল প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির দাবি, ব্রাজিল, চিন ও আমেরিকায় ইথানল ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়েছিল। ব্রাজিলে ৮০ শতাংশ, আমেরিকায় ৮৫ শতাংশ ইথানল নিয়মিত ব্যবহার হয়। এবার কলকাতা হাঁটছে সেই পথে।

প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোসাহন যোজনা' চালু, ৩১৩.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৫ জুলাইঃ রাজ্যের চা শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য ৩১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করল সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রবিবার সকালে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন, এই খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কেন্দ্রের চা শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্পই এ বার এ রাজ্যে চালু করা হচ্ছে। গত শনিবার সরকারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুভেন্দুবাবু জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে ' প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোসাহন যোজনা' (পিএমসিএসপিওয়াই) চালু করা হচ্ছে। তাতে মোট ৩১৩.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে চা শ্রমিকদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ' আমাদের পরিশ্রমী চা শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সার্বিক উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আমাদের রাজ্য স্তরের কমিটি পিএমসিএসপিওয়াই চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা চা শ্রমিকদের জীবন বদলে দিতে চলেছি।''

কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রতীকঃ পুষ্কর ধামি

চম্পাওয়াত, ৫ জুলাই ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি রবিবার চম্পাওয়াত জেলার তানাকপুর থেকে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা ২০২৬-এর পরবর্তী পর্বের প্রথম দলের যাত্রা শুরু করেছেন। প্রথম দলে একজন চিকিসক-সহ মোট ৪৯ জন তীর্থযাত্রী রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৩৪ জন পুরুষ এবং ১৫ জন মহিলা। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা কেবল একটি ধর্মীয় যাত্রাই নয়, এটি আধ্যাত্মিক সচেতনতা, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং জাতীয় সম্প্রীতির প্রতীক। তিনি বলেন, এই তীর্থযাত্রা সীমান্ত অঞ্চলের উন্নয়ন, পর্যটন এবং স্থানীয় অর্থনীতিকেও উৎসাহিত করে। ধামি তীর্থযাত্রীদের স্থানীয় হস্তশিল্প ও পণ্য কিনে স্থানীয়দের উৎসাহিত করার জন্য আবেদন জানান।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে সনাতন সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য অনেক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং প্রাচীন মন্দিরগুলি পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হচ্ছে। তিনি সকল তীর্থযাত্রীর নিরাপদ ও সফল যাত্রা কামনা করেন। তীর্থযাত্রীরা রাজ্য সরকারের করা ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। সপ্তমবারের মতো কৈলাস মানস সরোবর যাত্রায় অংশ নেওয়া অনিল কুমার জৈন-সহ তীর্থযাত্রীরা এই যাত্রার জন্য উন্নত নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পুরুলিয়ায় বাসের মধ্যে উদ্ধার খালাসির দেহ, চাঞ্চল্য

পুরুলিয়া, ৫ জুলাই ঃ পুরুলিয়ার মানবাজারে রবিবার সকালে একটি বাসের ভেতর থেকে এক খালাসির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃতের নাম সন্তু মাহাতো, বাড়ি স্থানীয় কুড়ুকতোপা গ্রামে। তিনি মানবাজার-পুরুলিয়া রুটের একটি বাসের খালাসি ছিলেন।এদিন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো গত শনিবার রাতে কাজ শেষে বাস পরিষ্কার করে সেটির ভেতরেই ঘুমিয়েছিলেন সন্তু। রবিবার সকালে বাসের চালক অজিত মাঝি তাঁকে ডাকতে গিয়ে দেখেন সন্তু অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মানবাজার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এটি স্বাভাবিক মৃত্যু, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অযোধ্যায় রামমন্দিরে প্রণামী চুরির ঘটনায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত, দু ঃখিত ও লজ্জিতঃগোবিন্দ গিরি মহারাজ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৫ জুলাইঃ অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রণামী চুরির ঘটনায় শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ দেব গিরি মহারাজ প্রথমবার প্রতিক্রিয়া জানালেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, প্রণামী গণনার স্থান এবং সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই জঘন্য অপরাধের তদন্তে তিনি কারওর পক্ষে বা বিপক্ষে নন তিনি সত্যের পক্ষে। তিনি বিশ্বাস করেন, দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া উচিত।শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিরি মহারাজ একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন, প্রণামী চুরির ঘটনায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত, দু ঃখিত ও লজ্জিত। তিনি বলেন, কত কী চুরি হয়েছে, কবে হয়েছে, কীভাবে হযেছে- এটাই তদন্তের বিষয়। এই তদন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ হওয়া উচিত। তদন্তকারী সংস্থার ওপর ভরসা রাখুন। আদালত নিজের কাজ করবে। এসআইটি এবং পুলিশের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। দোষীরা পার পাবে না। সকলেরই তদন্ত ও বিচার ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা উচিত। আমরা কারওর পক্ষেও নই, কারওর

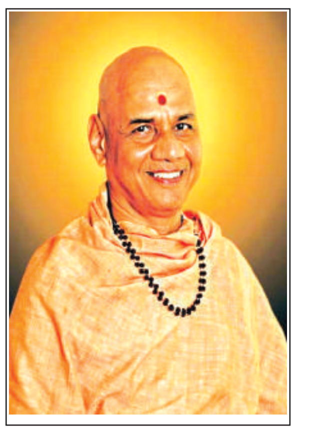

বিপক্ষেও নই। আমরা সত্যের সঙ্গে আছি। আমাদের দাবি, পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থা দোষীদের গ্রেফতার করুক এবং তাদের শাস্তি দিক।শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দ গিরি জি মহারাজ অযোধ্যায় পৌঁছানোর আগে একটি পত্র প্রকাশ্যে এনেছেন। এতে তিনি এই পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বক্তব্য, অযোধ্যা মন্দিরে ঘটে যাওয়া অবিশ্বাস্যভাবে এই প্রণামী আত্মসাতের ঘটনা রামভক্তদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। কিছু লোক সোনা-রুপোর গয়না গণনার সময় চুরির মতো জঘন্য পাপ করেছে। এতে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত, দু ঃখিত ও লজ্জিত। গোবিন্দ গিরি মহারাজ তাঁর চিঠিতে বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, তহবিলে জমা হওয়া অর্থের হিসাব সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে এবং অনুমোদিত ব্যক্তিরা এটি যাচাই করতে পারেন। এছাড়া রাম মন্দিরের সমস্ত ব্যয় সরাসরি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করা হয়। তিনি এর কোনও অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী নন। প্রণামীর বিষয়ে গোবিন্দ গিরি মহারাজ বলেন, রামভক্তদের দ্বারা দানপাত্রে দেওয়া প্রণামী যেখানে গণনা হয, সেই স্থানের সঙ্গে প্রথম থেকেই আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমার বাসস্থান পুণেতে। ধর্মীয় কথকতা প্রচারের জন্য আমাকে প্রায়শই ভ্রমণ করতে হয়। প্রণামী গণনা একটি দৈনন্দিন কাজ। স্থানীয় ট্রাস্টিরা শুরু থেকেই এর তত্ত্বাবধান করে আসছেন। এর এসওপি (গণনা প্রক্রিয়ার জন্য যৌথভাবে নির্ধারিত নির্দেশিকা) স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে মিলে তাঁরা তৈরি করেছেন। সেটি এই মাসে আমাকে দেখানো হয়েছে।গোবিন্দ গিরি মহারাজের বক্তব্য, তিনি কখনও ট্রাস্টি বা কোষাধ্যক্ষ হওয়ার চেষ্টা করেননি। ট্রাস্টি হওয়ার পর থেকে তিনি মন্দিরের জন্য কারওর কাছ থেকে কোনও নগদ বা বস্তু অনুদান হিসেবে গ্রহণ করেননি। এ ছাড়া, তিনি চেক ব্যতীত অন্য কোনও মাধ্যমে কখনও কিছু নেননি। তিনি আরও জানান যে, প্রতি এক-দেড় মাসে ট্রাস্টের কাজে তিনি অযোধ্যায় আসেন এবং ট্রাস্ট তাঁর বিমান ও অন্যান্য যাতাযাত খরচ বহন করে না। তিনি জানান, সিন্ধি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ভক্তিভরে উৎসর্গ করা ২০০ কেজি রুপোর ২০০টি ইট মূল্যবান ধাতুর রেজিস্টারে নথিভুক্ত রয়েছে। এগুলিকে খাঁটি রুপোর ইটে ঢালাই করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিযার (অযোধ্যা শাখা) লকারে নিরাপদে রাখা হয়েছে।গোবিন্দ গিরি মহারাজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, ভগবান শ্রীরামের কৃপায় খুব শীঘ্রই সত্য প্রকাশিত হবে এবং সন্দেহের মেঘ কেটে যাবে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। সনাতন ধর্ম এবং মন্দিরের গৌরবকে নষ্ট করার কোনও প্রচেষ্টা ভগবান সফল হতে দেবেন না।

সোমবার অমিত শাহের কলকাতা সফর, রয়েছে একাধিক কর্মসূচি

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনকে ঘিরে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। সোমবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঝটিকা সফরে কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সফরসূচি অনুযায়ী সেখানে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। বিজেপি'র তরফে জানা গেছে, অমিত শাহ ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদের ভিটেতে শ্রদ্ধা অর্পণ করবেন। তিনি যাবেন ইকো পার্কেও। নিউটাউনের ইকো পার্কে শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুট মূর্তি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তারই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হবে অমিত শাহের হাত ধরে। এরপর বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

শিলিগুড়িতে চালু ট্রাফিক মার্শাল পরিষেবা, যানজট নিযন্ত্রণে নামল পাঁচটি বাইক

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, দ্রুত ও কার্যকর করতে নতুন উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। সোমবার থেকে পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে চলেছে ট্রাফিক মার্শাল পরিষেবা। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি ট্রাফিক মার্শাল বাইক পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়েছে, যা শহরের ব্যস্ত রাস্তায় দ্রুত পৌঁছে ট্রাফিক নিযন্ত্রণ ও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।শিলিগুড়ির মল্লাগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা এবং পুলিশ কমিশনারেটের অন্যান্য আধিকারিকরা।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রাফিক মার্শাল বাইকগুলিতে প্রশিক্ষিত পুলিশকর্মীরা দাযিত্ব পালন করবেন। যানজটের খবর পেলেই তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করবেন। পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সহায়তা প্রদান, জরুরি পরিষেবার জন্য রাস্তা ফাঁকা রাখা এবং ট্রাফিক আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নেও এই বাহিনী সক্রিয় থাকবে।পুলিশ প্রশাসনের মতে, এই উদ্যোগের ফলে শিলিগুড়ির ব্যস্ত এলাকাগুলিতে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও গতিশীল হবে এবং নাগরিকদের ভোগান্তি কমবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রাফিক মার্শাল বাইকের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছে পুলিশ।

হাওড়া- কাটোয়া হকারদের সঙ্গে বৈঠক মন্ত্রী সুমনা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি,হুগলি , ৫ জুলাই ঃ হাওড়া-কাটোয়া শাখার হকার্সদের সঙ্গে সোমড়াবাজারে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। রবিবার সোমড়াবাজারে হাওড়া-কাটোয়া শাখার হকার্সদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত থেকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি ও প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি সুমনা সরকার। বৈঠকে হকারদের দৈনন্দিন জীবিকা, যাত্রীসেবা, নিরাপত্তা, বসার স্থান, প্রশাসনিক সহযোগিতা এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত নানা বিষয় উঠে আসে।সুমনা সরকার সকলের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং জানান, যাত্রী পরিষেবা ও হকারদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার সর্বদা সচেষ্ট। তিনি বলেন যে, হকারদের ন্যায্য দাবি ও সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা হবে, যাতে যাত্রীসেবাও ব্যাহত না হয় এবং হকারদের জীবিকাও সুরক্ষিত থাকে।বৈঠকে উপস্থিত হকার প্রতিনিধিরা তাঁদের বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা তুলে ধরেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও পেশ করেন। আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমাধানমুখী দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেওয়া হয়। শেষে সুমনা সরকার বলেন, আপনাদের ঘরের মেয়ে, আপনাদের সেবায়। তাঁর এই বার্তা উপস্থিত সকলের মধ্যে আশার সঞ্চার করে এবং হকার সমাজের প্রতি সরকারের সহমর্মী অবস্থানকেআরো স্পষ্ট করে তোলে

খানাকুলে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল যুবকের

আরামবাগ , ৫জুলাই ঃ হুগলির খানাকুলে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক যুবকের। রবিবার খানাকুল থানার অন্তর্গত বারাসাত এলাকায় একটি যাত্রিবাহী বাসের সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত যুবকের নাম সরফরাজ খান (২৪)। তাঁর বাড়ি ঘোষপুর খাঁ পাড়ায়। পেশায় তিনি সোনার কারিগর ছিলেন। কয়েকদিন আগেই কর্মসূত্রে বাইরে থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। রবিবার সকালে বাইকে করে যাওয়ার সময় বারাসাত এলাকায় একটি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর জখম হন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করা হলেও চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় বাইকে থাকা আরও এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।যুবকের আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘোষপুর খাঁপাড়ায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ভেঙে পড়েন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খানাকুল থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীই প্রথম সিএএ-র ভাবনার কথা বলেছিলেনঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৫ জুলাই ঃ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীই সর্বপ্রথম নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর ভাবনার কথা তুলে ধরেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী সেই আদর্শ ও চিন্তাধারাকেই বাস্তবায়িত করছেন বলে মন্তব্য করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। শনিবার আগরতলা টাউন হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্র সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।দেশজুড়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৩ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত ' শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মরণপক্ষ' পালন করা হচ্ছে। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে এই ছাত্র সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য,

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারসহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা।বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বহু মনীষী আত্মত্যাগ করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রকৃত ইতিহাস থেকে তাঁদের অবদানকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষাব্যবস্থায় মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস গুরুত্ব পেলেও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যাযের মতো জাতীয়তাবাদী নেতাদের সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে যথাযথভাবে জানানো হয়নি।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের যুবসমাজকে প্রকৃত ইতিহাস জানার এবং জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা মনীষীদের সম্পর্কে পড়াশোনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। যুব সমাজকে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের ইতিহাস ও আদর্শ সম্পর্কে সচেতন হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একসময় জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর মতে, তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে আপস না করেই তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন।সিএএ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মূল ভাবনার কথা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই আদর্শকে সামনে রেখেই কাজ করছেন এবং নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে সিএএ কার্যকর করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রাজনৈতিক দর্শন, জাতীয়ত াবাদী চিন্তাভাবনা এবং দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় তাঁর অবদানের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেবও ছাত্র-যুবকদের উদ্দেশে ডঃ মুখার্জীর জীবনাদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান।

আইআইটি খড়গপুরের ৭২তম সমাবর্তনে ৩,৯৩৬ পড়ুয়ার হাতে ডিগ্রি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি,খড়গপুর,৫ জুলাই ঃভারতের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটি খড়গপুরে শনিবার অনুষ্ঠিত হল ৭২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান। এদিন মোট ৩,৯৩৬ জন পড়য়ার হাতে বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি ও সনদ তুলে দেওয়া হয়। সমাবর্তনকে ঘিরে গোটা ক্যাম্পাসে উৎসবের আবহ তৈরি হয়।প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ৫৩৯ জন গবেষককে পিএইচডি, ৩১ জনকে এমএস, ৯০৮ জনকে এমটেক, ১৬৩ জনকে এমবিএ, ৮০১ জনকে ডুয়েল ডিগ্রি, ৬২৮ জনকে বিটেক (অনার্স) এবং ৪০ জনকে বি.আর্চ ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের শিক্ষার্থীরাও তাঁদের ডিগ্রি গ্রহণ করেন।সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, মন্ত্রী সারদ্বত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা তথা আইআইটি খড়গপুরের প্রাক্তনী ড. সুব্রত গুপ্ত।অনুষ্ঠানে অতিথিরা নবীন স্নাতকদের ভবিষ্য জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নে তাঁদের জ্ঞান, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। সমাবর্তনে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রাক্তনীদের উপস্থিতিতে দিনটি স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা

পহেলগাম, ৫ জুলাই ঃ অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। অমরনাথ যাত্রার তীর্থযাত্রীদের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়েছে, রবিবার তা খতিয়ে দেখতে পহেলগামের চন্দনওয়ারির বেস হাসপাতাল পরিদর্শন করেন মনোজ সিনহা।ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, এবার তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কোনও পূর্ব-নিবন্ধন ছাড়াই বিপুল সংখ্যক মানুষ এখানে আসছেন। জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন এবং শ্রাইন বোর্ড যৌথভাবে আগের চেয়েও উন্নত সব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। যেসব তীর্থযাত্রীর নিবন্ধন করা নেই, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ-আপনারা নিজেদের সুযোগ বা সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। গত দুই বছর ধরে এখানে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতালও চালু রয়েছে। আমাকে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন প্রায় ২,৫০০ রোগী হাসপাতালের বহির্বিভাগে (ওপিডি) চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন।

ভোট লড়াইয়ে পিকে, প্রার্থী হলেন বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ৫ জুলাই ঃ এ বার ভোটের ময়দানে প্রশান্ত কিশোর। বিহারে বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জন সুরাজ পার্টির প্রার্থী হচ্ছেন তিনি। দলের কোর কমিটির বৈঠকে রবিবার এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এদিন কোর কমিটির বৈঠকের পর বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে 'জন সুরাজ'-এর প্রার্থী হিসেবে প্রশান্ত কিশোরের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পাটনায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য সভাপতি মনোজ ভারতী এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।দলীয় সূত্রের খবর, প্রথমে রাজি না হলেও দলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিয়েছেন প্রশান্ত। বিহারের

বিধানসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যে ঘুরে প্রচার করলেও নিজে প্রার্থী ছিলেন না তিনি। উল্লেখ্য, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন রাজ্যসভায় চলে যাওয়ায় তাঁর ছেড়ে যাওয়া বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে।

দেশে 'ভিবি-জি রাম জি' আইন কার্যকর হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ শিবরাজের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা, ৫ জুলাই ঃদেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে 'বিকশিত ভারত - গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' বা 'ভিবি-জি রাম জি' আইন। আর তাই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। রবিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এই মিশনের আওতায় রাজ্যগুলোর জন্য ২৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থের প্রথম কিস্তি বা মূল বরাদ্দ অনুমোদন ও প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, শিবরাজ চৌহান সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রীদের সঙ্গে 'ভিবি-জি রাম জি'-এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেছেন।তিনি জানান, আজ যে প্রথম কিস্তি প্রকাশ করা হয়েছে তার লক্ষ্য হলো রাজ্যগুলোর হাতে পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করা, যাতে ১৫ দিনের মধ্যে মজুরি প্রদান করা সম্ভব হয়। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, মনরেগার থেকে 'ভিবি-জি রাম জি' আইনে সফলভাবে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, মনরেগা বাস্তবায়নে তিন বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল, অথচ 'ভিবি-জি রাম জি' সারা দেশে মাত্র একদিনেই কার্যকর করা হয়েছে। চৌহান জানান, 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করতে আগামী পাঁচ বছরে এই আইনের আওতায় ২.৮৬ লক্ষ পঞ্চায়েতে ৭.৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করা হবে। প্রাথমিক অগ্রগতির পর্যালোচনা করে মন্ত্রী জানান, প্রথম সপ্তাহেই বিপুল সংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ শুরু হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ শ্রমিককে কর্মসংস্থান প্রদান করা হয়েছে।

হরমুজ পার করলে গুনতে হবে পরিষেবা কর, পরিকল্পনা ইরানের অন্দরে

বেজিং, ৫ জুলাই ঃ হরমুজ প্রণালী পারাপারে পরিষেবা কর দিতেই হবে! নিজেদের দাবিতে অনড় ইরান। চিনে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত এ প্রসঙ্গে জানান, হরমুজ দিয়ে চলাচল করা জাহাজগুলির উপর নতুন কাঠামোয় পরিষেবা কর আরোপের পরিকল্পনা চলছে। তবে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময় ইরান তাদের সমর্থনকারী দেশগুলিকে ' সুবিধা দেওয়ার বিষয়টিও ভাবনাচিন্তা করছে।বেজিঙে বিশ্ব শান্তি ফোরামে ইরানের রাষ্ট্রদূত আবদোলরেজা রহমানি শনিবার হরমুজ প্রণালীতে করের বিষয়টি জানান। তিনি বলেন যে, ' কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ দিয়ে জাহাজ চলাচলের বিষয়ে ওমানের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে কাজ করছে ইরান।''প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তির সময়ে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল ইরান। তারা স্পষ্ট জানিয়েছিল, হরমুজ প্রণালী দিয়ে কোনও জাহাজ পারাপার করতে দেবে না। কেউ জোর করে পার হওয়ার চেষ্টা করলে হামলার সম্মুখীন হবে। পরে কিছু দেশের জন্য সেই অবরোধ শিথিল করে ইরান। সেই তালিকায় জায়গা পেয়েছিল ভারতীয় জাহাজগুলিও। অনেকের মতে, নয়া ব্যবস্থা যদি চালু হয় সেখানে ভারত কিছু ছাড় পেতে পারে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনি যদি মাথাব্যথা বা মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন, তবে উপযুক্ত চিকিৎসা নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বৃষঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনার পেটের সমস্যা বা ত্বকের সমস্যা (যেমন ব্রণ) দেখা দিতে পারে। আর্থিক দিক থেকে সময়টি অনুকূল এবং অর্থের কোনও অভাব হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রেম আসতে পারে আজকে।

মিথুনঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল হতে পারে। আপনার জন্য স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া এবং সুষম জীবনযাপন বজায় রাখা জরুরি হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য মোটামুটিভাবে অনুকূল হতে পারে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে সর্দি-কাশি বা অনুরূপ শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

সিংহঃ স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, কারণ সর্দি-জ্বরের মতো ঋতুজনিত অসুস্থতা আপনাকে ভোগাতে পারে।শুভদিন

কন্যাঃ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুখবর ও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে। কাজ বা ব্যবসার প্রয়োজনে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে।

তুলাঃ চাকরিজীবীদের জন্য সময়টি চমকার কর্মক্ষেত্রে আপনি স্বীকৃতি ও সম্মান পেতে পারেন।

বৃশ্চিকঃ দাম্পত্য জীবন সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং জীবনসঙ্গীর সহযোগিতায় আপনি নতুন কোনও প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

ধনুঃ শিক্ষার্থীদের বিশেষ সতর্কতা ও মনোযোগ বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করতে হলে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে। অর্থের ব্যয়।

মকরঃ কর্মক্ষেত্রে পেশাজীবীদের কাজের গতি বাড়তে পারে, তবে কারোর আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের আশঙ্কাও রয়েছে।

কুম্ভঃপ্রেমের সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য, মানসিক চাপের সৃষ্টি করতে পারে। তবে বিবাহিত জীবন আনন্দদায়ক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকতে পারে।

মীনঃ আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করা এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে অন্যথায়, আপনি আর্থিক টানাপড়েনের সম্মুখীন হতে পারেন।

আবহাওয়া

মেঘলা আকাশ, একইসঙ্গে বৃষ্টিও চলছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। আবহাওয়া রয়েছে মনোরম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে ৬ জুলাই, সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে সপ্তাহভর। উত্তরবঙ্গে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি।মস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা রয়েছে সোমবার পর্যন্ত। উত্তর বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা ৭ জুলাই, সোমবার পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, সোমবারও ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকবে পুরুলিযা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে। মঙ্গল এবং বুধবারেও বজ্রবিদ্যু সহ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকছে। বৃহস্পতিবারে উপকূলের দুই জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে সোমবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যু সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সব জেলাতেই। মঙ্গলবার ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলবার মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুযার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৭ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি পাত হয়েছে আজকে আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১১ টা ৪৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৫মনিট এবং রাত ০২টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০২মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে হতে পারে।

নজিরবিহীন ঘটনা চন্দ্রকোনায় কাটমানির টাকা ফেরত তৃণমূল নেতার!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পঃ মেদিনীপুর, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ আবাস যোজনার বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নামে 'কাটমানি' নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরই দেখা গেল এক নজিরবিহীন দৃশ্য! খোদ তৃণমূলের নেতাই সাধারণ মানুষের টাকা ফেরত দিলেন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিডাপুর ৩৯ নম্বর বুথে। অভিযোগ, এলাকার বুথ তৃণমূল সভাপতি অশোক সিংহ আবাস যোজনার নাম করে গ্রামবাসীদের কাছে থেকে টাকা নিয়েছিলেন। তবে সরকার পরিবর্তনের পর, শনিবার রাতে এলাকার বিজেপি নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের প্রকাশ্য উপস্থিতিতে, কাগজ-কলমে স্বাক্ষর করে ৩৫ জন উপভোক্তার হাতে প্রতি জনকে ২,০০০ টাকা করে ফেরত দেন ওই তৃণমূল নেতা। প্রকাশ্য এভাবে কাটমানির টাকা ফেরতের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে গোটা এলাকায়। যদিও এই চাঞ্চল্যকর বিষয়টিতে তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিপ্লবী মেদিনীপুর টাইমস-এর উদ্যোগে মেধা পুরস্কার-২০২৬ প্রদান

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, মেদিনীপুর, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্যতম প্রাচীন দৈনিক বিপ্লবী মেদিনীপুর টাইমস-এর উদ্যোগে রবিবার মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর হলে অনুষ্ঠিত হল মেধা পুরস্কার-২০২৬ প্রদান অনুষ্ঠান। এ বছর ছিল এই সম্মান প্রদানের ৩৯তম বর্ষ। অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান পত্রিকার সম্পাদক বর্ষীয়ান তারাশঙ্কর চক্রবর্তী। উদ্বোধনে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আলোকবরণ মাইতি 'বন্দে মাতরম্' ও 'জনগণমন অধিনায়ক' পরিবেশন করেন। সরস্বতী বন্দনা পরিবেশন করে শিশুশিল্পী শাক্য চক্রবর্তী ও পাহী চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ও সাহিত্যিক মধুপ দে। তিনি মেধা পুরস্কারের ৩৯ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্ষেপে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক শংকর গুছাইত, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপিকা স্বপ্না ঘোড়ুই, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক সত্যরঞ্জন ঘোষ, ভগবতী দেবী পিটিটিআই-এর অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ মিশ্র, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, চিকিৎসক ডা. গোলোক মাজী ও ডা. সুদীপ চৌধুরী, আইনজীবী তীর্থঙ্কর ভকত, সমাজসেবী শ্যামল দাস, শিক্ষিকা সুতপা বসু, শিক্ষক সুদীপকুমার খাঁড়া-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে জেলার এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মেধা পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬৬ জন মেধাবী পড়ুয়ার হাতে এককালীন আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সাত জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মানিতদের মধ্যে ছিলেন বাচিক শিল্পী দম্পতি রত্না দে ও নরোত্তম দে, সঙ্গীতশিল্পী সমীর মোহান্তি, নাট্যকর্মী ও বাচিকশিল্পী অসীম বসু, শিশুসঙ্গীতশিল্পী অদিত্রী আঢ্য, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মী মন্দিরা পান্ডা এবং যোগাসনে কৃতিত্বের জন্য সুচরিতা কর্মকার কুইলা। প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মানিত হয় শালবনি জাগরণ ফুটবল কোচিং ক্লাব। এ দিন প্রয়াত পুত্র সৌরদীপ চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশে তাঁর বাবা-মা ডা. সুদীপ চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণী একাধিক বিশেষ পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন। অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে বিধায়ক শংকর গুছাইত মেধা পুরস্কারের স্মরণিকা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অখিলবন্ধু মহাপাত্র। শেষে অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক তারাশঙ্কর চক্রবর্তী।

মালদার সীমান্ত এলাকায় ৩টি নতুন থানা ও ৩টি আউটপোস্টের প্রস্তাব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ মালদার সীমান্ত এলাকায় তিনটি নতুন থানা ও তিনটি আউটপোস্ট তৈরির প্রস্তাব তৈরি করেছে জেলা পুলিশ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করতে সীমান্ত লাগোয়া এলাকাগুলিতে বর্তমান আউট পোস্টগুলিকেই পরিবর্তন করে থানায় উন্নত করা হবে। এমনটাই জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং। নতুন থানা এবং আউটপোস্টগুলি তৈরি হলে পুলিশের অফিসার ও কর্মী সংখ্যা বাড়বে। টহলদারি, নজরদারির মতো কাজে গতি আসবে। এতে করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক ভালো হবে বলেও মনে করছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ, বৈষ্ণবনগর থানার কুম্ভীরা এবং হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী এই তিনটি আউটপোস্ট ও ফাঁড়িকে উন্নত করে নতুন থানা গড়ে তোলা হবে।

প্রতিবাদী বরুন বিশ্বাসের মৃত্যুদিন পালন, পুনরায় বরুণ খুনের ফাইল খোলার দাবি পরিবারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, গাইঘাটা, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ গাইঘাটার সুটিয়া এলাকায় একের পর এক নারী নির্যাতন, গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে তা নিয়ে প্রতিবাদী মঞ্চ তৈরি করে গাইঘাটার সুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা বরুণ বিশ্বাস। অরুণ বাবু কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক। প্রতিবাদী মঞ্চের প্রথম সারিতে থাকায় তাকে একাধিকবার হুমকির মুখে পড়তে হয়। এলাকার খাল বিল বুজিয়ে ফেলার পাশাপাশি নদীর বার দখল, অবৈধ নির্মাণের পেছনে রাজনৈতিক মদত দাতাদের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ও বিভিন্ন সরকারি মহলে নালিশ জানাতে থাকেন বরুন। তারও প্রতিবাদ করে বরুণ বিশ্বাস। ২০১২ সালের ৫ জুলাই গোবরডাঙ্গা স্টেশনে নেমে বাইকে করে বাড়ি ফেরার আগেই স্টেশন চত্বরে তাকে গুলি করে খুন করে দুর্বৃত্তরা। দুষ্কৃতীদের দাপট এতটাই ছিল দীর্ঘক্ষণ রক্তাক্ত অবস্থায় বরুণ বিশ্বাস স্টেশন চত্বরে পড়ে থাকলেও তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সাহস পাননি কেউ। পরবর্তীকালে কিছু সাধারণ মানুষ বরুন বিশ্বাসকে গোবরডাঙ্গা হাসপাতাল, পরবর্তীকালে হাবরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়। বরুণ বিশ্বাস খুনে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ তার মধ্যে এক নাবালক। বছর ষোলোর ওই নাবালকই গুলি চালিয়েছিল বলে জানা যায়। দুষ্কৃতিরা এই নাবালকের পরিবারকে টাকা দিয়ে বরুণ বিশ্বাসকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল। গাইঘাটা থানার পাশাপাশি সিআইডি ও এই তদন্তে নামে। বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা বিশ্বাস প্রথম থেকে দাবি করে আসছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নির্দেশেই খুন হয়েছে। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে মূল দোষী বলে বারবার দাবি করে এসেছে বরুন বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা বিশ্বাস। ১৪ বছর বিচারের আশায় থেকেও কোন লাভ হয়নি অভিযুক্তরাও জামিনে মুক্তি পেয়েছে সেই রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দারস্থ হয়ে বরুণ বিশ্বাস খুনের ফাইল পুনরায় খোলার দাবি করেছেন তার পরিবার।

কলকাতায় তৃণমূল নেতাদের দুর্গাপুজোর এবার কি হবে ?- প্রশ্ন নাগরিক মহলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, সুরুচি সংঘ সহ বেশ কয়েকটি বড়ো পুজোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। কারণ বেশ কয়েকটি পুজোর কর্ণধার এখন জেলে। কলকাতার দুর্গাপুজো বলতেই যে পুজোর নামগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার প্রথম সারিতে নিঃসন্দেহে থাকে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বোসের পুজোর জাঁকজমকে বিস্মিত হয় আট থেকে আশি। প্রায় ১৫ দিন ধরে চলে উৎসব। শুধু লেকটাউনের এই পুজো কেন, উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তৃণমূল নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের বহু পুজো। বিগ বাজেটের সেসব পুজো থেকে নেতা-মন্ত্রীদের আয়ও হত আকাশছোঁয়া, নিন্দুকরা অন্তত তেমনটাই দাবি করে এসেছেন এতকাল। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর একের পর এক মন্ত্রী, কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার 'ডিম থেরাপি'র আশঙ্কায় জনসমক্ষে বেরনোর ঝুঁকি নিচ্ছেন না! এমন পরিস্থিতিতে জোরাল হচ্ছে একটা প্রশ্ন। তৃণমূলের হেভিয়েটদের পুজোর এবার ভবিষ্যৎ কী? পুজোর আর চার মাসও বাকি নেই। এই সময়ে শহরের নামী পুজোর বেশিরভাগেরই মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এবারের ছবিটা অনেকটাই আলাদা। অরূপ বিশ্বাসের পুজো বলে পরিচিত সুরুচি সংঘ চত্বরে এখনও পর্যন্ত কোনও পুজো পুজো গন্ধ নেই। আপাতত প্রাক্তন মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত নিজেকে 'আসল তৃণমূল' প্রমাণ করতে। গড়িয়াহাট এলাকার দুই বিগ বাজেটের পুজো হিন্দুস্তান ক্লাব এবং ত্রিধারার নেপথ্যেও দুই প্রাক্তন বিধায়ক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং দেবাশিস কুমার। তাঁরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাম লিখিয়েছেন ঋতব্রত শিবিরে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কিন্তু বেশ জটিল। পাটুলি এলাকার কেন্দুয়া শান্তি সংঘের পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা তথা কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বর্তমান ঠিকানা পুলিশ হেফাজত। ফলে পুজোর প্রস্তুতির কোনও তোড়জোড়ই চোখে পড়ছে না। ক্লাবের তরফে যদিও বলা হচ্ছে, প্রতিবারের মতোই পুজো হবে এবারও। রাজডাঙা নব উদয় সংঘের পুজোর পৃষ্ঠপোশক সুশান্ত ঘোষও এখন পুলিশের জালে। কলকাতার পুজো কমিটিগুলির জন্য বরাবর সিদ্ধহস্ত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৫ সালে ক্লাব পিছু পুজোর অনুদান বাড়িয়ে করেছিলেন ১ লক্ষ ১০ হাজার। ফলে রাজ্যের রাজকোশের একটা বড় অর্থ চলে যেত পুজো খাতে। পুজো থেকে আয়ের পরিমাণও ছিল আকাশছোঁয়া। তবে বিরোধীরা বারবার দাবি করেছে, এই আয়ের অর্ধেকই চলে যেত নেতা-মন্ত্রীদের পকেটে। আর সেই অভিযোগ যে নেহাত মিথ্যে ছিল না, তা লেকটাউনের বাসিন্দাদের একাংশের কথাতেই স্পষ্ট। শ্রীভূমির স্পোর্টিং ক্লাবের নামে ৫০ শতাংশ অর্থ যেত সুজিত বোসের কাছে! তাই শ্রীভূমির যে চাকচিক্য দেখে অভ্যস্ত পুজোপ্রেমীরা, এবার হয়তো তা দেখা যাবে না। তাই কলকাতার বড় পুজো নিয়ে নাগরিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠছে।

অভিনবত্বের মোড়কে রথের প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি তুঙ্গে

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা, হুগলী, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত ত রহিমপুর নবারুন সংঘদ-র সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র 'সুচেতন'-র উদ্যোগে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩ (ইং ১৬ জুলাই ২০২৬) বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টায় সংঘ প্রাঙ্গণে সম্পুর্ন নতুন আঙ্গিকে ষষ্ঠ বার্ষিক রথের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। রথের প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে 'রহিমপুর নবারুন সংঘদ-র সম্পাদক গৌতম বাকুলী বলেন, এই রথের প্রতিযোগিতা পশ্চিমবঙ্গের আর কোনো জায়গায় হয় না। এই প্রতিযোগিতায় শুধুমাত্র হুগলী জেলার প্রতিযোগীরা নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিযোগিরা অংশগ্রহণ করে। এবারে এই রথের প্রতিযোগিতা আরো আকর্ষনীয়, প্রাণবন্ত ও অভিনবত্বের জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রথের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রতিযোগিদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'এই রথের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই, প্রতিযোগিতার আগের দিন পর্যন্ত নামজমা নেওয়া হবে, প্রতিযোগিতার দিন ১৫ মিনিট আগে উপস্থিতি জানাতে হবে, আগে আসার ভিত্তিতে প্রথম ২৫ টি রথের গ্রুপ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, একটি গ্রুপে ৪ (চারজন) ছেলে-মেয়ের বেশি নাম দেওয়া যাবে না, প্রতিযোগিতার বিচারের ক্ষেত্রে রথের সৌন্দর্য-মৌলিকতা এবং শৈল্পিক নৈপুণ্য কে গুরুত্ব দেওয়া হবে, পাশাপাশি গ্রুপের সদস্য-সদস্যাদের সাজসজ্জা, ক্রিয়াকলাপ (অভিনয়) ও উপস্থাপন বিচার্য হবে, প্রয়োজনে বিচারকেরা রথযাত্রার ইতিহাস, তাৎপর্য, গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন প্রতিযোগিদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, প্রতিযোগিতায় ২০টির বেশি গ্রুপ হলে বিচারকের বিচারে প্রথম পাঁচটি গ্রুপকে মেমেন্টো ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রথম স্থানাধিকারী গ্রুপকে নগদ ২০০০ (দুই হাজার) টাকা ও মেমেন্টো, দ্বিতীয় স্থানাধিকারী গ্রুপকে নগদ ১,৫০০ (দেড়) হাজার টাকা ও মেমেন্টো, তৃতীয় স্থানাধিকারী গ্রুপকে নগদ ১,০০০ (এক) হাজার টাকা ও মেমেন্টো, চতুর্থ স্থানাধিকারী গ্রুপকে নগদ ৭০০ (সাতশো) টাকা,ও মেমেন্টো,পঞ্চম স্থানাধিকারী গ্রুপকে নগদ ৫০০ (পাঁচশো) টাকা এবং মেমেন্টো প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ও পুরস্কার প্রদান করা হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ইচ্ছুক অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা প্রয়োজনে ৮৫১৫৮১৫১১৯ / ৮০০১৪৭৯০৭৮ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। রথের প্রতিযোগিতা আকর্ষণীয়, অভিনবত্ব এবং প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য প্রচার প্রস্তুতি তুঙ্গে চলছে। সংগঠনের সদস্য - সদস্যারা দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন।

শান্তিনিকেতনের বাটিক পেল জিআই স্বীকৃতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ শান্তিনিকেতনের বাটিক পেল জিআই স্বীকৃতি বিশ্বদরবারে বাংলার শিল্পঐতিহ্যের নতুন স্বীকৃতি। বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির এক অনন্য ঐতিহ্য শান্তিনিকেতনের বাটিক ভৌগোলিক নির্দেশক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই স্বীকৃতির ফলে শান্তিনিকেতনের বাটিক শিল্পের মৌলিক পরিচয় আইনগত সুরক্ষা পেল এবং দেশ-বিদেশে এর স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা আরও সুদৃঢ় হলো। এর মাধ্যমে শুধু একটি শিল্পরীতির স্বীকৃতিই নয়, শান্তিনিকেতনের শিল্প-ঐতিহ্য, শিল্পীদের দীর্ঘদিনের সাধনা এবং বিশ্বভারতীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও নতুন সম্মান লাভ করল। শান্তিনিকেতনের বাটিকের ইতিহাস এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। ১৯২৭ সালে জাভা সফর থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্যবাহী বাটিক শিল্পের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শান্তিনিকেতনে এর চর্চার সূচনা করেন। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণায় এবং বাটিক শিল্পের কৌশল আয়ত্ত করেন। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের শিল্পশিক্ষা ও কারুশিল্পের ধারায় বাটিক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনের বাটিকের বিশেষত্ব হলো; মোম ব্যবহার করে কাপড়ের নির্দিষ্ট অংশ ঢেকে রেখে ধাপে ধাপে রং করার অভিনব পদ্ধতি। এর ফলে কাপড়ে তৈরি হয় স্বতন্ত্র নকশা, সূক্ষ্ম রেখা এবং শিল্পসম্মত ফাটল, যা অন্য বাটিক শিল্প থেকে একে আলাদা পরিচয় দেয়। প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবন, আলপনা, ফুল, পাখি, লোকশিল্প এবং রবীন্দ্রভাবনার নানা অনুষঙ্গ এই শিল্পে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। জিআই স্বীকৃতির ফলে এখন থেকে তশান্তিনিকেতনের বাটিকদ নামে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে নির্মিত বাটিক পণ্যই বাজারজাত করা যাবে। এতে নকল পণ্যের দৌরাত্ম্য কমবে, প্রকৃত শিল্পীরা তাঁদের ন্যায্য স্বীকৃতি ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাবেন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে শান্তিনিকেতনের বাটিকের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে। শান্তিনিকেতনের বাটিক কেবল একটি হস্তশিল্প নয়; এটি বাংলার সৃজনশীলতা, নন্দনতত্ত্ব এবং রবীন্দ্র-দর্শনের এক উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। জিআই স্বীকৃতি সেই ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সংরক্ষণ ও বিশ্বমঞ্চে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিশ্বভারতী তরফে বিশ্বভারতী জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ জানান, এই স্বীকৃতি গৌরবের। কবিগুরু হ্যাণ্ডলুম মার্কেটের আমিনুল হোদা খুবই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

নারদ জয়ন্তীতে ১৭ জন সাংবাদিককে 'নারদ সম্মান-২০২৬' প্রদান

নৈতিক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বার্তা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সমিতির উদ্যোগে রবিবার কলকাতার শিশির মঞ্চে আয়োজিত হলো 'নারদ জয়ন্তী উদযাপন ও নারদ সম্মান-২০২৬' অনুষ্ঠানঊ এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকতার নৈতিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও জাতীয় দায়বদ্ধতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মোট ১৭ জন সাংবাদিককে 'নারদ সম্মান-২০২৬' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আর. এন. রবি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, 'অর্গানাইজার'-এর সম্পাদক প্রফুল্ল কেতকর এবং ড. জিষ্ণু বসু প্রমুখ। এদিন 'নারদ সম্মান-২০২৬'-এ ভূষিত করা হয় বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো প্রধান সন্তোষ কুমার মধুপ-সহ প্রবীণ ও নবীন মিলিয়ে মোট ১৭ জন সাংবাদিককেঊ প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় আঢ্য, স্বপন দাশগুপ্ত, ভজনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ দত্ত ও রঞ্জিত রায়কে সম্মাননা প্রদান করা হয়ঊ এছাড়াও সম্মান জানানো হয় সাংবাদিক সাহানা মুখোপাধ্যায়, পিনাকপাণি ঘোষ, স্বর্ণালী সরকার, সন্তু কুমার পান (সাংবাদিক তথা তারকেশ্বরের বিধায়ক), অনির্বাণ সিনহা, শুভ বন্দ্যোপাধ্যায়, শফিকুল ইসলাম, অদ্বিতীয়া রায়, প্রবীর ভট্টাচার্য, রক্তিম দাসকেঊ ৬ জন প্রবীণ সাংবাদিককে 'নারদ সম্মান-২০২৬' প্রদান করেন রাজ্যপাল আর. এন. রবিঊ অন্য ১১ জন সাংবাদিকের হাতে নারদ সম্মান-২০২৬' তুলে দেন মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, 'অর্গানাইজার'-এর সম্পাদক প্রফুল্ল কেতকর এবং ড. জিষ্ণু বসু। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ড. রাকেশ দাশের পরিবেশনায় দেবর্ষি নারদের স্তোত্র পাঠের মাধ্যমে। এরপরে অতিথিদের চন্দন তিলক ও পুষ্পাঞ্জলির মাধ্যমে সংবর্ধনা জানানো হয়। বক্তারা বলেন, দেবর্ষি নারদ শুধুমাত্র পৌরাণিক চরিত্র নন, তিনি সত্য, সংলাপ ও জনকল্যাণভিত্তিক সাংবাদিকতার আদর্শ প্রতীক। তিনি সর্বদা সঠিক সংবাদ সঠিক স্থানে পৌঁছে দিয়ে সমাজে সুস্থ যোগাযোগের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। আধুনিক সাংবাদিকতার নৈতিকতা ও দায়বদ্ধতার ভিত্তিও এই মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন। স্বাগত ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায় বলেন, একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব কেবল সংবাদ পরিবেশন নয়, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সত্য ও তথ্যকে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তুলে ধরা। ড. জিষ্ণু বসু বলেন, দেবর্ষি নারদ সত্য প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণে নিবেদিত ছিলেন। ড. কল্যাণ চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, ভারতীয় ঐতিহ্যে নারদ জ্ঞান, সংলাপ ও সত্যের প্রতীক। অর্গানাইজার-এর সম্পাদক প্রফুল্ল কেতকর বলেন, সাংবাদিকতা কেবল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম নয়, সমাজকে সঠিক দিশা দেখানোও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।সভাপতির ভাষণে রাজ্যপাল আর. এন. রবি বলেন, গণতন্ত্রে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি সাংবাদিকদের সত্য, নিরপেক্ষতা ও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের পর্বের সমাপ্তি হয় ধন্যবাদজ্ঞাপন, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় স্তোত্র পরিবেশনের মাধ্যমে ।

হিন্দুস্থান সমাচার / এ. গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করতে শুরু পাহাড় পুজো ঝাড়গ্রামে!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গলমহল, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ পরম্পরা মেনে প্রতিবছর বৃষ্টির শুরুতে বেশ সাড়ম্বর সহকারে পুজো হয়। আর এই পুজো পার্বণকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এখানে। জঙ্গলমহলে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করতে বহু বছর আগে শুরু হয় পাহাড়পুজো। দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হয় পাহাড়কে। যার ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পায় এলাকার মানুষ, এমনই মতে শুরু হয় পূজার্চনা। তাই পরম্পরা মেনে প্রতিবছর আয়োজিত হয় পাহাড় পুজোর। পুজোকে ঘিরে বসে মেলা, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় পাহাড় পুজো দেখার জন্য।

পাহাড় ডাকে, কানাইসরে ভক্তের ঢল প্রকৃতি, লোকবিশ্বাস আর ঐতিহ্যের মহামিলন

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, বেলপাহাড়ি, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ আষাঢ়ের তৃতীয় শনিবার মানেই জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে এক বিশেষ দিন। ভোরের আলো ফোটার আগেই পাহাড়মুখো মানুষের স্রোত। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ মোটর বাইকে, কেউ বা বাসে চেপে ছুটে আসেন পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমান্তের কানাইসর পাহাড়ে। শনিবার, ৪ জুলাই, ঐতিহ্যবাহী কানাইসর পাহাড় পুজো ও মেলাকে ঘিরে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হল। পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি ওড়িশা থেকেও বহু মানুষ যোগ দেন এই উৎসবে। পাহাড়ের উত্তর অংশ ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি ব্লকের অন্তর্গত, আর দক্ষিণ অংশ ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার চাকুলিয়া এলাকার মধ্যে পড়ে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, পাহাড়ের গুহাতেই অধিষ্ঠান 'ভগবান কানাইয়েশ্বর'-এর। তাঁর নামেই পাহাড়ের নাম কানাইসর। ভোর থেকেই ভক্তরা পাহাড়ের গা বেয়ে শীর্ষে ওঠেন। পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, সিঁদুর, নৈবেদ্য ও নানা পূজাসামগ্রী নিবেদন করে মানত শোধ করেন তাঁরা। প্রকৃতির কোলে পাহাড়ের চূড়ায় দেবতার আরাধনার এই রীতিই কানাইসর পাহাড় পুজোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঝাড়গ্রামের লোকসংস্কৃতি গবেষক বিধান দেবনাথ বলেন, 'কানাইসর পাহাড় পুজোকে কেবল ধর্মীয় আচার হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি প্রকৃতি উপাসনা, কৃষিনির্ভর জীবন, লোকবিশ্বাস এবং পাহাড়-অরণ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সামাজিক সংস্কৃতির এক বিরল ঐতিহ্য। বহু শতাব্দী ধরে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার মানুষের মিলনক্ষেত্র হিসেবে এই পুজো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে।' এই পুজোর আর একটি বিশেষত্ব, এখানে কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নেই। বংশানুক্রমে স্থানীয় 'মাল' সম্প্রদায়ের 'লায়া' বা 'দেহুরী'রাই পুজোর সমস্ত আচার সম্পন্ন করেন। পাহাড়ের পাদদেশে যেমন বিশাল মেলা বসে, তেমনই পাহাড়ের উপরের সমতল অংশেও বসে অস্থায়ী বাজার। তেলে ভাজা, জিলিপি, বাদাম, আম, কাঁঠাল, মনোহারি সামগ্রী ও স্থানীয় নানা পণ্যের পসরায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। মেলার আরও একটি আকর্ষণ পরের দিনের আয়োজন। আষাঢ় মাসের তৃতীয় রবিবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিশেষ পুজো ও মিলনোৎসবকে ঘিরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ জড়ো হন। মাদল, বাঁশি ও সাঁওতালি গানের তালে মুখর হয়ে ওঠে পাহাড়-জঙ্গল। ছাগল ও মোরগ বলির পর সেখানেই রান্না করে প্রসাদ গ্রহণের রীতিও আজও প্রচলিত। এ দিন উপস্থিত ছিলেন বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডুও। অন্যদিকে, আগামী ১৯ জুলাই, শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় দফার পুজো। সেই পুজো সর্বসাধারণের জন্য হলেও প্রচলিত লোকাচার অনুযায়ী ওই দিন মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। লোকবিশ্বাস, প্রকৃতি, উপাসনা, কৃষিজীবন এবং সামাজিক সম্প্রীতির অনন্য মেলবন্ধন আজও কানাইসর পাহাড় পুজোকে জঙ্গলমহলের অন্যতম বৃহৎ লোকউৎসবে পরিণত করেছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বদলেছে, বেড়েছে পর্যটকের সংখ্যাও। তবু পাহাড়ের বুকজুড়ে আজও অটুট রয়েছে মানুষের সেই প্রাচীন বিশ্বাস, যা প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষকে টেনে আনে কানাইসরের কোলে।

মালিকপক্ষের অতিরিক্ত কাজের বোঝা নিয়ে অসন্তোষ

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ বলপূর্বক অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগে আগামী ৯ জুলাই পর্যন্ত মিলে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিলেন শ্রমিকরা। রবিবার হাওড়ার বেলুড়ের শ্রীঅম্বিকা জুটমিলে ওই ঘটনা ঘটে। শ্রমিকরা জানান, আগামী ৯ জুলাই মিলে বিধায়কের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের যৌথ বৈঠক হওয়ার কথা। সেখানে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেটাই তাঁরা মানবেন। আগে জোর করে শ্রমিকদের উপর অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁরা মানবেন না। আপাতত শ্রমিকরা মালিকপক্ষকে ৯ তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে বিরত থাকতে জানিয়েছিলেন। মিল কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি না হওয়ায় আগামী ৯ তারিখ পর্যন্ত শ্রমিকরা মিলে কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

লোকসংগীত উত্তরবঙ্গের গর্ব, সিসিআরটি স্কলারশিপ পেলেন 'নয়েশা সিংহ'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরবঙ্গ, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ লোকসংগীতের চর্চায় অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৬ সালের সিসিআরটি স্কলারশিপ অর্জন করলেন উত্তরবঙ্গের প্রতিভাবান শিল্পী নয়েশা সিংহ। লোকসংগীত বিভাগে তাঁর নিষ্ঠা, দক্ষতা ও ধারাবাহিক সাধনার মূল্যায়ন করেই তাঁকে এই মর্যাদাপূর্ণ স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। বিশেষ তাৎপর্যের বিষয়, ২০২৬ সালে উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র নির্বাচিত শিল্পী হিসেবে এই সম্মান অর্জন করেছেন নয়েশা। তাঁর এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধ লোকসংগীত ঐতিহ্যেরও এক বড় স্বীকৃতি। এই অর্জন আগামী দিনে লোকসংগীতের প্রতি নতুন প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করবে বলেই মনে করছেন সাংস্কৃতিক মহল। নয়েশা সিংহের এই সাফল্যে আনন্দিত তাঁর শুভানুধ্যায়ী, শিল্পী মহল এবং উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ।

নাইট ওয়াচম্যান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, অরুণাচলপ্রদেশ, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার থাকলে কোনো বাধাই শেষ কথা নয়। সেই সত্যকেই বাস্তবে প্রমাণ করেছেন অরুণাচল প্রদেশের লংডিং জেলার বাসিন্দা লায়চাট পল ওয়াংপান। অভাবের সংসারে বেড়ে ওঠা লায়চাট পলকে অষ্টম শ্রেণির পরই পড়াশোনা ছেড়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে নাইট ওয়াচম্যানের কাজ করতে হয়। জীবনের কঠিন বাস্তবতা তাঁকে থামাতে পারেনি। নিজের ভবিষ্যৎ বদলানোর লক্ষ্য নিয়ে তিনি পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সেপাই হিসেবে যোগ দেন। সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থাতেও পড়াশোনা থামাননি তিনি। দূরশিক্ষার মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অবসরের সময় কাজে লাগিয়ে এসএসবি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেন। দীর্ঘ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল মেলে ২০২০ সালে, যখন তিনি ওয়ানচো সম্প্রদায়ের প্রথম কমিশনপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সেই সাফল্যের পথচলায় আরও এক নতুন অধ্যায় যোগ হয়েছে ২০২৬ সালের জুন মাসে। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মেজর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। এর মাধ্যমে ওয়ানচো সম্প্রদায়ের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে এই মর্যাদাপূর্ণ পদে পৌঁছে ইতিহাস গড়েছেন লায়চাট পল ওয়াংপান। সংগ্রাম থেকে সাফল্যের এই অসাধারণ যাত্রা আজ শুধু অরুণাচল প্রদেশ নয়, গোটা দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে এক অনুপ্রেরণার নাম।

জিআই স্বীকৃতিতে নতুন পরিচয় কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের, ঐতিহ্য রক্ষায় বড় পদক্ষেপ

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই স্বীকৃতি পেল নদিয়ার কৃষ্ণনগরের বিশ্ববিখ্যাত মাটির পুতুল। এই স্বীকৃতির ফলে বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প আন্তর্জাতিক স্তরে আরও সুসংহত পরিচয় পেল। একই সঙ্গে নকল পণ্যের বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা, রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি এবং শিল্পীদের আর্থিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে শিল্পীমহল। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি এলাকা প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে বাস্তবধর্মী মাটির পুতুল তৈরির জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। মাটি, খড়, কাপড় ও রঙের নিপুণ ব্যবহারে তৈরি এই পুতুলগুলিতে ফুটে ওঠে মানুষের আবেগ, গ্রামীণ জীবন, লোকসংস্কৃতি, পৌরাণিক কাহিনি, ঐতিহাসিক চরিত্র থেকে শুরু করে সমকালীন সমাজের নানা ছবি। শিল্পীদের অসাধারণ হাতের কাজ ও সূদ বাস্তবধর্মী উপস্থাপনাই কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলকে অন্য সব মৃৎশিল্পের থেকে আলাদা করেছে। ঐতিহাসিকদের মতে, অষ্টাদশ শতকে নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পের বিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে ঘূর্ণি শিল্পীদের হাত ধরে কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালায় স্থান করে নেয়। আজও ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান-সহ বিভিন্ন দেশের সংগ্রাহকদের কাছে এই শিল্পের বিশেষ কদর রয়েছে। জিআই স্বীকৃতি পাওয়ার খবরে খুশির হাওয়া বইছে ঘূর্ণির শিল্পীপাড়ায়। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পী সুবীর পাল বলেন, এই স্বীকৃতি বহু বছরের দাবি পূরণ করল। এতে কৃষ্ণনগরের প্রকৃত শিল্পীরা তাঁদের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি পাবেন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এই শিল্পের মর্যাদা আরও বাড়বে। শিল্পীদের বক্তব্য, এতদিন বিভিন্ন জায়গায় তৈরি পুতুলও কৃষ্ণনগরের নাম ব্যবহার করে বিক্রি করা হতো। জিআই স্বীকৃতির ফলে সেই প্রবণতায় লাগাম টানা সম্ভব হবে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে তৈরি পুতুলই এখন থেকে 'কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল' নামে পরিচিত হবে। ফলে ক্রেতারাও আসল ও নকলের পার্থক্য সহজে বুঝতে পারবেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, জিআই স্বীকৃতি শুধু একটি সম্মান নয়, এটি একটি অর্থনৈতিক পরিচয়ও। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়বে, রপ্তানির সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং পর্যটনের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কৃষ্ণনগরে আগত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ এই ঘূর্ণির শিল্পপল্লি, যেখানে শিল্পীদের হাতে মাটির দলা ধীরে ধীরে জীবন্ত শিল্পকর্মে পরিণত হয়। তবে শিল্পীদের একাংশের দাবি, শুধু জিআই স্বীকৃতি পেলেই চলবে না। এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন সরকারি সহায়তা, নিয়মিত বিপণনের ব্যবস্থা, অনলাইন বাজার সম্প্রসারণ, শিল্পীদের প্রশিক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মকে এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্যোগ। শতাব্দীপ্রাচীন এই শিল্প আজ নতুন স্বীকৃতি পেলেও, শিল্পীদের বিশ্বাস প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে, যখন কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বিশ্বের আরও বেশি মানুষের ঘরে পৌঁছাবে। জিআই স্বীকৃতি সেই পথকে আরও প্রশস্ত করল বলেই মনে করছে শিল্পীমহল।

দেবরাজ-কাণ্ডে আরও তৎপর পুলিশ, তদন্তে ডিসি-র নেতৃত্বে 'সিট'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৫ জুলাই ২০২৬ ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তদন্তে এবার বড় পদক্ষেপ করল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। মূল তোলাবাজির মামলাটি বাদে দেবরাজের বিরুদ্ধে ওঠা বাকি সমস্ত গুরুতর অভিযোগের জট খুলতে গঠন করা হয়েছে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট'। পুলিশ সূত্রের খবর, এক জন ডিসি পদমর্যাদার শীর্ষ আধিকারিকের নেতৃত্বে আট সদস্যের এই বিশেষ দল ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে তদন্তের ময়দানে নেমে পড়েছে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, দেবরাজের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত মোট ১০টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৮টির ভিত্তিতে পৃথক পৃথক মামলা রুজু করে তদন্ত প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিট। অভিযোগকারীদের বয়ান ও নথিপত্র খতিয়ে দেখে এই অপরাধের নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর চক্র বা র‍্যাকেট সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করাই এখন সিটের মূল লক্ষ্য। এই তদন্তের সূত্র ধরেই গত শনিবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মোট ৭ জনকে তলব করেছিল বিশেষ তদন্তকারী দল। এই তালিকায় রয়েছেন বিধাননগর পুরনিগমের ৬ জন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর এবং দেবরাজের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এক অনুগামী। তবে পুলিশ সূত্রে খবর, নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও ওই ৬ প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রথম দফার হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁরা কেন অনুপস্থিত রইলেন, সেই আইনি কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিটের নোটিস পাওয়া ব্যক্তিরা হলেন, বিনু মণ্ডল ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর, মণীশ মুখোপাধ্যায় ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর, গোপাল বাগুই ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর, সমরেশ চক্রবর্তী ৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর, মাইকেল নস্কর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর, সম্রাট বড়ুয়া ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর, রতন মৃধা দেবরাজের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত, সিটের আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, এফআইআর এবং অভিযোগকারীদের বয়ানে যাঁদেরই নাম বা পরোক্ষ যোগসূত্র উঠে আসছে, তাঁদের প্রত্যেককেই পর্যায়ক্রমে ডেকে পাঠানো হবে। প্রয়োজনে তলবের এই তালিকা আগামী দিনে আরও দীর্ঘ হতে পারে। দেবরাজের অনুগামীদের তোলাবাজির সিন্ডিকেট, বেআইনি আর্থিক লেনদেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যায্য সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার মতো প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে দেখে চূড়ান্ত চার্জশিট গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিধাননগর পুলিশ। উল্লেখ্য, এর আগে মূল তোলাবাজির মামলায় সমরেশ চক্রবর্তী, মাইকেল নস্কর এবং সম্রাট বড়ুয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করলেও পরবর্তীতে তাঁরা আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। সিটের এই নতুন তৎপরতায় তদন্তের পরিধি বাড়ায় তাঁদের ফের ম্যারাথন জেরা করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ১৩০০ কোটির সম্পত্তি ও 'ডিসি গ্লোবাল' গোয়েন্দা নজরে, নামছে ইডি-ও দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে মূলত তোলাবাজি, সংগঠিত অপরাধ চক্রে মদত দেওয়া এবং পদের প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ উপায়ে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি করার অভিযোগ রয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২১৫ সংখ্যা, সোমবার , ২১ আষাঢ়, ১৪৩৩

বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন বাঙালি বিপ্লবী ও লেখক নিকুঞ্জ সেন। পরলোকগমন গ্রহণ করেন ২ জুলাই। নিকুঞ্জ সেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একজন বাঙালি বিপ্লবী ও লেখক। বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের জন্ম ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১ লা অক্টোবর অধুনা বাংলাদেশের ঢাকার কামারখাড়ায়। পড়াশোনা সেখানেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করে কলকাতায় আসেন এম.এ পড়তে। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ১৯০৫ সালে ঢাকার ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্থাপিত বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতি যুগান্তর দলের 'মুক্তি সংঘ' এর সাথে যুক্ত হন ও পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' এর সদস্য হন। কুমিল্লায় ললিত বর্মনের নেতৃত্বে দলকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে প্রেরিত হন। তার ও ললিত বর্মনের বিপ্লবী প্রচেষ্টার ফল হিসাবে পেলেন কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের দুই সহপাঠী কিশোরীকে। তারা হলেন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। এঁরাই কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি.স্টিভেন্সকে ১৯৩১ সালে ১৪ ডিসেম্বর হত্যা করেন। নিকুঞ্জ সেন কিন্তু শিক্ষকতার মাধ্যমে দল ও সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ঢাকার বিক্রমপুরের বানারিপাড়া স্কুলে যোগ দেন। ছাত্র হিসাবে পেলেন বাদল গুপ্তকে। তার আসল নাম ছিল সুধীর গুপ্ত। বাদলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন নিকুঞ্জ সেন। বাদলও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যোগ দেন। বিপ্লবী হেমন্ত ঘোষের অপর সহযোগী বিনয় বসুও (১৯০৮-১৯৩০) চিকিৎসা শাস্ত্রের পড়াশোনা ছেড়ে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে দেন ও সহযোদ্ধাদের নিয়ে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ঢাকা শাখা গড়ে তোলেন। বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল কারা কর্তৃপক্ষের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন.এস সিম্পসন। রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য সিম্পসন বিপ্লবীদের কাছে কুখ্যাত ছিলেন। সিম্পসনকে হত্যার সাথে সাথে ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। সিম্পসনকে হত্যা করা হবে তার অফিসে। তদানীন্তন সচিবালয়ে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিঙে (বর্তমানে বিবাদি বাগে অবস্থিত মহাকরণ) - হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল নেতৃত্ব দেবেন বিনয় বসু। আর সঙ্গে থাকবেন বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-১৯৩১)। সেই মত ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর তারিখে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত একত্রে মিলে ইউরোপীয় বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়ে রাইটার্স ভবনে প্রবেশ করেন ও সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন। নিকুঞ্জ সেন শুধু এদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন না, এই অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই অভিযানের সময় তিনি ধরা পড়েন নি। তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। পরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে গ্রেপ্তার হয়ে ৭ বৎসর কারারুদ্ধ থাকেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পান। এই সময় সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। শেষে শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান দলে যোগ দেন। দলের মুখপত্র 'মহাজাতি' তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। জ্যোতিষ জোয়ারদারের 'নিশানা' ও সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদ' এর সঙ্গেও তার বিশেষ যোগ ছিল। স্বাধীনতার পর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাগু গ্রামে সপ্তগ্রাম সর্বেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় -এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ

নাট্যকার ও সম্পাদক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৪ জুলাই, ১৯২৭ সালে পরলোকগমন করেন। তিনি পেশাদার নাট্যমঞ্চে নাট্যকার হিসাবে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর নাটক গিরীশ ঘোষের প্রভাবমুক্ত না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি স্বকীয়তার পরিচয় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। গদ্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ উভয় রীতিতেই নাটক রচনা করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ফুলশয্যা (১৮৯৪) নামক প্রথম কাব্যনাটকে তাঁর উচ্চ কবিত্বশক্তির প্রকাশ ঘটে এবং নাটকটি সুধীমহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। ইউরোপীয় নাট্যধারা এবং পুরনো নাট্য ধারার মাঝামাঝি একটি নিজস্ব পথ রচনা করে আপন সৃষ্টিকে সাজিয়ে ছিলেন। ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকে সমকালের প্রভাব থাকায় সে সময়কার জন মানসেও তিনি ভাস্বর হয়ে থাকতে পেরেছেন অবলীলায়। ডঃ সুকুমার সেন ওনার নাটকের প্রসঙ্গে বলেছেন, ক্ষীরোদ প্রসাদের নাট্য রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে কাহিনীর মনোহারিত্ব অর্থাৎ প্লটের গল্পরস। গিরিশচন্দ্র যে ভক্তিরসোচ্ছ্বাসের বন্যা আনিয়াছিলেন ক্ষীরোদ প্রসাদ তা প্রতিরোধ করিলেন, নাট্য কাহিনিকে সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়া।" বিভিন্ন ধরণের নাটক মিলিয়ে তিনি প্রায় ৪৭ টি নাটক রচনা করেন। এর মধ্যে 'সপ্তম প্রতিমা'(১৯০২), 'রঘুবীর' (১৯০৩), 'রঞ্জাবতী'(১৯০৪) প্রভৃতি নাটিকা শ্রেণীর অন্তর্গত। ওনার গীতিনাট্য গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ফুলশয্যা'(১৮৯৪), 'কবি-কাননিকা'(১৮৯৬), 'আলিবাবা'(১৮৯৭) , 'প্রমোদ রঞ্জন'(১৮৯৮) , 'কুমারী'(১৮৯৯), 'বৃন্দাবন বিলাস'(১৯০৪), 'জয়শ্রী'(১৯২৬) প্রভৃতি। 'প্রেমাঞ্জলি'(১৮৯৬), 'সাবিত্রি'(১৯০২) , 'দুর্গা' (১৯০৯), 'ভীষ্ম'(১৯১৩) প্রভৃতি ওনার পুরাণ আশ্রয়ী নাটক গুলির মধ্যে অন্যতম। 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য'(১৯০৩), 'পদ্মিনী'(১৯০৬), 'চাঁদবিবি'(১৯০৭), 'আলমগির'(১৯২১), 'গোলকুণ্ডা'(১৯২৫) ইত্যাদি ইতিহাস আশ্রয়ী নাটক। তাঁর লেখা নাটিকা গুলিতে যেমন বিদেশী নানান কাহিনীর কথা দেখতে পাওয়া যায় তেমনই গীতিনাট্য গুলিতে আখ্যান রচনাতেও পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়। ক্ষীরোদ প্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে 'আলিবাবা' নাটকটি পরিগণিত হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

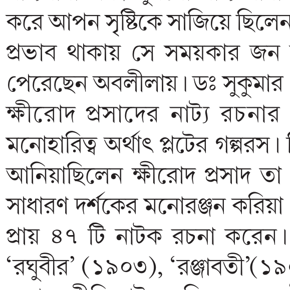

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সন্তানদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ সব সন্তানরা সত্যের পুজারি। তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। ঠাকুর সব সময়ে সন্তানদেরকে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন।

মা সারদা দেবী

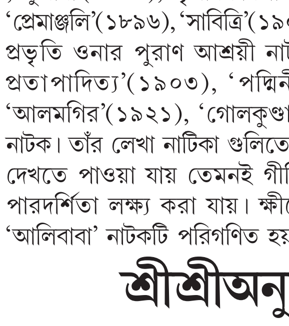

মা সারদা দেবী বলতেন, প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। না হলে কিন্তু সারা জীবন ধরে পরাজিত হয়ে থাকতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে। মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। মা ভবতারিনীর ওপরে ভরসা করতে হবে। সবার আগে তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে হবে।

ড. শ্যামাপ্রসাদের দূরদর্শিতা ছিল নজিরবিহীন

কৌশিক দাস

শ্যামাপ্রসাদের দূরদর্শীতা ছিল নজিরবিহীন। ভারতের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেশের শিল্প পরিকাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শী চিন্তায় গড়ে ওঠে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, সিন্ধ্রি সার কারখানা এবং হিন্দুস্তান এয়ারক্রাফট কোম্পানি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী এলাকা থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। সেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করলেও কংগ্রেস পরিষদ বর্জনের ডাক দিলে তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি নির্দল সদস্য হিসেবে পরিষদে পুনরায় যোগ দিয়ে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রের হিতার্থে কাজ করেন।

স্বাধীন ভারতে নেহেরুর প্রথম মন্ত্রী সভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কিছুকাল শিল্প ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রীত্ব মন্ত্রিসভার চলমান নিপীড়ন'-এর বছর হিসেবে। কংগ্রেসের দোষ হল, সাম্প্রদায়িক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা 'হিন্দুদের অধিকারের পক্ষে খোলাখুলি লড়াই করেনি'। বলা বাহুল্য, সে বছর কংগ্রেসের মূল মাথাব্যথা ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধরন নিয়ে। এই প্রসঙ্গে গান্ধী-সুভাষের দ্বন্দ্বে কংগ্রেস দু'টুকরো হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কার্যত বিতাড়িত হয়ে সুভাষ ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তখন ইংরেজদের নিয়ে নয়, ব্যস্ত হিন্দু-মুসলমান নিয়ে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে মুসলমানরা বেশি সুবিধা পেয়ে যেতে পারে, এই হল তাঁর মাথা ব্যথার বিষয়। তাঁর অবশ্য তখনও কোনও রাজনৈতিক দল নেই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে গিয়েছেন বিধানসভায়। অগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সাভারকর এলেন কলকাতায়, ডিসেম্বরে হল মহাসভার সম্মেলন, শ্যামাপ্রসাদ খুঁজে পেলেন তাঁর নিজস্ব দল, যার প্রথম কাজই ছিল কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ, ১৯৪০-এর মার্চ মাসে। বাংলায় আসল জোর তখন সুভাষেরই। শ্যামাপ্রসাদ সুভাষের কাছে গেলেন হিন্দুত্বের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর অনুরোধ নিয়ে। সুভাষ-শরৎ রাজি হলেন না। বরং সুভাষ শ্যামাপ্রসাদকে বললেন যে, এমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি তৈরি করতে অগ্রসর হলে, জন্মানোর আগেই সেটা কী করে ভেঙে দিতে হয়, দরকার হলে বলপ্রয়োগ করে, সেটা তিনি (সুভাষ) দেখবেন। কথাটা খুবই অন্যায় এবং অযৌক্তিক, লিখেছেন শ্যামাপ্রসাদ।

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনের পর সুভাষ জোট করেন মুসলিম লীগের সঙ্গে। তাতে শ্যামাপ্রসাদ খুবই ক্ষিপ্ত, এ রকম একজন 'বামপন্থী এবং মুক্তির দূত' ('দ্য গ্রেট লিবারেটর অ্যান্ড লেফটিস্ট'), শেষে মুসলমানদের সঙ্গে জোট বাঁধলেন? গান্ধীর পরে এ বার তিনি সুভাষকে বেঁধেনঙ্খএর চেয়ে ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইড বেশি ভাল কিছু করত কি? কিন্তু আসল অবাক-কাণ্ড এর পরে। এই জোটের পূর্ণ সুযোগ তাঁরা নেন, লিখেছেন শ্যামাপ্রসাদ, সুভাষের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য। তবে ঠিক নিজের জোরে না, ডায়েরি অনুযায়ী, কংগ্রেসের দুর্বল সরকারি গোষ্ঠী এবং কিছু সংবাদপত্র তাঁদের পিছনে ছিল। প্রচারটা কী নিয়ে? তাঁরা সুভাষকে সরাসরি 'হিন্দুবিরোধী' ও 'দেশবিরোধী' আখ্যা দেন। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সুভাষকে 'দেশদ্রোহী' বলা? অবিশ্বাস্য মনে হলেও, শ্যামাপ্রসাদ লেখেন, সুভাষ আর লীগের হাত-মেলানোকে আমরা খোলাখুলি হিন্দুবিরোধী দেশবিরোধী বলে নিন্দা করেছিলাম। পড়তে পড়তে যেন এক অলৌকিক 'দেজা-ভু'র অনুভূতি তৈরি হয়। কংগ্রেসে গণতন্ত্র নেই, বামপন্থী সুভাষ মুসলিম-তোষণকারী, হিন্দুবিরোধী, অ্যান্টিন্যাশনাল। আশি বছর পর, হিন্দুত্ববাদী আক্রমণ অবিকল এক আছে, সুভাষ আর গান্ধীর মধ্যে শুধু পাত্র বদলে গিয়েছে, পার্থক্য এইটুকুই।

এখানেই অবশ্য রোমহর্ষক ঘটনা পরম্পরার শেষ নয়। এর পর গভীর দুঃখের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ জানাচ্ছেন, তাঁরা টাউন হল-এ একটা সভা ডেকেছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার, শ্রীমতী লীলা রায়, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এবং আরও কয়েক জনের নেতৃত্বে সুভাষের ভাড়া করা দালালরা সেটা ভেঙে দেয়। কয়েক জন আহতও হন। গুন্ডাদের নেতৃত্ব দিতে মহিলাদেরই কেন পাঠানো হল, সেটা অবশ্য লেখেননি। যেটা লিখেন, তা হল, এর পর সুভাষ যত দিন কলকাতায় ছিলেন, তত দিন মহাসভা তাঁকে নিয়ে উপহাস করে গিয়েছে এবং মুখোশ খুলে দিয়েছে। এতে এতই আলোড়ন তৈরি হয় যে, বাংলার মাটিতে শেষে সুভাষকে 'দৃষ্টি আকর্ষণের রাজনীতি'তে নামতে হয়। তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার আন্দোলন শুরু করেন, গ্রেফতার হন, এবং আবার পাদপ্রদীপের নীচে ফিরে আসেন। ডায়েরি বলছে, এর পর তিনি দাড়ি রাখেন, অসুস্থতার ভান করেন, এবং ২৬ জানুয়ারি রহস্যজনক ভাবে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যান। গ্রেফতার হওয়ার আগে দেশবাসীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানিয়ে কয়েকটা আগুনে-বক্তৃতাও দিয়েছিলেন, এই হল মহানিষ্ক্রমণ পর্যন্ত সুভাষ সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য।

বিশ্বযুদ্ধ তখন দানা বেঁধে উঠেছে, যার সুযোগ নিতেই সুভাষের দেশত্যাগ। মহাসভার এ ব্যাপারে অবস্থান কী ছিল? এতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই; জানা ঘটনা যে, ওই বছর ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক তারা স্থগিত রাখে। শ্যামাপ্রসাদের বয়ানানুযায়ী, সাভার কর জোর দিয়েছিলেন একটি বিষয়েই; এই যুদ্ধের সুযোগে ফৌজে হিন্দুদের আনুপাতিক সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বাড়াতে হবে। যদি হিন্দুরা যুদ্ধে যোগ না দেয়, তবে শিখ এবং মুসলমানরা সেই সুযোগ নিয়ে নেবে। আর ইংরেজের পক্ষে যোগ দিলে হিন্দুরা যুদ্ধবিদ্যার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, যেটা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। হিন্দদের ভবিষ্যতে দরকার হবে।

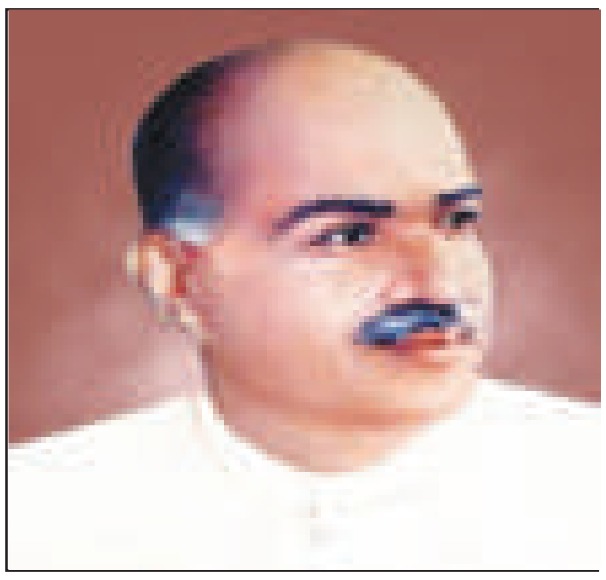

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছিলেন বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী চেতনা উন্মেষের এক জ্বলন্ত শিখা। বাংলার এই ভূমিপুত্র ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতার এক উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন তিনি। সুতরাং ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন তিনি। মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন এই স্নাতক ছাত্র ১৯২১ সালে ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ পরীক্ষায় কলেজে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপরে তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২৪ সালে তিনি বি.এল পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন।

তিনি কর্মজীবনে প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করলেও ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন। ডাঃ মুখার্জীর রক্তে ছিল উচ্চ আদর্শবাদ এবং কঠিন দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবন। ১৯২৯ সালে সামলেছেন। 'ভারতীয় জনসংঘ দল' তার নিজেরই সৃষ্টি। লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকার জন্য তিনি পার্লামেন্ট এর সিংহ উপাধি পান। তিনি ছিলেন ভারতের জাতীয়তাবাদী অখণ্ডতার প্রতীক, তিনি কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপের পক্ষে সওয়াল করেন। তাঁর প্রয়াণের স্মৃতিচারণায় বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, আমার মধ্যম পিতৃব্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুটি রহস্যময় রয়ে গেছে। তাঁকে ১১ মে ১৯৫৩ সালে কাশ্মীরে গ্রেফতার করা হয়। কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

২৪ জুন ১৯৫৩ সালে সকালে দিল্লী থেকে এক টেলিফোনের মাধ্যমে আমার মাধ্যম পিতৃব্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদটি বাড়িতে জানানো হয়। তাঁর মাতা যোগমায়া দেবী, তাঁর পুত্রের এই রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করলে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরু সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। পরাধীনতা বা শুরু হওয়া বিশ্বযুদ্ধ নয়, ওই টালমাটাল ১৯৩৯ সাল শ্যামা প্রসাদের কাছে চিহ্নিত হয়ে থাকছে মূলত 'হিন্দুদের উপর ফজলুল হকের নেতৃত্বে এক সাম্প্রদায়িক

কলকাতার জন্মকথা ঃ নদী, জঙ্গল ও সময়ের উপাখ্যান

সৌতিক দত্ত

কলকাতার জন্মকথা ঃ নদী, জঙ্গল ও সময়ের উপাখ্যান। গঙ্গার জল তখন আরও প্রশস্ত, আরও গভীর। তার বুক চিরে পালতোলা জাহাজ আসে, আবার মিলিয়ে যায় দিগন্তের ওপারে। নদীর দুই তীরে ছড়িয়ে আছে গ্রাম, জঙ্গল, খাল-বিল আর মানুষের ক্ষুদ্র জীবন যাপন। কেউ তখনও জানে না, এই নিস্তব্ধ ভূখণ্ডের এক কোণে একদিন গড়ে উঠবে এমন এক নগরী, যার নাম উচ্চারিত হবে বিশ্বের মানচিত্রে। সেই সময়ে কলকাতা কোনও শহর নয়-একটি গ্রাম মাত্র।

উত্তরে সুতানুটি, দক্ষিণে গোবিন্দপুর, মাঝখানে কলকাতা। পশ্চিমে ভাগীরথী তার কালো জল নিয়ে বয়ে চলেছে, আর পূর্বদিকে বিস্তৃত লবণাক্ত জলাভূমি ও ঘন জঙ্গল। সন্ধ্যা নামলে শেয়ালের ডাক শোনা যায়, কুয়াশার আবরণে ঢেকে যায় পথঘাট। তবু এই গ্রাম ছিল না ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কোনও নামহীন জনপদ।

বাংলা সাহিত্যের পাতায় তার উল্লেখ বহু আগে থেকেই ছড়িয়ে রয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবি বিপ্রদাস পিপলাই যখন তাঁর মনসা-বিজয় কাব্য রচনা করছেন, তখন তিনি লিখছেন-'রিসিরা ডাইনে বাহে বামে সুকচর পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোন্নগর। ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটি বামে পূর্বেতে আড়িয়াদহ ঘুসুড়ি পশ্চিমে। চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা নিশিদিসি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা। পূর্বকুল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা বেতোড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারাজা।' এই পংক্তিগুলি যেন ইতিহাসের অন্ধকারে জ্বলে ওঠা একটি প্রদীপ। জোব চার্ণকের আগমনের প্রায় দুই শতাব্দী আগেই 'কলিকাতা' নামটি সাহিত্যের শরীরে স্থান করে নিয়েছে। তারপর আসে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল। সপ্তদশ শতকের সূচনালগ্নে তিনি লিখছেন-' ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রয়। চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়। কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা, বেতো রেতে উত্তরিল অবসান বেলা।' এ যেন নদীপথে ভেসে চলা বাংলার এক জীবন্ত মানচিত্র। কলকাতা তখনও নগর নয়, কিন্তু পথচিহ্ন হয়ে উঠেছে। আরও পরে কৃষ্ণরাম দাস তাঁর কালিকামঙ্গল কাব্যে লিখেন-'অতি পুণ্যধাম সরকার সাতগ্রাম, কলিকাতা পরগণা তায়।' এই কয়েকটি পংক্তিই সাক্ষ্য দেয়-কলিকাতা ছিল, এবং মানুষের চেতনার মধ্যেও ছিল। কেবল বাংলা সাহিত্য নয়, ফারসি ভাষার আইন-ই- আকবরীতেও কলকাতার নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সম্রাট আকবরের রাজস্ব প্রশাসনের দলিলে, জরিপের খাতায়, মানচিত্রের রেখায়-বারবার ফিরে আসে সেই নাম। অথচ পরবর্তী কালে ইতিহাসের আলো যেন হঠাৎ এসে পড়ল এক ইংরেজ বণিকের উপর। তার নাম জোব চার্নক। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট। বর্ষার মেঘে ঢাকা আকাশ। গঙ্গার জলে ভাসতে ভাসতে 'মাডোপাল্লাম' নামের জাহাজ এসে ভিড়ল সুতানুটির ঘাটে। জাহাজ থেকে নামলেন এক মধ্যবয়স্ক ইংরেজ, যার চোখে ছিল বাণিজ্যের স্বপ্ন, সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা। তিনি কলকাতাকে সৃষ্টি করেননি। তিনি কেবল চিনতে পেরেছিলেন তার ভবিষ্যৎকে। প্রায় তিন দশক বাংলায় কাটানোর পর চার্ণক বুঝেছিলেন, হুগলির জৌলুস ফুরোচ্ছে। সরস্বতী নদীর বুক ভরাট হয়ে আসছে। সপ্তগ্রামের বন্দর তার প্রাণশক্তি হারাচ্ছে। অন্যদিকে সুতানুটি-গোবিন্দপুর-কলকাতা অঞ্চলটি যেন অপেক্ষা করছে নতুন ইতিহাসের জন্য। শেঠ-বসাকদের মতো বণিকেরা ইতিমধ্যেই এখানে ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। নদী আছে, বন্দর গড়ার সুযোগ আছে, প্রতিরক্ষার সুবিধা আছে। ইংরেজ বণিকদের কাছে এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কী হতে পারে? চার্নক তাই বারবার কোম্পানির কর্ণধারদের লিখলেন। বোঝালেন এই স্থানের গুরুত্ব। অবশেষে তাঁর কথা গ্রহণ করা হল। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অনুমতি এল। বছরে তিন হাজার টাকার খাজনার বিনিময়ে ইংরেজরা বসতি স্থাপনের অধিকার পেল। তারপর শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। প্রথমে কুঠি, তারপর কেল্লা। ১৬৯৬ সালে গড়ে উঠল ফোর্ট উইলিয়াম। ধীরে ধীরে কাদামাটি, বাঁশবন আর জঙ্গল কেটে মাথা তুলল ইট-কাঠের শহর। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে-কলকাতার জন্ম ১৬৯০ সালে হয়নি। সেদিন কেবল তার ভাগ্যের মোড় ঘুরেছিল। যেমন শিশুর জন্মের বহু আগে তার অস্তিত্ব থাকে মাতৃগর্ভে, তেমনি কলকাতাও বহু শতাব্দী ধরে বেড়ে উঠছিল বাংলার নদী, বন্দর, ব্যবসা, সাহিত্য ও লোকজীবনের মধ্যে। ইংরেজরা হয়তো তার চলার গতি বাড়িয়েছিল, কিন্তু তার আত্মা ছিল এই বাংলার মাটিতেই। সন্ধ্যাবেলায় আজও যখন গঙ্গার উপর লাল আলো পড়ে, যখন উত্তর কলকাতার পুরনো বাড়ির কার্নিশে ইতিহাসের ধুলো জমে, তখন মনে হয়-কলকাতা কোনও শহর নয়। সে এক জীবন্ত মহাকাব্য।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কাশ্মীর নীতি

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলায় বিজেপির উত্থান একটি প্রতীকী পূর্ণচক্রের সূচনা করেছে, যা কাশ্মীরকে, যেখানে জন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে শেষ লড়াই করেন এবং ১৯৫৩ সালে কারাবন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন;তাঁর নিজ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে, যেখানে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার অবশেষে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছে। এক ঐতিহাসিক পরিহাস, কয়েক দশক আগেই আর এক বাঙালি, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা অ্যালবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জি, সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে কাশ্মীর বিতর্ককে রূপ দিতে সাহায্য করেন। ডোগরা স্বৈরাচার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের দুর্ব্যবহার ও তাদেরকে 'নির্বাক গবাদি পশুর' মতো শাসন করার প্রতিবাদে ব্যানার্জি ১৯২৯ সালে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

ব্যানার্জি ও মুখার্জীর মধ্যে যোগসূত্রটি ছিল কাশ্মীরের উপর তাঁদের অনিচ্ছাকৃত ঐতিহাসিক প্রভাব। ব্যানার্জীর পদত্যাগ শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর অধীনে বৃহত্তর অধিকারের আন্দোলনের একটি প্রাথমিক স্ফুলিঙ্গ হিসেবে দেখা হয়। কয়েক দশক পরে, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরুদ্ধে মুখার্জীর আন্দোলন শেখের বর খাস্তের সমসাময়িক হয়, যা অবশেষে ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বাতিলের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

মুখার্জি ৩৭০ ধারার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং রাজ্যটিকে দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করার দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর স্লোগান ছিল 'এক দেশে দুই সংবিধান, দুই প্রধানমন্ত্রী এবং দুই পতাকা চলবে না।' ১৯৫৩ সালের ১১ই মে, শেখ মুখার্জীকে মাধবপুর সেতু থেকে গ্রেপ্তার করেন। এই সেতুটি পাঞ্জাবকে জম্মু ও কাশ্মীরের সাথে সংযুক্ত করে। অনুমতিপত্র ছাড়া রাজ্যে প্রবেশের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা তখন যেকোনো বহিরাগতের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। জন সংঘের এই প্রতিষ্ঠাতা রাজ্যটির বিশেষ মর্যাদার প্রতিবাদে

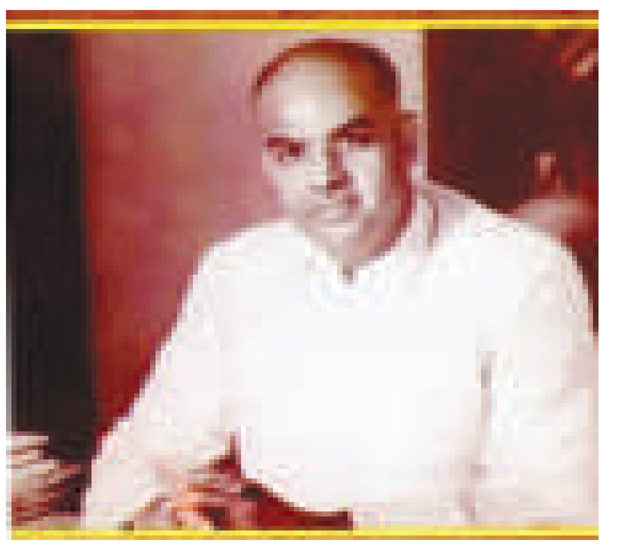

এই বিধানটি লঙ্ঘন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁকে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নিশাতে আটক রাখা হয়। এক মাস পরে, হেফাজতে থাকাকালীন একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সেই সময় জম্মুতে বলরাজ মাধকের নেতৃত্বাধীন প্রজা পরিষদের একটি আন্দোলন চলছিল, যেটি আরএসএস দ্বারা সমর্থিত ছিল। মুখার্জীও এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। পরিষদটি পরে জন সংঘের সঙ্গে একীভূত হয়, যা বিজেপির পূর্বসূরি।

প্রবীণ সাংবাদিক মোহাম্মদ সাঈদ মালিক, যিনি মুখার্জীর আটক ও গ্রেফতারের সময় একজন তরুণ ছিলেন, বলেছেন যে তাঁর মৃত্যুই শেখের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তিনি (মুখার্জী) জুনে মারা যান। দুই মাস পর শেখ সাহেবকে বরখাস্ত করা হয়। অনেক ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তাঁর মৃত্যুই শেখের বরখাস্তকে ত্বরান্বিত করেছিল, যদিও এটিই একমাত্র কারণ ছিল না। নেহেরু এটা (মুখার্জীর সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল) পছন্দ করেননি, কিন্তু ৩৭০ ধারার কারণে কিছুই করতে পারেননি। তাঁর (শেখ) এবং নেহরুর মধ্যে তীব্র শত্রুতা ছিল। এটি একটি বাড়তি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মালিক বলেন, আমার মনে হয়, তাঁর মৃত্যু একটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এটি একটি বড় ঘটনা ছিল এবং যে কেউ কল্পনা করতে পারত যে এর পরিণতি হতে পারে। তিনি আরও যোগ করেন, মুখার্জীর মৃত্যুর কাশ্মীরে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি, কিন্তু এর গুরুত্ব কারো নজর এড়ায়নি।

আজ ভারতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম শুনলে কেমন যেন ভ্রু কুঁচকে যায়। কেন? কারণটা সহজ। তাঁকে সবসময় জন সংঘের লোক হিসেবে চিহ্নিত করা হতো এবং বর্তমান ভারতে অনেকের কাছেই 'সংঘ' শব্দটি সত্যিই এক আতঙ্কের নাম। কিন্তু বাংলার সন্তান, প্রাক্তন শিক্ষাবিদ ও আকাডেমিক আশুতোষ মুখার্জির বড় ছেলে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি তখন যা করতে চেয়েছিলেন, আজ তা অবশেষে সম্পন্ন হয়েছে। কাশ্মীরকে ভারতের অংশ হিসেবে, একটি সংবিধানের অধীনে ঘোষণা করার তাঁর স্বপ্ন কি অবশেষে সফল হয়েছে?

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভারতীয় জন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং দেশ, বিশেষ করে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য তাঁর অবদান ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেছেন। গুজরাটের আনন্দে এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শাহ জোর দিয়ে বলেন যে, মুখার্জি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এবং তাঁকে ছাড়া এই অঞ্চলটি কখনোই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে পারত না। মুখার্জি ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদের অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের বাকি অংশের সাথে সম্পূর্ণরূপে একীভূত করার পক্ষে ছিলেন।

শাহ বলেন, ১৯০১ সালের এই দিনে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে জন্ম নেওয়া তিনি ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী নেতা... দেশের মানুষ তাঁকে জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত করছেন। এটা সঠিক, কারণ শ্যামাপ্রসাদ না থাকলে কাশ্মীর কখনোই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতো না। 'এক দেশ মে দো বিধান, দো প্রধান অর দো নিশান নাহি চালেঙ্গে' স্লোগান তুলে তিনি কাশ্মীরের জন্য নিজেকে বিসর্জন দেন। পশ্চিমবঙ্গ আজ আমাদের দেশের অংশ হওয়ার পুরো কৃতিত্ব শ্যামা প্রসাদ এবং স্বামী প্রণবানন্দের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, গর্ব প্রকাশ করে বিজেপি নেতা বলেন যে, মুখার্জীর হাতে মাত্র ১০ জন সদস্য নিয়ে শুরু হওয়া ভারতীয় জন সংঘ এখন বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে। শাহ বলেন, তিনি তোষণ নীতির প্রতিবাদে জওহর লাল নেহরুর মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, যার পরে তিনি ভারতীয় জন সংঘ গঠন করেন, যা ভারতের মাটি, সংস্কৃতি এবং স্বার্থের প্রতি নিবেদিত দল। একটি দল।

বিনোদ মেহতা হত্যা ষড়যন্ত্র

নবকুমার সেন

১৯৮৪ সালের ১৮ মার্চ। দোলপূর্ণিমার ঠিক পরের দিন। সকাল দশটা নাগাদ লালবাজার কন্ট্রোলরুমের ফোন বেজে উঠল। ফোনের ওই প্রান্তে এক অজানা লোক। সেই লোক মারফত কলকাতা পুলিশ খবর পেল খিদিরপুর বন্দর এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তাৎক্ষণিক মোকাবেলার প্রয়োজন বিচার করে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আইপিএস বিনোদ মেহতা অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর

অপেক্ষায় মূল্যবান সময় নষ্ট না করে গুটি কয়েক পুলিশকর্মীকে সঙ্গী করেই পৌঁছে গেলেন বন্দর এলাকায়। বিনোদ মেহেতার সঙ্গে ছিলেন গাড়ির চালক মোক্তার আলি। ক্রমেই যেন এক চক্রব্যূহের মতো হয়ে উঠল পুরো এলাকাটা। বিনোদ মেহেতা তো বটেই, মোক্তার আলিও বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আসলে তিনি যে দুষ্কৃতীদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছিলেন তা বুঝতে পারেননি বিনোদ মেহতা। আসলে এই 'ট্র্যাপ' তৈরি করা হয়। কিন্তু কেন ? আসলে সৎ পুলিশ আধিকারিক বিনোদ মেহতা বন্দর এলাকার অপরাধীদের 'যম' হয়ে উঠেছিলেন। কোটি কোটি টাকার চোরাচালান রুখে বহু মাল বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করেন তিনি। ১৯৮৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ওই এলাকাতেই একটি দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে মারমুখী জনতাকে সামলাতে গুলি চালাতে হয় পুলিশকে। গুলিতে নিহত এক যুবকের বাবা নাকি খোলাখুলি বলেন, আমি অবশ্যই আমার ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। দেখব যেন মেহতা বেশিদিন না বাঁচে। প্রভাবশালী ওই ব্যক্তি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের শাসক বাম জোটের মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কেবল গার্ডেনরিচ নয়, পার্শ্ববর্তী ওয়াটগঞ্জ ও মেটিয়াবুরুজ দেখা গিয়েছিল পোস্টার। সেখানে বিনোদ মেহতাকে খুনের হুমকি দেওয়া হয় নাম করে। অকুতোভয় বিনোদকে টলানো যায়নি তবুও।

এর মধ্যেই এসে পড়ে ১৯৮৪ সালের দোল। দিনটা ছিল ১৯৮৪ সালের ১৭ মার্চ। সেই সময় ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করে গার্ডেনরিচের ফতেপুর ভিলেজ রোডে দুই পক্ষের মধ্যে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে শুনে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আইপিএস বিনোদ মেহতা। বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করেছিলেন উত্তেজিত জনতাকে। পরিস্থিতি শান্ত হলেও পরদিন ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

শিউলিকে ঘিরে ক্ষোভ, দলকেও তোপ রফিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ৫ জুলাইঃ নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী না করার দাবিতে পোস্টার পড়েছিল কেশপুরে। কারণ, তিনি এলাকার বাসিন্দা নন। এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ নিয়ে তিনি সে ভাবে অবগত নন। বিধানসভায় শিউলি সাহাকে প্রার্থী করা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূলের ক্ষোভ ছিল। যদিও সেই শিউলি সাহাই প্রার্থী হন এবং তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হন ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে। শিউলিকে প্রার্থী করা নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ক্ষোভকে সমর্থন জানিয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের দলনেতা তৃণমূলের মহম্মদ রফিকের যুক্তি ছিল, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই আপত্তি থাকলেও তাঁরা তা মানতে বাধ্য। কিন্তু ভোটের পরে রাজ্যে পালাবদল এবং তাসের ঘরের মতো তৃণমূলের ভাঙন, শিউলিকে নিয়ে তাঁদের ক্ষোভ-আপত্তি যে সঠিক ছিল সে কথাই ফের উঠে এল রফিকের মুখে। বর্তমানে তৃণমূলের ভাঙনে কালীঘাটি তৃণমূল এবং ঋতব্রত তৃণমূল-দুই ভাগে বিভক্ত দল। দু'পক্ষই নিজেদের প্রকৃত তৃণমূল বলে দাবি করছেন। তবে বিধায়কের সংখ্যায় পাল্লা ভারী ঋতব্রত তৃণমূলের। আর এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ তথা কালীঘাট তৃণমূল শিবির ত্যাগ করে কেশপুরের বিধায়ক ঋতব্রতর শিবিরকে বেছে নেওয়ায়, শিউলিকে নিয়ে তাঁদের ক্ষোভ যে যথার্থ ছিল সে কথাই মনে করিয়ে দিলেন রফিক। তাঁর অভিযোগ, দলের একাংশের আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। রফিকের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই কেশপুরের বহু নেতা-কর্মী দলনেত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, বাইরের কাউকে নয়। এলাকার 'ভূমিপুত্র'কে প্রার্থী করা হোক। সেই দাবির সমর্থনে পোস্টারিং হয়েছিল। কিন্তু দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সেই দাবিকে গুরুত্ব দেননি।

শিউলিকেই প্রার্থী করা হয় এবং তিনি ভোটে জয়ী হন। রফিকের অভিযোগ, নির্বাচনের ফল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেশপুরের বিধায়কের দলীয় কার্যালয় থেকে তৎকালীন দলীয় নেতৃত্বের ছবি সরিয়ে ফেলা হয়। এরপরই বিধায়ক কালীঘাট শিবির ছেড়ে বিদ্রোহী ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখান। রফিকের কথায়, ''আমরা আগেই দলকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু আমাদের কথা গুরুত্ব পায়নি। এখন তারই ফল ভুগতে হচ্ছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বেরও অনেক ভুল রয়েছে।'' শুধু রাজনৈতিক অবস্থান বদল নয়, দলীয় সংগঠনের সঙ্গে বিধায়কের সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন রফিক। তাঁর অভিযোগ, বিধায়ক হওয়ার পর থেকে ব্লক স্তরের নেতৃত্ব কিংবা দলের কর্মীদের সঙ্গে শিউলির দূরত্ব বাড়তে থাকে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বিষয়ে তাঁদের মতামত নেওয়া হতো না। ফলে ধীরে ধীরে সংগঠনের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমানে কেশপুরে তৃণমূলের অধিকাংশ কার্যালয় কার্যত বন্ধ। সংগঠন চালানোর মতো কর্মীও পাওয়া যাচ্ছে না। যে কেন্দ্রে তৃণমূল ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছে। সেখানে কয়েক দিনের মধ্যেই রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে গিয়েছে। এলাকায় বিধায়ককে খুব একটা দেখা যায় না বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ প্রশাসনিক বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে শিউলি সাহাকে। মেদিনীপুরে জেলা শাসকের দপ্তরে প্রশাসনিক বৈঠক কিংবা কোলাঘাটে তিনি জেলার সাংসদ-বিধায়কদের বৈঠকে তিনি এলাকার নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বের প্রশংসাও করেছেন। রফিকের এ সব অভিযোগ নিয়ে শিউলি বলেন, ''আমি একজন তপসিলি সম্প্রদায়ের মহিলা। মহম্মদ রফিক বারবার আমাকে নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন। বিষয়টি আমি পুলিশ সুপারের নজরে এনেছি।''

উন্নয়নে গুরুত্ব বিজেপিকে, তৃণমূলের জেলা পরিষদে 'উলটপুরাণ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ৫ জুলাইঃ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৯ কোটি টাকা পেতে চলেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। জেলায় পানীয় জল, নিকাশি নালা সংস্কার, স্যানিটেশনের মতো বিভিন্ন উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হবে ওই অর্থ। শুধু এটাই নয়, খুব শিগগিরই ষোড়শ অর্থ কমিশনও চালু হয়ে যাবে। তার জন্যও নিয়ম অনুযায়ী বরাদ্দ পাবে এই জেলা। তাই আগে থেকেই বিজেপি বিধায়কদের কাছে এলাকার উন্নয়নের প্রস্তাব চাইছে তৃণমূলের দখলে থাকা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ! শুনতে খটকা লাগলেও রাজ্যে পালাবদলের পরে পরিস্থিতি এমনই উলটপুরাণ। কারণ, তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সময়ে খড়্গপুরের বিধায়ক, মেদিনীপুরের সাংসদ ছিলেন বিজেপির দিলীপ ঘোষ। খড়্গপুরের আরও এক বিজেপি বিধায়ক ছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। ঘাটালেও বিজেপির বিধায়ক ছিলেন শীতল কপাট। অথচ সেই সময়ে উন্নয়নের নানা প্রস্তাব নেওয়া দূরের কথা, কোনও বৈঠকেও আমন্ত্রণ জানানো হতো না বিজেপি বিধায়কদের। তৃণমূলের জেলা পরিষদ সদস্য, বিধায়ক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরাই সব সিদ্ধান্ত নিতেন। এখন রাজ্যে সরকার বদলেছে। তবে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এখনও সাধারণ সভায় পাশ করাতে হয়। যেখানে থাকেন জেলা পরিষদ সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিধায়করা। সেদিক থেকে সেখানে এখনও সংখ্যালঘু বিজেপি। তাই প্রস্তাব নিলেও পাশ করানো যাবে কি না সেই প্রশ্নে সভাধিপতির করা ছাড়া উপায়ই বা কী!'' জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যে পালাবদলের পর এমনিতেই তৃণমূল রাজ্য থেকে জেলায় ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ থেকে জেলা পরিষদ সদস্যদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে বিজেপির করেনি। কিন্তু আমাদের সরকার উন্নয়নের উপরে জোর দিয়েছে। তাই আমাদের প্রস্তাব মেনেই ওদের কাজ করতে হবে। এতদিন তো ক্ষমতার দম্ভে আমাদের বিধায়ক, সাংসদদেরও ডাকত না।'' রাজ্যে পালাবদলের পরে ভাঙনে বিধ্বস্ত তৃণমূল। তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ থেকে জেলা পরিষদ সদস্যদের কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বিজেপির গুণগান গাইতে শুরু করেছেন। অনেকে দপ্তরে আসা বন্ধ করেছেন। বিজেপিও অবশ্য এখন জেলা পরিষদ ভেঙে ফেলার দিকে এগোয়নি। এই পরিস্থিতিতে পদ বাঁচাতে বিজেপির মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদ। এমনটা মনে করছে জেলার রাজনৈতিক মহল। নারায়ণগড়ের বিজেপি বিধায়ক রমাপ্রসাদ গিরি বলেন, ''জেলা পরিষদ কোনও কাজ করেনি। এতদিনতো ক্ষমতার দম্ভে আমাদের বিধায়ক, সাংসদদেরও ডাকত না। কিন্তু আমাদের সরকার উন্নয়নের উপরে জোর দিয়েছে। তাই আমাদের প্রস্তাব মেনেই ওদের কাজ করতে হবে।''

তৃণমূলের দখলে থাকলেও বিজেপি বিধায়কদের প্রস্তাবকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন জেলা সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি। কেন? সভাধিপতির সংক্ষিপ্ত জবাব, ''উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতেই বিধায়কদের কাছে প্রস্তাব চেয়েছি।'' যদিও এ ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তা হল, জেলা পরিষদের যে কোনও পরিকল্পনা দাবি, ''না, সাধারণ সভায় পাশ করাতে কোনও অসুবিধে হবে না। সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছি।'' যা শুনে বিজেপি নেতা থেকে সাধারণ মানুষের মন্তব্য, ''পরিস্থিতি তেমন হলে বাঘে-গোরুতেও একঘাটে জল খায় যে! এক সময়ে যাঁদের বৈঠকেই ডাকা হতো না, এখন তাঁদের কাছ থেকে প্রস্তাব নিয়ে উন্নয়নের পরিকল্পনা গুণগান গাইতে শুরু করেছেন। অনেকেই অফিস আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বিজেপিও অবশ্য এখুনি জেলা পরিষদ ভেঙে ফেলার দিকে এগোয়নি। এই পরিস্থিতিতে পদ বাঁচাতে বিজেপির মতামতকেই গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূলের জেলা পরিষদ। এব্যাপারে নারায়ণগড়ের বিজেপি বিধায়ক রমাপ্রসাদ গিরি বলেন, ''জেলা পরিষদ কোনও কাজ

রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের ২৯তম অভিষেক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৫ জুলাইঃ রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৪০-এর অন্তর্গত রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ৪ জুলাই, শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের পিয়ারলেস ইনহোটেলের হলে তাদের ২৯তম অভিষেক অনুষ্ঠান উদযাপন করেছে। এই অনুষ্ঠানে স্বামী কৃপানন্দজী মহারাজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেনরোটারিয়ান বিশাল হান্ডা, এ.জি.জোন-২, ২০২৬-২৭, বিশেষ অতিথি হিসেবে, এবং বিদায়ী প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান মন্তার সিং ও বিদায়ী সেক্রেটারি রোটারিয়ান বিরেন মণ্ডল। এই উপলক্ষেই রোটার্যাক্ট ক্লাব-এর অভিষেকও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান মন্তার সিং ক্লাবের চার্টার ও কলার নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান টি.কে. দত্ত র হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে বিদায়ী সেক্রেটারি রোটারিয়ান বিরেন মণ্ডল নব-সেক্রেটারি রোটারিয়ান গিরাজ কোঠারি-কে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বিশিষ্ট অতিথি ও বিপুল সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রোটার্যাক্ট ক্লাবের সেক্রেটারি, রোটার্যাক্ট দেবার্পিত সরকার ও রোটার্যাক্ট প্রেসিডেন্ট, রোটার্যাক্ট দেবার্পণ মজুমদার। দুর্গাপুর স্মার্ট সিটি, দুর্গাপুর ক্লাব ও উখরা সহ পার্শ্ববর্তী রোটারি ক্লাবগুলির প্রায় সকল প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত রোটারিয়ান তপস রঞ্জন ঘোষ, প্রেসিডেন্ট, রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট

মন্তার সিং রোটারি বর্ষ ২০২৫-২৬-এ সম্পাদিত বিশেষ জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতিবেদন পেশ করেন। নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট টি.কে. দত্ত এই বছরের নতুন সমাজকল্যাণ প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরেন এবং সকল সদস্যের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান অতিথি স্বামী কৃপানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়মঠ, বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মন্তার সিং-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নব-প্রেসিডেন্ট টি.কে. দত্ত কে স্বাগত জানিয়ে রোটারি বর্ষ ২০২৬-২৭-এর জন্য শুভেচ্ছা জানান। বিশেষ অতিথি বিশাল হান্ডা বিদায়ী প্রেসিডেন্টের কাজের প্রশংসা করেন এবং নব-প্রেসিডেন্টকে অভিনঃন্দন জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শ্রীমতী মৌসুমী চ্যাটার্জী ও রোটারিয়ান রাজেশ চোপড়া। এই উপলক্ষে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি টি.কে. দত্ত ও সম্পাদক, অনুপম দে-র সহায়তায় একটি বিশেষ স্মারকপত্রের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। মন্তার সিং আরওয়াই ২০২৫-২৬-এর রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের কার্যবিবরণী নিয়ে একটি অডিও-ভিডিও উপস্থাপনা করেন, যা সকলের প্রশংসা কুড়ায়। আজই রোটার্যাক্ট প্রতিশ্রুতি দত্ত নব-প্রেসিডেন্ট এবং রোটার্যাক্ট অতীন মজুমদার নব-সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফেলোশিপের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে এবংরোটারিয়ান অতনু মুখার্জী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নদীপাড় ভাঙনে ডুবছে বাড়ি ও জমি, এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

নদী ভাঙনে গত বছর বর্ষায় তলিয়ে গিয়েছে বহু বাড়ি, ক্লাব, কৃষিজমি ও খেলার মাঠ। এ বছরও এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। কারণ, প্রত্যেক বছরই বর্ষায় সুবর্ণরেখা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ঝাড়খণ্ডের গালুডি জলাধার থেকে জল ছাড়া হলে সুবর্ণরেখার তাণ্ডব আরও বেড়ে যায়। ফলে ঝাড়গ্রামের সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী গোপীবল্লভপুর-

১,গোপীবল্লভপুর-২, সাঁকরাইল ও নয়াগ্রাম এই ব্লকগুলিতে নদী পাড়ে ভাঙন দেখা যায়। বহু এলাকায় জল ঢুকে প্লাবিত হয় গ্রাম। সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে সুবর্ণরেখার পাড় ভাঙন রোধে উদ্যোগী হয়েছে নতুন সরকার। গত শুক্রবার নয়াগ্রাম ব্লকের পাতিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচু পাতিনা ও উপর পাতিনা দু'টি এলাকায় ভাঙন পরিদর্শন করেন নয়াগ্রামের ধিধায়ক অমিয় কিস্কু। সঙ্গে ছিলেন সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। নয়াগ্রাম ব্লকের পাতিনা, বড়খাঁকড়ি, মলম ও নয়াগ্রাম এই চারটি অঞ্চলের গা বেয়ে বয়ে গিয়েছে সুবর্ণরেখা। জানা গিয়েছে, প্রতি বছর বর্ষার সময় মলম গ্রাম পঞ্চায়েতের নরসিংহপুর, যাদবপুর, নিমাইনগর ও মলম এবং বড়খাঁকড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর, বাইশবেটিয়া, খুরিয়া, খাঁদারপাড়া এলাকায় নদী ভাঙন দেখা যায়। এ ছাড়া পাতিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজপাহারি, দামোদরপুর, বরডাঙা, মুলতামনি, তালডাঙরা এবং পাতিনা এলাকায় ও নয়াগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নিচুকমলাপুর এলাকায় নদী ভাঙনের প্রবণতা রয়েছে। আগের সরকারের উদ্যোগে মলম গ্রাম পঞ্চায়েতের নরসিংহপুর, যাদবপুর এবং বড়খাঁকড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাঁদারপাড়ার কিছু অংশে স্থায়ী নদী পাড় বাঁধানো হয়। জানা গিয়েছে, পূর্বতন সরকারের আমলে পাতিনা এলাকায় প্রায় দেড় কিলোমিটার নদী পাড় বাঁধানোর জন্য ১৪ কোটি টাকার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে, তা কী পর্যায়ে রয়েছে, জানা যায়নি। রাজ্যের সরকার বদলের পরে সুবর্ণরেখা নদীর রগড়া এবং গোড়ধরা এলাকায় পাকা সেতু এবং স্থায়ী পাড় বাঁধানোর দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার হয়েছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু। সুমন বলেন, ''সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু মানুষের সমস্যা এখনও বদলায়নি। সমস্যা সমাধানে আমরা উদ্যোগী হয়েছিলাম। কিন্তু এখনও অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। সেই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বিশেষ করে সুবর্ণরেখা ভাঙন রোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি।'' অন্য দিকে, ভাঙন রোধে গোপীবল্লভপুর-২-এ কাঠের বল্লি এবং বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী পাড় বাঁধানো হয়েছিল। তবে স্থায়ী সমাধান আজও অধরাই রয়েছে। নয়াগ্রামের বাসিন্দা সুভাষ বেরা বলেন, ''প্রতিবছর বর্ষায় সুবর্ণরেখা নদীর জলের তোড়ে চাষের জমি নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। নদী তীরবর্তী বহু গ্রামে নদীর জল ঢুকে পড়ে। নদীর পাড় বাঁধানো না হলে আগামী দিনে নদী তীরবর্তী চাষের জমিতে দূরের কথা গ্রামগুলিরও অস্তিত্ব থাকবে না।'' নয়াগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু বলেন, ''সুবর্ণরেখা নদীর পাড় ভাঙনের প্রবণতা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। বেশ কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করা হয়েছে। নদীপাড় ভাঙন রুখতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ভাবনা চিন্তা রয়েছে।''

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
বাঁশদ্রোণী শাখা
প্রথম তল, স্প্রিংগডেল,
২, নগেন্দ্র নারায়ণ দত্ত রোড,
বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০০০৪০

পরিশিষ্ট-IV [বিধি-৮(১) দেখুন]

দখল গ্রহণের নোটিশ

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র বাঁশদ্রোণী শাখার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৩ নম্বর বিধির সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, **ঋণগ্রহীতা শ্রী সঞ্জয় সেন**-কে ০৬-০৮-২০২২ **তারিখের একটি দাবি-বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বিজ্ঞপ্তিটি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত **১৮,১৭,৯৬৫/- টাকা (কথায়, আঠেরো লক্ষ সতেরো হাজার ন'শো পঁয়ষট্টি টাকা)** পরিশোধ করতে হবে।
ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টরেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, **৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে** এতদসঙ্গে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা যাবে না এবং এই সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বানসদ্রোনি শাখা**-র **১৮,১৭,৯৬৫/- টাকা ও তৎসহ প্রযোজ্য সুদ** আদায়ের দাবির (চার্জ) আওতাভুক্ত থাকবে।
বন্ধকী সম্পত্তিটি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সুশীল ভবন নামক একটি জি+৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের উত্তর-পূর্ব দিকের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত বি১ নম্বর ফ্ল্যাটটি (আয়তন প্রায় ৭৫০ বর্গফুট)-যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ মৌজা- পানশিলা, জে.এল. নং- ৬, রি সা নং- ১০৩, তৌজি নং- ১৫৫ সি.এস. দাগ নং- ২০০(পি) ও ২৮৩(পি) যা এল.আর. দাগ নং- ৫৫২-এর অনুরূপ এবং এল.ও.পি. নং- ২২-এর অন্তর্ভুক্ত এল.আর. খতিয়ান নং- ১১২৫ ও ১৩১৬ বন্ধক রাখা মালিকানা দলিল নং- আই-১৯০৪০১৮৭০ সাল ২০২০, তারিখ ২৮-০২-২০২০। সম্পত্তিটি পানিহাটিপৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডেরহোল্ডিং নং- ২৮, পানশিলা সরকারি কলোনি এলাকায় অবস্থিত এর নিবন্ধন এলাকা হলো সোদপুর সাব-এ.ডি.এস.আর.ও. অফিস, থানা- খড়দহ এবং জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা (কলকাতা ৭০০১১২)। **সীমানাঃ উত্তরে**- খোলা জায়গা (অন্যের সম্পত্তির দিকে) **দক্ষিণে**- সিঁড়ি **পূর্বে**- ফ্ল্যাট নং- বি২ **পশ্চিমে**- খোলা জায়গা।

তারিখঃ ০৪.০৭.২০২৬ **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থানঃ কলকাতা **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**

খুন না আত্মহত্যা, মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য মালদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৫ জুলাইঃ তিন তলা থেকে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। আত্মহত্যা না খুন ধোঁয়াশা, আততায়ীর হাতে খুন হতে পারে বলে অভিযোগ তুলে পুলিশি তদন্তের দাবি এলাকাবাসীর। জানা যায়, মালদা শহরের বাশুল্লিতলা এলাকায় শনিবার রাতে প্রচন্ড দুর্গন্ধের কারণে সন্দেহ হয়, তারপর খবরা খবর হতেই খোঁজাখুঁজির পর তিনতলায় নিজের বাড়িতে অরুণ হালদারের পচা গলা মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এই বাড়িতে তারা দুই ভাই থাকতেন, তিন তলায় থাকতেন অরুণ হালদার এবং দোতলা সহ নিচে থাকতেন তার ছোট ভাই অশোক হালদার, বেশ কিছুদিন আগে অশোক হালদার তার দাদা অরুন হালদারের বাড়ির সম্পত্তি লিখে নেয় বলে অভিযোগ। অরু হালদারের বয়স প্রায় ৬০ বছর অবিবাহিত। সোনার দোকানের কারিগর ছিলেন তিনি। কাজকর্ম ঠিকমতো করতে পারতেন না মানসিক অবসাদে ভুগতেন। তার দেখাশোনা খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব তার ভাই অশোক হালদারের উপরে ছিলো, কিন্তু তার প্রতি অমানবিক ব্যবহার করা হতো বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। ফাঁসিতে ঝুলে নিজে মরল না কেউ মারলো সন্দেহের বিষয়, গত দুইদিন ধরে ঘরে ফাঁসিতে ঝুলে থাকলেও তার ভাইয়ের পরিবারের লোকজন কাউকে জানাইনি। তাই সঠিকভাবে পুলিশ তদন্ত করুক যেন আসল ঘটনা বেরিয়ে আসে। যদিও মৃতের ভাগ্না সুব্রত দাস সন্দেহের ঘটনা অস্বীকার করে বলেন, ''তিনি দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন সম্ভবত তিনি নিজেই ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন, তবে পুলিশ তদন্ত করুক তবে আসল ঘটনা জানা যাবে।''

প্রাণীক লজিস্টিক্স লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৬০২৩১ডব্লুবি২০১৫পিএলসি২০৫৪১২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং. ৫২
ব্লক ডিএন, ১৪তম তল, সেক্টর- ৫, সল্ট লেক,
পরগনা উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
ফোনঃ ৯১ ৭৬৬৭৮৫২৪, ওয়েবসাইটঃ www.pranikgroup.com
ইমেল আইডিঃ investor.support@pranikgroup.com

বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ২০২৬ সালের ৬ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২:৩০-এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের ('ওএভিএম') সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সদস্যদের কাছে পৃথকভাবে ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে। সভার স্থান হিসেবে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়কেই-অর্থাৎ থানা- সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং ৫২, ব্লক ডিএন, ১৪তম তল, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০ ০৯১-বিবেচনা করা হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা-যার সাথে যথাক্রমে ৮ই এপ্রিল ২০২০, ১৩ই এপ্রিল ২০২০, ৫ই মে ২০২০, ১৩ই জানুয়ারি ২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১, ৫ই মে ২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩, ৯/২০২৪ ও ০৩/২০২৫-এর বিধানাবলি পঠিতব্য-এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-যার সাথে যথাক্রমে ১২ই মে ২০২০, ১৫ই জানুয়ারি ২০২১, ১৩ই মে ২০২২, ৫ই জানুয়ারি ২০২৩ ও ৭ই অক্টোবর তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79,SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/ CMD1/CR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/C IR/ 2023/167, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/C IR/2024/133 পঠিতব্য-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি পরিপালনক্রমে... সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক যথাক্রমে ২০২৩ এবং ৩রা অক্টোবর, ২০২৪-এ জারি করা নির্দেশনার প্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং বা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করছে। সদস্যরা তাঁদের লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এই সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন অথবা www.evoting.nsdl.com-এ সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পারবেন এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাঁদের এই উপস্থিতিকে সংশ্লিষ্ট আইনের ১০৩ ধারার অধীনে সভার কোরাম গঠনের উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।
উপরন্তু, উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(গুলি), রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') / কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। সদস্যরা জেনে রাখতে পারেন যে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pranikgroup.com-এ এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে-অর্থাৎ এনএসই-এর ওয়েবসাইট https://www.nseindia.com/-এও পাওয়া যাবে।
সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।
ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতিঃ
কোম্পানি তার সকল শেয়ারহোল্ডারকে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং (সভার বাইরে থেকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান) সুবিধা প্রদান করবে পাশাপাশি সভার চলাকালীন সময়েও ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। রিমোট ই ভোটিং এবং সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য শেয়ারহোল্ডারদের ইমেইলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে।
ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সহজতর করতে এবং ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করতে কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর সেবা গ্রহণ করেছে। ফিজিক্যাল মোড (কাগজের শেয়ার সার্টিফিকেট) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে (ইলেকট্রনিক শেয়ার) শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন সদস্যদের জন্য রিমোট ইভোটিং বা সভার সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত প্রক্রিয়া বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লিখিত সমস্ত নথিপত্র কোম্পানির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার দিন পর্যন্ত ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিনামূল্যে উপলব্ধ থাকবে। যে সদস্যরা এই নথিপত্রগুলো পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, তারা তাদের নাম, ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি এবং প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত অনুলিপি উল্লেখ করে investor.support@pranikgroup.com ঠিকানায় ইমেইল পাঠাতে পারেন।
ইমেল অ্যাড্রেস আপডেট / নিবন্ধনের পদ্ধতিঃ
যেসব সদস্যের শেয়ার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিমেট) বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে রয়েছে এবং যারা এখনও ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট / নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে (যাদের মাধ্যমে তারা তাদের ডিমেট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করার জন্য।
কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখা যেতে পারে-যা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে পাওয়া যাবে। এছাড়া টোল-ফ্রি নম্বর ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০-এ কল করা যেতে পারে অথবা সিনিয়র ম্যানেজার জনাব প্রীতম দত্ত-এর সাথে pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com ইমেল ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।
এজিএম -এ সদস্যদের অনুমোদনের জন্য বোর্ড ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। তবে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করে রাখেন, যাতে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে সেই তথ্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

প্রাণীক লজিস্টিক্স লিমিটেড
স্বা/-
স্থানঃ কলকাতা **অনুশ্রী চৌধুরি**
তারিখঃ ৬ই জুলাই, ২০২৬ **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Uttaran Services), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/US/HQ/082/26-27/21 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing & arrangement of water facilities to Community Toilet at 3B Pitambar Ghatak Lane Uttaran area in Ward No.-82, Br.-IX.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC): ₹ **1,60,868.68**. Earnest Money: ₹ **3,500.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **20.07.2026 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposals: **22.07.2026 at 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2026 (5 p.m.)** from the websites **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in**

The **Dy. C. E. (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/DCE_PS/IV/38/01/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Earth filling, dressing of Play ground including painting of surrounding fencing at Hrishikesh Park in Ward No.-38, Br.-IV.** Estimated cost: ₹ **2.80,097.64**. Earnest Money: ₹ **5,700.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.07.2026 – 1 p.m.** Date of opening of Tender: **20.07.2026.** The bid forms and other details shall be available on and from **07.07.2026 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Civil), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/VI/060/004/2026-2027/D
Name of the Work: **Restoration of Paver block Footpath, I.P. passage and concrete disturbed by P.U. Agency and Natural Wear & Year at eastern side of Gopal Mukherjee Road and adjacent area in Ward No.-60.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **2,97,776.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **60 days**.
(2) NIT No.: KMC/VI/046/003/2026-2027/D
Name of the Work: **Restoration of disturbed & damaged IPS & Paver block Footpath at Lenin Sarani, S. N. Banerjee Road, Moti Sil Street and surrounding area of KMC HQ in Ward No.-46.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **2,96,934.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of Bid: **15.07.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender opened on: **17.07.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: S_D/SOUTH/XVI/D/02/26-27
Name of the Work: **Removal of Silt from surface drain Mira Apartment to Shivaloke Enterprise at Borobagan in Ward No.-124 under Br.-XVI.** Estimated Cost: ₹ **2,99,224.87**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **40 days**.
(2) NIT No.: S_D/SOUTH/XVI/D/01/26-27
Name of the Work: **Removal of Silt from surface drain near Barisha Vivekananda Girls School and its adjoining area in Ward No.-124 under Br.-XVI.** Estimated Cost: ₹ **2,62,803.21**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**. Period of Completion: **30 days**. Bid submission start date and time (Online): **07.07.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid (Online): **14.07.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): **17.07.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engineer (Civil)/Br.-XI, KMC** invites item rate e-Tender in two bid system for the following work:
NIT No.: KMC/EEC/XI/110/PUMP/26-27/R (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying, installation & operation of 3" Dia portable pumps at different waterlogging pockets of Ward No.-110.** Estimated Value (Including GST and Cess) : **Rs. on actual basis, amount to be quoted – (a) for working hours & (b) for idle hours.** Earnest Money: ₹ **3,000.00 (final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender)**. Time of Completion: **132 days.** Last date and time of submission of Bid: **15.07.2026 – 5 p.m.** Date and time of opening of Bid: **17.07.2026 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 (From 5 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: LTG/19/WD-12/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No.-12 under Br.-II.** Estimated Amount: ₹ **2,49,439.70.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **15.07.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.07.2026 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-II, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.: LTG/Z2/MKT/ENT/1/AMC/26-27
Name of the Work: **Annual operation & maintenance of electrical distribution network and routine maintenance of different passages of ground and 1st floor of Entally Market, Br.-VI, KMC.** Estimated Amount: ₹ **3,49,420.00.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Bid submission starting date and time: **08.07.2026 from 11 a.m.** Last date and time of submission of Bid: **17.07.2026 upto 11 a.m.** Bid opening date and time for technical proposal: **17.07.2026 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2026 after 11 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-V/Br.-XIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/LTGV/115/26-27/OM (1st Call)
Name of the Work: **Operation and maintenace work of existing street lighting system and other allied electrical works in Ward No.-115, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,99,020.80.** Earnest Money: ₹ **9,990.00.** Period of Completion: **365 days.**
(2) NIT No.: KMC/LTGV/118/26-27/OM (1st Call)
Name of the Work: **Operation and maintenace work of existing street lighting system and other allied electrical works in Ward No.-118, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,98,731.94.** Earnest Money: ₹ **9,980.00.** Period of Completion: **365 days.**
(3) NIT No.: KMC/LTGV/122/26-27/OM (1st Call)
Name of the Work: **Operation and maintenace work of existing street lighting system and other allied electrical works in Ward No.-122, KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,99,269.26.** Earnest Money: ₹ **9,990.00.** Period of Completion: **365 days.**
(4) NIT No.: KMC/LTGV/118/26-27/S1 (1st Call)
Name of the Work: **Supply and delivery of outdoor energy efficient LED street light fittings at different areas in Ward No.-118, KMC.** Estimated Amount: ₹ **2,99,676.43.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of Bid: **20.07.2026 – 4 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Bid opening date and time for technical proposal: **20.07.2026 at 4.10 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **07.07.2026 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 4). **(199/26-27)**

প্রয়োজনীয়

পেঁয়াজ সংগ্রহমূল্যে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি কেন্দ্রের, কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও বাজারে সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতেই বড় সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাইঃ দেশের পেঁয়াজচাষিদের আর্থিক সুরক্ষা জোরদার করা এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল কেঃদ্র সরকার। সরকার পেঁয়াজের সংগ্রহমূল্য (প্রকিউরমেন্ট প্রাইস) ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি করার অনুমোদন দিয়েছে। কৃষি মহলের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে এটি কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষিনীতিগত সিদ্ধান্ত, যা একদিকে কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে বাজারে পেঁয়াজের দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এসেছে, যখন দেশের বিভিন্ন খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম প্রায়ই ওঠানামা করছে। মৌসুমি পরিবর্তন, প্রতিকূল আবহাওয়া, পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নের কারণে উৎপাদন ও বাজারে সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সংগ্রহমূল্য বাড়িয়ে কৃষকদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র। এর ফলে একদিকে কৃষকরা ভালো দাম পাবেন, অন্যদিকে সরকারের বাফার স্টক বা মজুতও আরও শক্তিশালী হবে। সরকারি সূত্রের মতে, এই মূল্যবৃদ্ধি বৃহত্তর কৃষি কৌশলেরই অংশ। মূল লক্ষ্য হলো কৃষকদের আয় আরও স্থিতিশীল করা এবং ফসল কাটার মৌসুমে কম দামে বাধ্য হয়ে পণ্য বিক্রি করার প্রবণতা কমানো। অনেক সময় উৎপাদন বেশি হওয়ায় বাজারে দাম কমে যায় এবং কৃষকদের লোকসানের মুখে পড়তে হয়। সেই পরিস্থিতি এড়াতেই সরকার উচ্চতর সংগ্রহমূল্যের মাধ্যমে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছে। ভারতের অন্যতম প্রধান নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য হলো পেঁয়াজ। দেশের প্রায় প্রতিটি

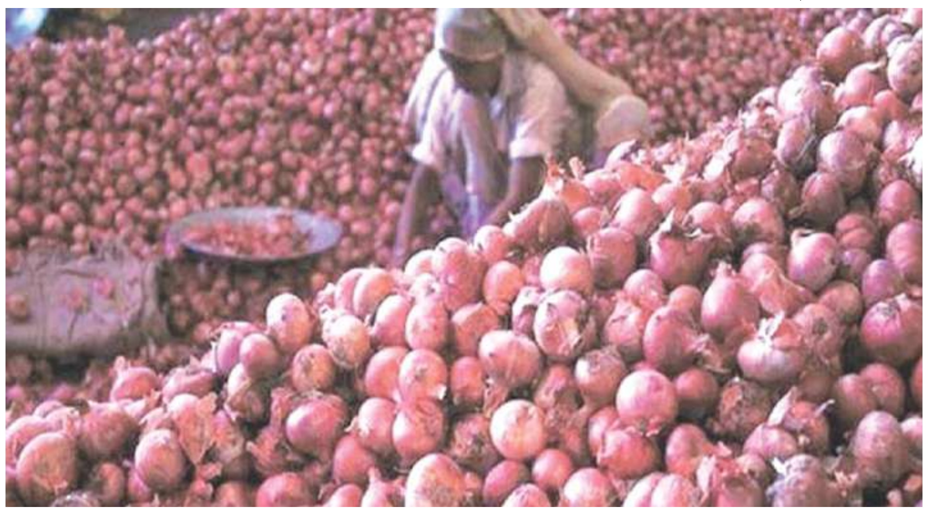

পরিবারের রান্নাঘরে প্রতিদিন পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়। ফলে পেঁয়াজের দামের সামান্য পরিবর্তনও সাধারণ মানুষের মাসিক খরচের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। অতীতে বহুবার দেখা গেছে, পেঁয়াজের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে এবং খাদ্য মূল্যস্ফীতির ওপরও তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে। সেই কারণেই পেঁয়াজের উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সবসময়ই সরকারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নতুন সংগ্রহমূল্যের সুবিধা বিশেষভাবে পাবেন দেশের প্রধান পেঁয়াজ উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির কৃষকরা। এর মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং কর্ণাটক। এই রাজ্যগুলি দেশের মোট পেঁয়াজ উৎপাদনের একটি বড় অংশের জোগান দেয়। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারি সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আরও বেশি কৃষক সরকারি ক্রয় প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে উসাহিত হবেন এবং তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের সময়ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আগামী কয়েক মাসে মৌসুমি পরিবর্তনের কারণে বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহে ওঠানামা হতে পারে। এখন থেকেই বেশি দামে পেঁয়াজ সংগ্রহ করে সরকার যদি পর্যাপ্ত বাফার স্টক তৈরি করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে বাজারে ঘাটতি দেখা দিলে সেই মজুত থেকে পেঁয়াজ ছেড়ে খুচরা বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে। এর ফলে খাদ্য মূল্যস্ফীতিও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। অর্থনীতিবিদদের মতে, কৃষিপণ্যের সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি শুধু তাৎক্ষণিক আর্থিক সুবিধাই দেয় না, দীর্ঘমেয়াদেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যখন কৃষকরা নিশ্চিত হন যে তাঁদের উপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাবে, তখন তাঁরা উন্নত মানের বীজ, আধুনিক চাষপদ্ধতি, সেচ ব্যবস্থা এবং সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে আরও বেশি বিনিয়েযগে করতে উসাহিত হন। এর ফলে উপাদন বাড়ে এবং ভবিষ্যতে সরবরাহ ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকারের এই পদক্ষেপ কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকেও আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করতে সাহায্য করবে। বর্তমানে অনেক কৃষক স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে কম দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হন। কিন্তু সরকারি সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা সরাসরি সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে পণ্য বিক্রি করতে আগ্রহী হবেন। এতে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা কমবে এবং কৃষকরা তাঁদের উৎপাদনের প্রকৃত মূল্য পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

গত কয়েক বছরে পেঁয়াজের দামের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বহুবার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আলোচনার কেঃদ্রবিঃদুতে এসেছে। বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেঃদ্র সরকার অতীতে রপ্তানিতে বিধিনিষেধ, বাফার স্টক থেকে পেঁয়াজ সরবরাহ এবং সরকারি সংগ্রহ বাড়ানোর মতো একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংগ্রহমূল্যে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধিও সেই ধারাবাহিক নীতিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু সংগ্রহমূল্য বাড়ালেই হবে না, এর কার্যকর বাস্তবায়নও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত সরকারি ক্রয়কেঃদ্র, দ্রুত অর্থপ্রদান, উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং কার্যকর পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা না গেলে কৃষকরা এই সিদ্ধান্তের পূর্ণ সুফল পাবেন না। তাই নীতিগত ঘোষণার পাশাপাশি বাস্তব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপরও জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা। কৃষি অর্থনীতি ও খাদ্য মূল্যস্ফীতির মতো জটিল বিষয়গুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই এখন সরকারের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রেক্ষাপটে পেঁয়াজের সংগ্রহমূল্য ১৩ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে, তেমনি দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে। কৃষকদের ন্যায্য আয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পেঁয়াজের দাম ধরে রাখার লক্ষ্যেই কেঃদ্রের এই পদক্ষেপ আগামী দিনে কতটা সফল হয়, সেদিকেই নজর থাকবে কৃষি ও বাজার বিশেষজ্ঞদের।

টাটা মোটরসের বড় ঘোষণাঃ নেক্সন, হ্যারিয়ার, পাঞ্চ ও কার্ভ ইভি- বৈদ্যুতিক গাড়িতে ৩.৩৫ লক্ষ পর্যন্ত ছাড়

মুম্বই,৫ জুলাই ঃ ভারতের বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারে প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে এবং আসন্ন মডেল আপডেটের আগে পুরনো স্টক দ্রুত বিক্রি করতে বড় পদক্ষেপ নিল টাটা মোটরস। সংস্থাটি তাদের জনপ্রিয় বৈদ্যুতিক গাড়িগুলির ওপর সর্বোচ্চ ₹৩.৩৫ লক্ষ পর্যন্ত ছাড় ঘোষণা করেছে। এই বিশেষ অফারের আওতায় রযেছে নেক্সন ইভি, হ্যারিয়ার ইভি, পাঞ্চ ইভি, কার্ভ ইভি, পাশাপাশি টিয়াগো ইভি-র কিছু প্রি-ফেসলিফ্‌ট ভ্যারিয়েন্ট এবং নির্বাচিত অন্যান্য মডেল। এই সীমিত সময়ের অফার এমন এক সময়ে এসেছে, যখন ভারতের ইলেকট্রিক ভেহিকল (ইভি) বাজারে একদিকে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত গাড়ি নির্মাতারা, অন্যদিকে নতুন সংস্থাগুলি বাজারের বড় অংশ দখলের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বর্তমানে দেশের বৈদ্যুতিক যাত্রীবাহী গাড়ির বাজারে টাটা মোটরস অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সংস্থা। বিশেষজ্ঞদের মতে, সংস্থার এই মূল্যছাড়ের কৌশল বাজারে নিজেদের নেতৃত্ব আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নতুন সংস্করণের গাড়ি বাজারে আনার প্রস্তুতিরই অংশ। শিল্প সূত্রের খবর, ছাড়ের পরিমাণ সব মডেলের ক্ষেত্রে এক নয়। গাড়ির মডেল, ভ্যারিয়েন্ট এবং ডিলারশিপে উপলব্ধ স্টকের উপর নির্ভর করে এই ছাড় নির্ধারণ করা হচ্ছে। সর্বাধিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে প্রিমিয়াম এসইউভি হ্যারিয়ার ইভি-তে। একই সঙ্গে নেক্সন ইভি এবং পাঞ্চ ইভি-র মতো জনপ্রিয় কমপ্যাক্ট বৈদ্যুতিক গাড়িগুলিও এই অফারের অন্তর্ভুক্ত। ফলে প্রথমবার ইভি কিনতে আগ্রহী গ্রাহক থেকে শুরু করে পুরনো বৈদ্যুতিক গাড়ি বদলে নতুন মডেল কেনার পরিকল্পনা করা ক্রেতা-সব শ্রেণির মানুষের কাছেই এই অফার আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কলকাতাসহ দেশের বিভিন্ন শহরের টাটা ডিলারশিপে ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে জানা গেছে। বিক্রয় প্রতিনিধিদের দাবি, একদিকে বড় অঙ্কের মূল্যছাড়, অন্যদিকে শীঘ্রই নতুন ফেসলিফ্‌ট সংস্করণ বাজারে আসার সম্ভাবনা-এই দুই কারণ মিলিয়ে অনেক ক্রেতাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছেন। গাড়ি শিল্পের বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের মূল্যছাড় সাধারণত তখনই দেওয়া হয়, যখন কোনো সংস্থা পুরনো মডেলের স্টক শেষ করে নতুন সংস্করণ বাজারে আনার প্রস্তুতি নেয়। টাটা মোটরসও আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তাদের একাধিক বৈদ্যুতিক গাড়ির আধুনিক সংস্করণ বাজারে আনতে পারে বলে শিল্পমহলের ধারণা। নতুন মডেলগুলিতে আরও বেশি ড্রাইভিং রেঞ্জ, উন্নত ইঃটেরিয়র, আধুনিক ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম এবং উন্নত কানেক্টেড-কার প্রযুক্তি যুক্ত হতে পারে। গত কয়েক বছরে ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজার ধারাবাহিকভাবে প্রসারিত হয়েছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দাম, পরিবেশবান্ধব পরিবহণের প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তবে এখনও অনেক ক্রেতার কাছে ইভি কেনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হল দাম। সেই কারণেই ৩.৩৫ লক্ষ পর্যন্ত ছাড়ের ঘোষণা বাজারে যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে বৈদ্যুতিক গাড়ি আরও বেশি সংখ্যক সাধারণ ক্রেতার নাগালের মধ্যে আসবে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই অফারের সময়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের বাজারে একাধিক নতুন বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে আসতে চলেছে বিভিন্ন প্রতিদ্ব ন্দ্বী সংস্থা। সেই পরিস্থিতিতে আগেভাগেই আকর্ষণীয় মূল্যছাড় দিয়ে সম্ভাব্য ক্রেতাদের ধরে রাখার চেষ্টা করছে টাটা মোটরস। এর মাধ্যমে সংস্থা শুধু বিক্রি বাড়াতেই নয়, প্রতিযোগীদের দিকে ক্রেতাদের ঝুঁকে পড়াও রোধ করতে চাইছে। টাটা মোটরসের বহুল আলোচিত কার্ভ ইভি-র প্রি-ফেসলিফ্‌ট সংস্করণেও এই মূল্যছাড় প্রযোজ্য হযেছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে সংস্থা ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্মের মডেলের দিকে এগোচ্ছে। একইভাবে টিয়াগো ইভি এখনও বাজেট-সচেতন গ্রাহকদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তুলনামূলক কম দামে বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনার সুযোগ থাকায় প্রথমবারের ক্রেতাদের কাছে এই মডেলের চাহিদা এখনও যথেষ্ট। যদিও সংস্থা বড় অঙ্কের ছাড় দিচ্ছে, তবুও নিরাপত্তা, মজবুত গাড়ি নির্মাণ, আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রিমিয়াম অবস্থান বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর টাটা মোটরস। পাশাপাশি দেশজুড়ে চার্জিং অবকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যেও বিভিন্ন চার্জিং নেটওয়ার্ক সংস্থা ও বিদ্যু পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে তারা। এর ফলে ইভি ব্যবহারকারীদের ‘অ্যাংজাইটি’ বা চার্জ শেষ হযে যাওয়ার উদ্বেগ কমবে এবং সামগ্রিক মালিকানার অভিজ্ঞতাও আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের প্রচারমূলক মূল্যছাড় স্বল্পমেয়াদে বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সাহায্য করবে এবং নতুন মডেল বাজারে আসার আগে ডিলারদের পুরনো স্টক দ্রুত খালি করতেও সহায়ক হবে। তবে দীর্ঘমেয়াদে ভারতের বৈদ্যুতিক গাড়ির বাজারের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করবে সহজলভ্য চার্জিং অবকাঠামো, উন্নত ব্যাটারি প্রযুক্তি, দীর্ঘ ড্রাইভিং রেঞ্জ এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের উপর। শুধু মূল্যছাড় দিয়ে দীর্ঘদিন বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।

টাটা মোটরসের এই নতুন উদ্যোগ আবারও প্রমাণ করল যে ভারতের অটোমোবাইল শিল্পে এখন মূল্য, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সঠিক সময়ে বাজার কৌশল গ্রহণ-এই তিনটিই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। আপাতত এই আকর্ষণীয় মূল্যছাড়ের ফলে দেশের ক্রেতারা সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সেরা ইভি অফারের সুবিধা পাচ্ছেন। একই সঙ্গে ভারতের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসারে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

‘ব্লুটুথ হ্যাক’-এর আতঙ্কে দৈনিক আয় কমছে দিল্লির ই-রিকশাচালকদের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাইঃ দেশের রাজধানী দিল্লিতে শেষ মাইলের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে ই-রিকশা। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী অফিস, বাজার, স্কুল, মেট্রো স্টেশন কিংবা আবাসিক এলাকা থেকে গন্তব্যে পৌঁছাতে এই পরিবহনের ওপর নির্ভর করেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই খাতের সঙ্গে যুক্ত শত শত চালক এক নতুন ধরনের ডিজিটাল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, কথিত ‘ব্লুটুথ হ্যাক’-এর কারণে ডিজিটাল ভাড়া মিটার এবং মোবাইলভিত্তিক পেমেন্ট ব্যবস্থায় বারবার ত্রুটি দেখা দিচ্ছে, যার ফলে প্রতিদিনের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে। আগে যেখানে একজন চালক গড়ে প্রায় ৯০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত উপার্জন করতেন, সেখানে এখন অনেকের দৈনিক আয় নেমে এসেছে মাত্র ৫০০ থেকে ৬০০-তে। পূর্ব দিল্লি, লক্ষ্মী নগর, সিলামপুর, শাহদারা এবং উত্তর দিল্লির একাধিক এলাকায় কর্মরত চালকদের দাবি, ই-রিকশায় ব্যবহৃত ব্লুটুথ-সংযুক্ত ডিজিটাল ডিভাইসগুলিতে হঠাৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ভাড়ার হিসাব ভুল দেখাচ্ছে, যাত্রাপথের তথ্য মাঝপথে মুছে যাচ্ছে এবং অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপও অনেক সময় কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। এসব সমস্যার কারণে যাত্রী ও চালক উভয়েই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছেন। শাহদারা এলাকার এক ই-রিকশাচালক জানান, আমি প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে রাত পর্যন্ত গাড়ি চালাই। আগে ব্যাটারি চার্জ, খাবার ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়েও ৯০০ থেকে ১০০০ রোজগার হতো। কিন্তু এখন অনেক দিন ৫০০ বা ₹৬০০-র বেশি হাতে থাকে না। কখনও মিটার ঠিকমতো কাজ করে না, কখনও অনলাইন পেমেন্টের টাকা অ্যাকাউন্টে আসে না, আবার কখনও অ্যাপ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। চালকদের ভাষায় এই সমস্যাকে ‘ব্লুটুথ হ্যাক’ বলা হলেও, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে বিষয়টি এখনও নিশ্চিতভাবে হ্যাকিং বলে প্রমাণিত হয়নি। তাঁদের ধারণা, কম দামের আফটারমার্কেট ডিজিটাল মিটার, ব্লুটুথ-ভিত্তিক সংযোগ ব্যবস্থা এবং অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক ই-রিকশায় এমন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, যা স্মার্টফোনের সঙ্গে ব্লুটুথের মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে ভাড়া নির্ধারণ, যাত্রার তথ্য সংরক্ষণ এবং ডিজিটাল পেমেন্ট পরিচালনা করে। যদি এই ডিভাইসগুলিতে যথাযথ এনক্রিপশন বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেগুলি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা অননুমোদিত সংযোগের ঝুঁকিতে পড়তে পারে। পরিবহন সংগঠনগুলিও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাঁদের মতে, ই-রিকশা খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়লেও সেই অনুযায়ী নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রযুক্তিগত সমস্যার সমস্ত আর্থিক ক্ষতি শেষ পর্যন্ত চালকদেরই বহন করতে হচ্ছে। অনেক চালকের অভিযোগ, যাত্রীরা ডিজিটাল ওয়ালেট বা ইউপিআই-এর মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ করলেও সেই অর্থ তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রতিফলিত হচ্ছে না। এতে যাত্রীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে যাত্রীরা দাবি করছেন যে তাঁরা টাকা পাঠিয়েছেন, কিন্তু চালকের মোবাইলে লেনদেনের কোনো তথ্য দেখা যাচ্ছে না। ফলে ব্যস্ত সময়ে অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে এবং যাত্রী পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে। একটি স্থানীয় ই-রিকশা সংগঠনের এক পদাধিকারী জানান, গত কয়েক সপ্তাহে এই ধরনের অভিযোগের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। তাঁর কথায়, অনেক চালক একই ধরনের ব্লুটুথ সংযোগ সমস্যার কথা জানিয়েছেন। আমরা এখনই এটিকে হ্যাকিং বলতে পারছি না, তবে এত ঘন ঘন একই সমস্যা হওয়া অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। এর প্রযুক্তিগত তদন্ত জরুরি। সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘ব্লুটুথ হ্যাক’ শব্দটি জনপ্রিয় হলেও এর পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যেমন-সফটওয়্যারের ত্রুটি, পুরনো ফার্মওয়্যার, অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়া ডিভাইস, দুর্বল ব্লুটুথ সংযোগ অথবা একই এলাকায় অসংখ্য ব্লুটুথ ডিভাইস সক্রিয় থাকার কারণে সিগন্যালের সংঘর্ষ। তবে তাঁরা এটাও সতর্ক করে বলেছেন যে, যদি কোনো ডিভাইসে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে তা সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিতেও পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে অনেক চালক এখন যাত্রাপথে ব্লুটুথ বন্ধ রাখছেন অথবা শুধুমাত্র নগদ অর্থে ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। কিন্তু ডিজিটাল পেমেন্টের যুগে এই পদ্ধতি যাত্রীদের জন্য যেমন অসুবিধাজনক, তেমনি চালকদের কাজের গতিও কমিয়ে দিচ্ছে।

তারাতলা উদ্ধারকার্যে অনন্য অবদানের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সম্মানিত পূর্ব রেলের দল

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ ২০২৬ সালের ২৪শে জুন, যখন তারাতলার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, তখন পরিস্থিতি ছিল সময়ের বিরুদ্ধে এক কঠিন লড়াই। গোটা শহর যখন উদ্বেগে থমকে গিয়েছিল, ঠিক তখনই হাওড়া, শিয়ালদহ এবং লিলুয়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের দক্ষ কর্মীদের নিয়ে গঠিত পূর্ব রেলের ডেডিকেটেড রেসকিউ অ্যান্ড রিলিফ টিম সরাসরি পৌঁছে গিয়েছিল সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স, ভারতীয় সেনাবাহিনী, কলকাতা পুলিশ এবং ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, এই রেল-বীরেরা ২৪ ঘণ্টা নিরলসভাবে কাজ করেছিলেন। ধ্বংসস্তূপ থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তারা দেখিয়েছেন অসীম সাহস ও নিয়মানুবর্তিতা। তাদের এই অক্লান্ত ও মানবিক প্রচেষ্টাকে স্যালুট জানিয়েছে রাজ্য। কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট আয়োজিত একটি জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে সংকটের সময়ে অনন্য সেবা দেওয়া এই বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থাগুলিকে সম্মানিত করেন। পূর্ব রেলের পক্ষে এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা গ্রহণ করেন প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পরমানন্দ শর্মা। পাশাপাশি, দ্রুত সা৷৷ দেওয়া, প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং জীবন বাঁচানোর প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের জন্য পূর্ব রেলের ৯০ জন কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত করা হয়। এই উচ্চ স্বীকৃতি সমগ্র রেল পরিবারের জন্য এক বিশাল গর্ব বয়ে এনেছে, যা জাতীয় সংকটে তাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও সদা-প্রস্তুতির বিষয়টিকেই তুলে ধরে। দলের এই অনন্য কৃতিত্বের প্রশংসা করে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর, বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে চমকার সমন্বয় সাধন এবং মাঠে নেমে বীরত্বের সাথে কাজ করার জন্য উদ্ধারকারী দলের প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এই গৌরবময় অর্জন সম্পর্কে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন,এই সম্মান আমাদের উদ্ধারকারী দলের প্রতিটি সদস্যের প্রাপ্য, যারা সাধারণ মানুষের চরম বিপদের দিনে নিজেদের ঘুম বিসর্জন দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। এটি দেশের প্রতি পূর্ব রেলের অবিচল অঙ্গীকারকে আরও একবার প্রমাণ করে এবং দেখায় যে, যখনই ডাক আসবে, আমাদের টিম সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে সাড়া দিতে সদা প্রস্তুত।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আর পি এফ দ্বারাছয়দিনের সুরক্ষা অভিযনে

মালিগাঁও, ৫জুলাইঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) ২০২৬-এর২৫ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত তাদের আওতাধীন এলাকায় অপরাধও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অভিযান অব্যাহত রাখে। এইসময়ে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীরা বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও ট্রেনে ধারা বাহিক সফল অভিযান চালিয়ে মাদক দ্রব্য, অবৈধমদ, চুরি সামগ্রী, অবৈধ রেলওয়ে টিকিট ও নগদ ধন উদ্ধারের পাশাপাশি অপরাধীদের গ্রেপ্তার, অসহায় যাত্রীদের উদ্ধার এবং রেলওয়ের সম্পত্তি সুরক্ষার কাজও সম্পন্ন করেছেন। এই ধারা বাহিক প্রচেষ্টা গুলো একটি নিরাপদ, সুরক্ষিত ও যাত্রী-বান্ধব রেলনেট ওয়ার্ক নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ের অবিচল প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে। ছয়দিনের এই অভিযানে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীরা ৩৬টি সফল অভিযান চালিয়েছে এর ফলে প্রায় ৪১.৯৯লক্ষ টাকা মূল্যের ৮৩.৯৮৪কেজি গাঁজা, ৩৯ হাজার টাকার ও অধিক মূল্যের ৩৪৩বোতল ও এক ক্যান অবৈধ মদ বিয়ার, ১.১২লক্ষ টাকা মূল্যের ৭টি মোবাইল ফোন, ৭হাজার টাকার ও অধিক মূল্যের ০২টি রেলের অবৈধ টিকিট এবং ৩৫হাজার টাকার ও বেশি নগদ ধন উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার কৃত সামগ্রীর মোট মূল্য ৪৩.৯২লক্ষ টাকারও অধিক। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর কর্মীরা ১৭জন অপরাধীকেও আটক করেছে এদের মধ্যে মাদক দ্রব্য পাচার, অবৈধ ভাবে টিকিট বিক্রি,চুরি, পাথর নিক্ষেপ এবং রেলওয়ে আইনও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে জামিন সোনমের!

শিলং, ৫ জুলাই ঃ সোনম রঘুবংশীকে জেল হেফাজতে পাঠাতে চাইল না সুপ্রিম কোর্ট। মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে হত্যা করেছিলেন! সেই সোনম রঘুবংশীকে জেল হেফাজতে পাঠাতে চাইল না সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার সোনমের জামিন বাতিলের আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় মেঘালয় সরকার। কিন্তু সোনমের জামিন বাতিল করেনি সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, প্রায় একবছর পর জেলে বন্দি ছিলেন সোনম। মাসতিনেক আগে জামিনে জেলমুক্ত হন। গতবছর দেশজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল হানিমুন মার্ডার। মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমা করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন রাজা এবং সোনম। নিখোঁজ হওয়ার দশ দিন পরে ২ জুন চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতের ধার থেকে রাজার দেহ উদ্ধার করা হয়। বেশ কয়েকদিন পর উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সোনমকে। এছাড়া তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা এবং কয়েক জন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই মামলায় গত ডিসেম্বরে আদলতে ৭০০ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছিল

NAME CHANGE

I, Ambia Bibi (old name) W/o- Tahajul Islam Mondal residing at Kuchimora, Kuchimora, Domkal, Dist-Murshidabad, Pin-742303 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AMBIA BIBI to AMBIA KHATUN and henceforth I shall be known as AMBIA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 04/07/2026. AMBIA BIBI (old name) and AMBIA KHATUN (new name)both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Jamal Mondal (old name) S/o- Khodabaks residing at Rautari, Rautari, Chakdaha, Dist-Nadia, Pin-741248 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD JAMAL MONDAL to JAMAL MONDAL and henceforth I shall be known as JAMAL MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 04/07/2026. MD JAMAL MONDAL (old name) and JAMAL MONDAL (new name)both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I TIYA BANU SEKH W/O LATE DILWAR HOSSAIN SEKH MY NAME HASBEEN RECORDED IN MY VOTER CARD AS SEKH TIYABANU MY HUSBAND'S NAME HASBEEN RECORDED IN MY AFORE SAID AADHAAR CARD AS DILWAR HOSSAIN MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 20-6-26 I TIYA BANU SEKH AND SEKH TIYABANU AND MY HUSBAND DILWAR HOSSAIN SEKH , DILWAR HOSSAIN MONDAL, DILAWAR SEKH AND DILWAR HOSSAIN ALL ARE SAME PERSON .

নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

১-র পাতার পর -

ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি ধর্ষণ, খুন এবং গণপিটুনিতে মৃত্যুর-তিনটি দিকই গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এলাকায় যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেজন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের আইজি কঙ্করপ্রসাদ বাড়ুই বলেন, এই ঘটনায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত করা হচ্ছে। যাঁরা এই অপরাধে জড়িত, তাঁদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনা হবে এবং কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার থানায় হাজিরার নির্দেশ

১-র পাতার পর -

সময়ে অরূপ বিশ্বাসের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তাঁর নতুন সাংগঠনিক দায়িত্ব এবং চলমান মামলাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক অন্দরে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি। এখন নজর মঙ্গলবারের দিকে। নির্ধারিত সময়ে অরূপ বিশ্বাস থানায় হাজিরা দেন কি না এবং তদন্তে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসে কি না, সেদিকেই কৌতূহল রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের।

NAME CHANGE

I, ASHA BEGUM MY HUSBAND OLD NAME MOHAMMAD TARA SAIKH R/O H.C. SARKAR ROAD KRISHNAGAR NADIA W.B HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HANCE FOURTH BE KNOWN AS MD TARA SAIKH AS DECLARE JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 3/7/26 I MD TARA SAIKH AND MOHAMMAD TARA SAIKH AND MY ACTUAL ADDRESS IS H.C SARKAR ROAD P.O KRISHNAGAR P-S KOTWALI DIST NADIA PIN 74110I W.B.MY PASS PORT NO R-2219551' MY ADDRESS HASBEEN RECORDED AS GOLAP KHAN LANE NALUA PARA KRISHNAGAR NADIA PIN 741101 W.B .

NAME CHANGE

I, Arghyodeep Das, S/o.- Sri Subir Kumar Das, R/o.- Vill.- Dakshin Jhapardah (Baro Banerjee Para) under P.O. & P.S.- Domjur, Dist.- Howrah-711405, my actual / correct name spelling has been wrongly recorded in my Aadhar Card & National of Open Schooling (NIOS) as Arghodeep Das, (omitting Y from my correct name) in place of Arghyodeep Das,vide an Affidavit dt. 02.07.2026, Before the Notary Public at Kolkata. That, Arghyodeep Das & Arghodeep Das both are same & one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, ফারহিন খাতুন তৌফিক আহমেদ শেখ ওরফে ফারহিন খাতুন, স্বামী তৌফিক আহমেদ রফিক শেখ ওরফে তৌফিক শেখ, গ্রাম গৌরীপুর কাষ্ঠগোড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৩০১, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার সন্তানের জন্ম সংসাপত্রে আমার এবং আমার স্বামীর নাম ভুলবশত ফারহিন খাতুন এবং তৌফিক শেখ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতদ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, ফারহিন খাতুন, স্বামী তৌফিক শেখ হলেন আমি এবং তৌফিক শেখ হলেন আমার স্বামী তৌফিক আহমেদ রফিক শেখ আমরা দুজনেই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এই বিষয়টি কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতের মাননীয় প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ০২.০৭.২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত হলফনামার (হলফনামা নং ২১২২৬) ভিত্তিতে নিশ্চিত করা হয়েছে।

NAME CHANGE

I, Md Sahidul Islam Kha (old name) S/o- Khodabox Khan residing at Chowmuha, Dhubinagadi, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741126 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD SAHIDUL ISLAM KHA to SAHIDUL ISLAM KHAN and henceforth I shall be known as SAHIDUL ISLAM KHAN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 04/07/2026. MD SAHIDUL ISLAM KHA (old name) and SAHIDUL ISLAM KHAN (new name)both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tonmay Mondal, allies Tanmay Mondal, Tonmoy Mondal, S/o Birendra nath Mondal, residing at Vill Mahaprabhu Colony,P.O. Banipur, Dist. North 24 Pgs do hereby declare that I have changed my name as Tanmoy Mondal and henceforth I shall be known as Tanmoy Mondal in all purpose vide affidavit No. 1152 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 4/7/2026.Tonmay Mondal, Tanmay Mondal, Tonmoy Mondal and Tanmoy Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamala Kahar, W/o Sambhu Kahar, D/o Ranjan Kumar Ghosh, residing at Ali Haider Road, P.O.&P.S. Titagarh, Dist North 24 Pgs. do hereby declare that my father has been changed his name as Ranjan Ghosh in all purpose vide affidavit No.256 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barrackpore on 4/7/2026. Ranjan Kumar Ghosh and Ranjan Ghosh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sambhu nath Kahar, residing at 59, Ali Haider Road, P.O.& P.S. Titagarh, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Sambhu nath Kahar to Sambhu Kahar and henceforth I shall be known as Sambhu Kahar in all purpose vide affidavit No.305 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barrackpore on 10/6/2026. Sambhu nath Kahar and Sambhu Kahar both are same and one identical person

শ্রাবণী মেলার আগে জল্পেশ মন্দিরে বড় স্বস্তি, কমল প্রবেশমূল্য, তিস্তাঘাটে উঠল টিকিট ব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়নাগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ শ্রাবণী মেলাকে সামনে রেখে পুণ্যার্থীদের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগু।রি ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরকে কেন্দ্র করে। এ বছর থেকে তিস্তাঘাটে যাওয়ার জন্য আর কোনও টিকিট কাটতে হবে না। একই সঙ্গে জল্পেশ মঃদিরের প্রবেশমূল্যও ৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ৪০ টাকা করা হয়েছে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ভক্ত ও স্থানীয় বাসিঃদারা।বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়। বৈঠকের পর জানানো হয়, প্রতি বছরের মতো এবারও শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মন্দির চত্বর সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত নজরদারি, নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন এবং প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে। প্রতিবছর শ্রাবণী মেলার সময় তিস্তাঘাটে যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থীদের নির্দিষ্ট টিকিট কাটতে হতো। তবে এবার সেই প্রথার অবসান ঘটানো হয়েছে। ময়নাগু।ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শিবশঙ্কর দত্ত জানান, ময়নাগুড়ির বিজেপি বিধায়কের অনুরোধের ভিত্তিতেই তিস্তাঘাটে টিকিট ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে দূরদূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার ভক্ত বিনা অতিরিক্ত খরচে তিস্তাঘাটে পৌঁছতে পারবেন।যদিও তিস্তাঘাটে প্রবেশের টিকিট বাতিল করা হয়েছে, মেলার মাঠে যানবাহন রাখার জন্য পার্কিং ফি আগের

মতোই বহাল থাকবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। ফলে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও মেলা এলাকার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এই ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে।অন্যদিকে, জল্পেশ মন্দির পরিচালন সমিতির সঙ্গে আলোচনার পর মন্দিরে প্রবেশমূল্য কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতদিন যেখানে দর্শনার্থীদের ৫০ টাকা প্রবেশমূল্য দিতে হতো, এখন থেকে তা কমে ৪০ টাকা হবে। প্রশাসনের মতে, এই সিদ্ধান্তে সাধারণ পুণ্যার্থীদের আর্থিক চাপ কিছুটা কমবে এবং আরও বেশি মানুষ সহজে মন্দিরে দর্শনের সুযোগ পাবেন।ময়নাগু।রি বিডিও সৌমেন দাস জানান, শ্রাবণী মেলাকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, পুণ্যার্থী এবং মন্দির কর্তৃপক্ষকে প্রশাসনিকভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে। নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয় জল, পরিচ্ছন্নতা এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের মতো প্রতিটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যাতে মেলায় আগত ভক্তদের কোনও ধরনের সমস্যার মুখে না প।তে হয়।এবারের শ্রাবণী মেলায় আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফর। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম তিনি জল্পেশ মন্দিরে আসতে পারেন বলে জানা গেছে। তাঁর আগমনকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা যেমন বেড়েছে, তেমনই উসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যেও। ময়নাগুড়ির বিধায়ক ডালিম রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আগমন এলাকার জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাগত জানাতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই সফর জল্পেশ মন্দিরের গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করবে বলেও তিনি আশাবাদী। জল্পেশ মন্দির পরিচালন সমিতির সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেবও মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে এলে তা মন্দির এবং সমগ্র এলাকার জন্য গর্বের বিষয় হবে। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে মন্দির কর্তৃপক্ষও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে জল্পেশ মন্দিরে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম ঘটে। উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিবতীর্থ হিসেবে পরিচিত এই মন্দিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ছা।াও প্রতিবেশী রাজ্য এবং দেশের নানা জায়গা থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন। তাই তাঁদের সুবিধা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এ বছর প্রবেশমূল্য হ্রাস, তিস্তাঘাটে টিকিট ব্যবস্থা তুলে দেওয়া এবং উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশা, এসব উদ্যোগের ফলে এবারের শ্রাবণী মেলা আরও সুষ্ঠু, নিরাপদ এবং ভক্তবান্ধব হয়ে উঠবে।

নাবালিকার মর্মান্তিক পরিণতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ৫ জুলাইঃ পৌনে ন'টায় সাপে কেটেছিল। ৯টায় নাবালিকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, তারপর এক ঘণ্টা তাকে ফেলে রাখা হয় জরুরি বিভাগেই। সে সময় কেবল রক্ত নেওয়াই হয়েছিল। কিন্তু সেই রক্ত আর পরীক্ষা করা হয়নি বলে অভিযোগ। নার্সরা নাকি বলেছিলেন, ব্লাড ক্লট হচ্ছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয় মৃত্যু হয় নাবালিকার। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের গাফিলতির অভিযোগে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ। হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে. রোগীর নাম তমোশি পাল (১৬)। আরামবাগ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ তমোশিকে সাপে কাটার পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, ভর্তির পর দীর্ঘক্ষণ কোনও চিকিৎসক বা নার্স তাকে দেখতে আসেননি। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে পরিবারের লোকজন বারবার সাহায্য চাইতে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসাকর্মীরা তাঁদের উল্টে বকাঝকা ও দুর্ব্যবহার করেন। দীর্ঘ টালবাহানার পর চিকিৎসা শুরু হলেও শেষ রক্ষা হয়নি, রবিবার মৃত্যু হয় তমোশির। এই খবর ছড়াতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। দোষী চিকিৎসক ও নার্সদের শাস্তির দাবিতে তাঁরা হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। যদিও হাসপাতালের এক চিকিৎসক দাবি করেছেন, ''যাবতীয় চিকিৎসা করা হয়েছিল।

তুলতুলে রসগোল্লার মতো... মালদার আশাপুরের যে বেগুন জি-আই তকমা পেল

নিজস্ব সংবাদদাতা,মালদহ, ৫ জুলাই ঃ রবিবারের ছুটির দিন। জিরে-পাঁচফোড়নের গন্ধে ম ম করছে রান্নাঘর। টগবগ করে তেল ফুটছে। আর তাতে এক এক করে গা এলিয়ে দিচ্ছে চাকা চাকা বেগুন। কানে আসছে ছ্যাঁক ছোঁক। গন্ধ আর শব্দে জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর-মন। মালদা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে সেই মন জুড়িয়ে দেওয়া সুর। কৃষক মহলে খুশির হাওয়া। আশাপুরের বেগুন জিওগ্রাফিক্যাল ট্যাগ পেয়েছে। জেলাবাসী আক্ষরিক অর্থেই আত্মহারা। দেশের সীমানা পেরিয়ে এ বার বিদেশে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা। বিদেশি মুদ্রা ঘরে আসবে।

কেমন দেখতে এই বেগুন? আশাপুরের বেগুন সাধারণ নয় মোটেই। আর পাঁচটা সাধারণ বেগুনের চেয়ে স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে অনেক পার্থক্য। আকারে ছোট। দেখতেও সাধারণ বেগুনের মতো লম্বা নয়, কিছুটা গোলাকার। আর রংও বেগুনি নয় মোটেই, বরং গায়ে সাদা আর সবুজ আভা খেলা করে। বছরে শুধু শীতকালেই ফলে এই বেগুন। গোটা খেত জুড়ে সবুজের হিল্লোল ওঠে। বাংলায় তখন গৌড় সাম্রাজ্য। আশাপুরে থাকতেন নবাবের খাজাঞ্চিরা। তাঁরাই নিজেদের জমিতে প্রথম ফলান অদ্ভুত এই বেগুন। সেই শুরু। প্রথমে ছোট করে। তার পরে খেত জুড়ে। আশাপুরের চাষি আলম শেখের কথায়, ' জল দিয়ে মাটি ভেজাতে হয়। তার পরে শুকনো করে দেওয়া হয় সার। শেষে বীজ বপন।' দুলাল হক নামে এক চাষি বলেন, 'জি-আই পাওয়ার পরে চাহিদা বেড়েছে। আগে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা - পর্যন্ত বিক্রি হতো। ইদানীং ভিন রাজ্যেও পাড়ি দিচ্ছে। স্বাদও অন্য রকম।'

এই বেগুনের স্বাদ কেমন? বেগুন বললেই, মনে আসে লুচি-বেগুন ভাজার কথা। কিংবা শীতের রাতে বেগুন পোড়া। ঝাল আর ঝোলেই এর নাম ডাক। আশাপুরের বেগুন পোড়া একবার খেলে মুখে লেগে থাকবে আজীবন। এমনই দাবি স্থানীয় কৃষকদের। রসুন দিয়ে পোড়ালে একেবারে তুলতুলে রসগোল্লার মতো নরম। মালদা মার্চেংট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা এখন থেকেই চাহিদা বাড়ার আশা করছেন। তাঁর কথায়, ' এবং ব্যবসায়ীরা উসাহ পাবেন। উপাদন বাড়বে। লাভ হবে।' সোজা কথায়, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী হবে মালদায়। 'যার নাই কোনও গুণ, তার নাম বেগুন'। কার মাথা থেকে যে এই প্রবাদ বাক্যটি বেরিয়েছিল, কে

জানে! কিন্তু বেগুনের মতো ' যে ভূ-ভারতে নেই, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা। তার যে কত গুণ পঞ্চমুখে তারই ব্যাখ্যা দিলেন পুষ্টিবিদ লোপামুদ্রা সাহা। তিনি বললেন, 'বেগুন প্রচুর পটাশিয়াম রয়েছে। ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তার ফলে ভালো থাকে হার্টও।' গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কম হওয়ায় সুগারও কনেট্রালে থাকে বলে জানালেন তিনি। ৯৯২ নম্বর জিআই ট্যাগে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থান পেয়েছে এই বিশেষ জাতের বেগুন। চলতি বছরের ২৭ মার্চ চেন্নাই থেকে জারি হয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত সেই জিআই শংসাপত্র। এই স্বীকৃতি অবশ্য একদিনে আসেনি। নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টা, গবেষণা এবং তথ্য-প্রমাণ পেশের সত্যি গল্প। আশাপুর বেগুনের নিজস্ব স্বাদ, গঠন, চাষপদ্ধতি এবং আশাপুরের মাটি-জল-আবহাওয়ার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তুলে ধরতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিস্তৃত সমীক্ষা চালানো হয়। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, নথিপত্র যাচাই, কৃষকদের অভিজ্ঞতা, কৃষিবিজ্ঞানীদের মতামত এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গবেষণাকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। তার পরেই মিলেছে স্বীকৃতি। বেগুনের উৎপাদন বাড়াতে প্রশাসনের উদ্যোগ- চাঁচল ১ ব্লকের আশাপুরে বেগুনের উৎপাদন বাড়াতে ইতিমধ্যে মহিলারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকেও নানা ভাবে সামিল করার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। তাঁরা গর্বিত। গর্বিত জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুরও। সরাসরি বলে দিলেন, 'এ বার কৃষকরা উপকৃত হবেন।' আশাপুরা বেগুনের কথা বললেন উদ্যানপালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক। তাঁর কথায়, 'এই বেগুন কিন্তু মালদার আর কোথাও হয় না। শুধু আশাপুরেই হয়।'

এক টুকরো মাটি, কয়েক প্রজন্মের কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম আর প্রকৃতির আশীর্বাদ - এই তিনের মিলিত ফসল আশাপুরের বেগুন। জিআই ট্যাগ তাই শুধু একটি স্বীকৃতি নয়, এই মাটির স্বাদ, কৃষকের ঘাম আর বাংলার ঐতিহ্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার এক নতুন পরিচয়পত্র। আশাপুরের বেগুন আর শুধু মালদার নয়, বাংলার গর্ব। ' কোনও গুণ'-এর অপবাদ পেরিয়ে সে আজ জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বমানচিত্রে।

দুস্থ মানুষদের হাতে কম্বল তুলে দিলেন আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের এক ভক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ৫ জুলাই ঃ বর্ষার সময়ে দুস্থ মানুষদের হাতে কম্বল ও ফল তুলে দিলেন আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের এক শিষ্যা।গরীব মানুষের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন কাজ করে চলেছে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ।উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরের এই মঠের উদ্যোগে দক্ষিন ২৪ পরগনা, কলকাতা, উওর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে জনসেবা মূলক একাধিক কাজ চলেছে। শনিবার বিকালে এই মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখার্জির উদ্যোগে সাউথ বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চাযেতের মুলদিয়ার হালদার পাড়া ও সাফুই পাড়ায় দুস্থ মানুষদের হাতে কম্বল ও ফল তুলে দিলেন।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখাজী, সমাজসেবী তরুন হালদার,অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষেন্দু ঘোষ,স্কুল শিক্ষক উৎপল দাস, দূর্গাপদ ঘোষ সহ আরো অনেকে। এদিন এ ব্যাপারে আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের ভক্ত স্বাগতা মুখার্জি বলেন,মঠের উদ্যোগে সারা বছর এই ধরনের কাজ করা হয়।আর আমি সারাজীবন এই ধরনের কাজ করে যেতে চাই।

ছয় মাস পর রাজগঞ্জে পলাতক বিডিও-র জায়গায় দায়িত্বে শুভঙ্কর দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, রাজগঞ্জ, ৫ জুলাই ঃ দীর্ঘ ছয় মাসের প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটতে চলেছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকে। অবশেষে নতুন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার। আগামী সোমবার থেকে রাজগঞ্জ ব্লকের নতুন বিডিও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন শুভঙ্কর দাস। বর্তমানে তিনি মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও হিসেবে কর্মরত ছিলেন। রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ ওঠার পর থেকেই তিনি পলাতক। সেই ঘটনার পর থেকে ব্লকে কোনও স্থায়ী বিডিও না থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্মে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অনুমোদন এবং একাধিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে কার্যত থমকে ছিল। বিডিও না থাকায় এতদিন রাজগঞ্জ ব্লকের যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভকান্তি মণ্ডল অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বিডিওর কাজ সামলাচ্ছিলেন। তবে তাঁকে মূলত অর্থ ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিভাগের দায়িত্বই দেওয়া হয়েছিল। ফলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাখার অনেক কাজ নিয়মমাফিক এগোতে পারেনি। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ফাইল নিষ্পত্তি, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অনুমোদন এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় সাধারণ মানুষকেও সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। যদিও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরুরি পরিষেবা সচল রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবুও পূর্ণকালীন বিডিও না থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বাভাবিক গতি ফেরানো সম্ভব হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা এবং জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকেও দ্রুত একজন স্থায়ী বিডিও নিয়োগের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই উঠছিল। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্য সরকার শুভঙ্কর দাসকে রাজগঞ্জ ব্লকের নতুন বিডিও হিসেবে নিয়োগ করেছে। আগামী সোমবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। নতুন বিডিও যোগ দেওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রশাসনিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নও গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, পূর্ণকালীন বিডিও যোগ দেওয়ায় রাজগঞ্জ ব্লকের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, সরকারি পরিষেবা এবং দাপ্তরিক কাজ আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে। দীর্ঘ ছয় মাসের অচলাবস্থার পর এই নিয়োগকে স্বস্তির খবর হিসেবেই

অন্নপূর্ণার উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করলেও অনেকেই সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত

বনস্পতি দে, হুগলি,৫ জুলাই ঃ শাসকদলের নেতারা এই ঘটনার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করছেন।

তাঁদের দাবি, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও পুরসভা এখনও তৃণমূলের হাতেই রয়েছে। সরকারি ঘোষণা মেনে জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকে অন্নপূর্ণার উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা ঢুকতে শুরু করলেও অনেকেই সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তার প্রতিবাদে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসে বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটেছে। তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তাঁরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করায় অনেক মহিলার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা সময়ে ঢোকেনি। তৃণমূল পুরবোর্ডের কর্তারা বেছে বেছে শুধুমাত্র নিজেদের লোকেদের অন্নপূর্ণার ফর্ম আপলোড করেছেন, এমন অভিযোগও উঠছে। রাজ্যের মন্ত্রী তথা শ্রীরামপুরের বিজেপি বিধায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, ' ও পঞ্চায়েতের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের ব্যর্থতার কারণেই অনেক মহিলা অন্নপূর্ণার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এর দায় তাঁদেরকেই নিতে হবে।' ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ' ও শ্রীরামপুর পুরসভা এলাকায় প্রচুর মহিলা অফলাইনে ফর্ম জমা করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা টাকা পায়নি, তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি আগেই বলেছিলাম, যখন অন্নপূর্ণার আবেদন ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছিল, তখনই পুরসভার তরফে যেন তার প্রাপ্তি স্বীকার করে একটা রশিদ বা কাগজ দেওয়া হয়। পুরসভা তখন প্রাপ্তি স্বীকার করে কোনও কাগজ দেয়নি। তাই আজ যদি কেউ অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা না পায়, তার দায়িত্ব পুরসভার।' সেই সঙ্গে মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ' ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়, সেই দায়িত্ব পুরপ্রধানের উপরে বর্তাবে।' পুরসভার চেয়ারম্যানদের কাছে তাঁর আর্জি, দ্রুত অন্নপূর্ণার আবেদন ফর্ম আপলোড করার ব্যবস্থা করুন। না হলে আমরা করব।'

শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী শাহ বলেন, ' আবেদন ফর্ম আপলোড করতে কম বেশি ১৫ মিনিট সময় লাগছে। আমাদের কাছে প্রায় ৮,৩০০টি'র মতো আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৪,৬৬৫ জন উপভোক্তা অন্নপূর্ণার টাকা পেয়েছেন। ১৫টি আবেদন বাতিল হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনেই কাজ করার চেষ্টা করছি।' শ্রীরামপুরের বাসিন্দা এক মহিলা বলেন, ' আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতাম। অন্নপূর্ণার ফর্ম জমা করেও টাকা পাইনি। আমার পরিচিত কয়েকজন পেয়েছেন। অফলাইনে আবেদনপত্র জমা করার পরে এখন আবার আমাদেরকে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে হবে কি না, সেটাও বুঝতে পারছি না।' পুরসভা ও পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, অফলাইনে আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করার পরে সেগুলোকে যাচাইয়ের জন্য বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন কর্মীরা। তারপরে পোর্টালে আপলোড করতে হচ্ছে। সেই কারণে সময় লাগছে। প্রযুক্তিগত কারণে মাঝখানে পোর্টাল বন্ধ ছিল। তার জন্যও মাঝে আপলোড করা যায়নি।

'সেপ্টেম্বর সল্টলেকের ময়ূখ ভবনে বিশেষ আদালতে হাজিরা দেবেন।' অপরূপার আইনজীবী

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া, ৫ জুলাই ঃ অপরূপার স্বামী তথা তৃণমূল কাউন্সিলার সাকির আলিকে এনআইএ গ্রেপ্তার করেছিল গত ৩০ জুন। সে দিন পুলিশের কাজে বাধা-সহ একাধিক অভিযোগে অপরূরপা বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। থানায় হাজিরা দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে। আগাম জামিন পেলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের তাঁকে ময়ূখ ভবনে বিশেষ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে থানায় যাননি অপরূপা। এর পরে তাঁর বিরুদ্ধে ফের জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার শ্রীরামপুর থানায় হাজিরা দেন অপরূপা। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর সাড়ে ৪টে নাগাদ তাঁকে ছেড়ে দেয় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। থানা থেকে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন অপরূপা। পরে টোটো করে বাড়ি ফিরে যান। সাকিরও শনিবার জামিন পেয়েছেন। শনিবার শ্রীরামপুর আদালতে যান অপরূপা। তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। আদালত তা মঞ্জুর করেছে। অপরূপার আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ' সেপ্টেম্বর সল্টলেকের ময়ূখ ভবনে সাংসদ-বিধায়কদের জন্য যে বিশেষ আদালত আছে, উনি সেই আদালতে হাজিরা দেবেন।' চন্দননগর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব বলেন, ' বিষয় জানতে ডাকা হয়েছিল। আবার ডাকা হতে পারে। সে দিন (বিক্ষোভের দিনে) কারা কারা ছিল, সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে আবার ডাকব।' অপরূপার আইনজীবী বলেন, ' পুলিশের কাজ করবে। আমরা আইনের কাজ করব।'

অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সমীক্ষা ঘিরে কোচবিহারে উত্তেজনা, বাড়ির ছাদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে সরকারি কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ৫ জুলাই ঃ অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে চরম বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সরকারি কর্মীরা। অভিযোগ, প্রকল্পের টাকা বণ্টনে পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এক সরকারি আধিকারিক-সহ চারজন কর্মীকে একটি বাড়ির ছাদে আটকে রাখেন। শনিবার কোচবিহার শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও সরকারি কর্মীদের উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অন্নপূর্ণা প্রকল্পের আওতায় আবেদনকারীদের তথ্য যাচাই এবং প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখতে কোচবিহার জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দপ্তরের এক আধিকারিক অয়ন গোস্বামী ওই এলাকায় যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোচবিহার পুরসভার দুই অস্থায়ী মহিলা কর্মী, একজন নির্মল সাথী এবং একজন ডেঙ্গু কর্মী। নির্দিষ্ট এক আবেদনকারীর বাড়িতে সমীক্ষার কাজ চলাকালীন খবরটি দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই বহু বাসিন্দা সেখানে জড়ো হয়ে সরকারি কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা প্রকল্পের অর্থ বণ্টনে স্বচ্ছতা নেই। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন আবেদন করেও এলাকার বহু যোগ্য মহিলা এখনও প্রকল্পের টাকা পাননি। অথচ শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বহু মানুষ সহজেই এই সুবিধা পেয়ে গিয়েছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা সরকারি কর্মীদের বাড়ির ছাদে আটকে রেখে জবাবদিহির দাবি তোলেন। স্থানীয় বাসিন্দা শংকরী সাহা বলেন, আমাদের ওয়ার্ডের অধিকাংশ মহিলা এখনও অন্নপূর্ণা প্রকল্পের টাকা পাননি। অথচ কিছু মানুষ খুব সহজেই এই সুবিধা পেয়ে গিয়েছেন। আমরা জানতে চাই, কোন নিয়মে এই তালিকা তৈরি হয়েছে। আরও এক বাসিন্দা সোমা দেবনাথের অভিযোগ, যোগ্যদের বাদ দিয়ে দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই বৈষম্য আমরা মেনে নিতে পারছি না। তাই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিজেপির কোচবিহার শহর মণ্ডলের সহ-সভাপতি লব মণ্ডল অভিযোগ করেন, নির্মল সাথী-সহ কয়েকজনের মাধ্যমে সরকারি কর্মীদের দিয়ে এমনভাবে সমীক্ষা করানো হচ্ছে, যাতে বেছে বেছে তৃণমূলের সমর্থকদের অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া যায়। সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কারণ সেটাই। অন্যদিকে, অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিক অয়ন গোস্বামী জানান, তাঁরা সম্পূর্ণ সরকারি নির্দেশ মেনেই সমীক্ষার কাজে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের কাজ ছিল আবেদনকারীদের তথ্য যাচাই করা। কিন্তু আচমকাই কিছু মানুষ এসে আমাদের ছাদের উপর আটকে রাখেন। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ সেখানে থাকতে হয়েছে। আমরা পরিস্থিতির কথা জানিয়ে এসডিও অফিসে যোগাযোগ করি। পুলিশ এলেও প্রথমদিকে কেউ আমাদের কথা শুনতে চাইছিল না। শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করতে শুরু করি। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে, তা কখনও ভাবিনি। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চালায়। পরে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে সরকারি কর্মীদের নিরাপদে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। যদিও ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা বজায় ছিল। এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা এবং অন্নপূর্ণা প্রকল্পে সুবিধাভোগী নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রকৃত যোগ্যদের হাতে দ্রুত প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, সরকারি কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়েও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে প্রকল্পের সমীক্ষা ও সরকারি দায়িত্ব পালনের সময় কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়েও প্রশাসন গুরুত্ব দিচ্ছে।

PWD (GOVT. OF W.B.)
QUOTATION NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites offline Quotation for the work of:

Offline NIQ No.: WBPWD/EE/HCD/ SHORT NIQ09/2026-27

(i) Last date and time for issue of Bid papers is on **07.07.2026 up to 12:00 p.m.** (ii) Last date and time for receiving Quotation papers in sealed cover is on **07.07.2026 up to 2:00 p.m.** (iii) Date and Time for Opening of Quotation: **07.07.2026 at 3:00 p.m** or there after. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **https://wbpwd.gov.in**

Sd/- **J.P.Dhar**
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division
Chawkbazar, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

আমি, আমার মক্কেল নাসিমা খাতুন স্বামী নাসিম ইদ্রিসি সাং স্টেশনরোড, রাঙ্গাডি, পোঃ - রাঙ্গাডি, থানা বলরামপুর, জেলা পুরুলিয়া। এই মর্মে জ্ঞাত করিতেছি যে, তিনি গত ২২.০৯.২০২০ তারিখের ১৮৭২/২০২০ নম্বর বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে শ্রী শঙ্কর চন্দ্র মাহাত এবং অন্যান্য ২ (দুই) জনের দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার সনু পান্ডে পিতা বুলেশ্বর পান্ডে সাং নডিহা, চাটানীপাড়া, পোঃ দুলমী-নডিহা, থানা পুরুলিয়া (সদর), জেলা পুরুলিয়া এর নিকট হইতে নডিহা মৌজাস্থিত ৪১ নং হাল খতিয়ানভুক্ত হাল প্লট নং ৩৮৭১ এর ৮ (আট) ছটাক জমি খরিদ করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি দখলে আছেন। উক্ত সনু পান্ডে এর আমমোক্তারনামা দলিল নং হইল IV-9 তারিখ ০৮.০১.২০২০। উপরোক্ত প্লটের ৮ (আট) ছটাক জমি আমার উক্ত মক্কেল তাহার নামে মিউটেশন করার জন্য বি.এল.এন্ড এল. আর. ও পুরুলিয়া-১ এর অফিসে আবেদন করিয়াছেন। তাই যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও পুরুলিয়া-১ এর অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য গৃহীত হইবে।

Krishna Pada Mahato
Advocate District Judge Court,
Purulia Enrolment No: F-209210 of 2006

ঐতিহ্যের রথের মেলায় বড় বদল! মাল পুরসভার হাতছাড়া হতে পারে নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালবাজার, ৫ জুলাই ঃউত্তরবঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রথের মেলাকে ঘিরে বড় প্রশাসনিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। বহু বছর ধরে মালবাজার পুরসভার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়ে আসা এই ঐতিহ্যশালী মেলার পরিচালনার দায়িত্ব এবার নতুন একটি কমিটির হাতে যেতে পারে বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই 'জয় জগন্নাথ রথযাত্রা মেলা কমিটি' নামে একটি পরিচালন কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ার পর এই কমিটিই চলতি বছরের রথের মেলার সমস্ত দায়িত্ব সামলাবে বলে জানা গিয়েছে। আগামী ১৬ জুলাই রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে মালবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্রে বসবে বহু প্রতীক্ষিত রথের মেলা। চা-বাগান অধ্যুষিত এই শহরের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে পরিচিত এই মেলায় প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। শুধু জলপাইগুড়ি নয়, আশপাশের একাধিক জেলা থেকেও মানুষ এই মেলায় অংশ নিতে আসেন। ফলে রথের মেলাকে ঘিরে ব্যবসা, সংস্কৃতি এবং স্থানীয় অর্থনীতিরও বড় ভূমিকা রয়েছে। এতদিন পর্যন্ত মেলার সার্বিক দায়িত্ব ছিল মালবাজার পুরসভার হাতে। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ মেলার মাঠের পরিকল্পনা তৈরি করত। কোথায় দোকান বসবে, কোথায় নাগরদোলা ও অন্যান্য বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে, কোথায় চলাচলের রাস্তা রাখা হবে-সবই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক করা হতো। এরপর সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যবসায়ীদের কাছে স্টল বরাদ্দ এবং ইজারা দেওয়ার কাজও করত পুরসভা। মেলা চলাকালীন পুরসভার অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে গোটা আয়োজনের উপর নজরদারি চালানো হতো। তবে এবার সেই দীর্ঘদিনের প্রথায় বদল আসতে চলেছে। 'জয় জগন্নাথ রথযাত্রা মেলা কমিটি' নামে নতুন একটি কমিটি ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে। এই কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন মালবাজার শহরের বিজেপি নেতা ও আইনজীবী সুমন শিকদার। কমিটিতে সভাপতি, সম্পাদক-সহ একাধিক সদস্য রয়েছেন। পাশাপাশি, মেলার মাঠের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মালিকানার দাবি জানিয়ে আসা তপশিলি উপজাতিভুক্ত কয়েকটি পরিবারকেও কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে ভবিষ্যতে জমি-সংক্রান্ত বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক অগ্রগতি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সুমন শিকদার জানান, রথের মেলা সুষ্ঠু ও সু ন্দরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যেই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রশাসনের প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে আমরা মেলার আয়োজন করব। একই সঙ্গে মেলার মাঠের মালিকানা নিয়ে যে দীর্ঘদিনের সমস্যা রয়েছে, সংশ্লিষ্ট পরিবার এবং পুরসভার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে তার স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হবে।অন্যদিকে, মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়িও কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন যে এবার পুরসভার ভূমিকা আগের মতো থাকবে না। তিনি বলেন, মেলার মাঠের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জটিলতা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যাও রয়েছে। পুরসভা সরাসরি দায়িত্ব না পেলেও আমাদের একটাই লক্ষ্য-মেলা যেন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।এই পরিবর্তনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে আলোচনা। বিজেপির মালবাজার শহর মণ্ডলের নেতা নবীন সাহার বক্তব্য, ঐতিহ্যবাহী একটি সরকারি মেলার পরিচালনা বেসরকারি কমিটির হাতে চলে যাওয়া কাম্য নয়। তাঁর দাবি, ভবিষ্যতে মালবাজার পুরসভায় বিজেপি ক্ষমতায এলে রথের মেলার পরিচালনার দায়িত্ব আবার পুরসভার হাতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৫ জুলাইঃ বাসের মালপত্র যেখানে রাখা হয়, সেখানেই বেশ কিছু মাছি ভন্ ভন্ করছিল। তাতে সন্দেহ হয় বাস চালকের। এদিকে আবার বাসচালকও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া পাচ্ছিলেন না। কেবিনের কাছে যেতেই চক্ষু চড়কগাছ। সেখানেই পড়ে রয়েছে কন্ডাকটারের দেহ। সাত সকালে বেসরকারি বাসের কেবিন থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার মানবাজার এলাকায়।

বাগদান ভাঙল পৃথ্বী শ'য়ের!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটার পৃথ্বী শ এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ফের একবার শুরু হল জোর চর্চা। তবে এবার মাঠের পারফরম্যান্স নয়, শিরোনামে তাঁর সম্পর্ক। চলতি বছরের মার্চ মাসেই অভিনেত্রী তথা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার আকৃতি আগরওয়ালের সঙ্গে ধুমধাম করে বাগদান সেরেছিলেন পৃথ্বী। কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগেই তাঁদের সম্পর্কে কি তবে চিড় ধরল? আকৃতির একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ঘিরে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে ক্রিকেট ও বিনোদন দুনিয়ায়। সম্প্রতি আকৃতি তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি শেয়ার করেন, যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও পরে তিনি পোস্টটি মুছে দেন, তবে ততক্ষণে তার স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। আকৃতি তাঁর পোস্টে লেখেন, 'আমাকে এতবার ঠকানো হয়েছে, তাও আমি কোনওদিন একটা কথাও বলিনি। সম্পর্কে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পরও যে এমনটা হতে পারে, তা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।' এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও যোগ করেন, 'সবকিছু সত্যি। ওকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা যা রটনা বা গুজব শুনছেন, তার প্রতিটি কথাই সত্যি।' আকৃতি তাঁর পোস্টে সরাসরি পৃথ্বী শ-র নাম নেননি ঠিকই, তবে নেটিজেন এবং ক্রিকেট ভক্তদের বুঝতে বাকি নেই যে এই পোস্টটি কাকে উদ্দেশ্য করে করা। 'ওকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব' বলতে অনুরাগীরা পৃথ্বীর দিকেই আঙুল তুলছেন। তবে এই জল্পনার উল্টো পিঠও রয়েছে। সম্পর্কে ভাঙনের এত বড় গুঞ্জন ছড়ালেও আকৃতি কিন্তু ইনস্টাগ্রাম থেকে পৃথ্বীকে আনফলো করেননি, এমনকি তাঁদের আংটি বদলের কোনও ছবি তিনি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মুছেও ফেলেননি। ফলে বিষয়টি আসলে কী, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ডেট করার পর এই বছরের মার্চে আংটি বদল করেছিলেন পৃথ্বী ও আকৃতি। আকৃতিকে প্রায়শই পৃথ্বীর ম্যাচ দেখতে বা তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতে দেখা যেত। মাঠের বাইরে যখন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এই টানাপড়েন, তখন মাঠের ভিতরেও সময়টা ভাল যাচ্ছে না অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী এই প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়কের। খারাপ ফর্ম এবং ফিটনেসের অভাবে ভারতীয় দল থেকেও বহুবার বাদ পড়েছেন তিনি। এমনকি সদ্য সমাপ্ত আইপিএল ২০২৬-এ দিল্লি ক্যাপিটালস দলে থাকলেও একটি ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি পৃথ্বী। তবে এখনই হাল ছাড়তে নারাজ এই ডানহাতি ওপেনার। এক সাক্ষাৎকারে পৃথ্বী জানিয়েছেন, তিনি ভারতীয় দলে ফেরার জন্য আগের চেয়ে তিন গুণ বেশি পরিশ্রম করছেন।

প্যারাগুয়ের চক্রব্যূহ ভেঙে এমবাপের বাজিমাত!

ঘাম-ঝরানো জয়ে শেষ আটে ফ্রান্স

সংবাদ সংস্থা, ফিলাডেলফিয়া, ৫ জুলাইঃ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভ্যাপসা গরম আর প্রতিপক্ষের দাঁতে দাঁত চাপা রক্ষণ-এই দুইয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘক্ষণ লড়াই করার পর অবশেষে স্বস্তির হাসি ফরাসি শিবিরে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের এই কঠিন লড়াইয়ে প্যারাগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল দিদিয়ের দেশঁ-র দল। টানা ৭০ মিনিট ধরে প্যারাগুয়ের জমাট রক্ষণে আটকে থাকার পর বদলি হিসেবে নামা ফরাসি তরুণ ডেজিরে দুয়ে বক্সের ভেতরে দিয়েগো গোমেজের ফাউলের শিকার হন। রেফারি প্রথমে পেনাল্টি না দিলেও ভিএআর পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত বদলান। স্পট কিক থেকে ঠাণ্ডা মাথায় গোল করে দলের ত্রাতা সেই কিলিয়ান এমবাপে। এই নিয়ে চলতি আসরে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়াল সাত। গোল্ডেন বুটের দৌড়ে ছুঁয়ে ফেললেন লিওনেল মেসিকে। অন্যদিকে, পেনাল্টি শুট-আউটে জার্মানিকে হারিয়ে চমক দেওয়া প্যারাগুয়ের রূপকথার দৌড় এখানেই থেমে গেল। আগের ম্যাচেই সুইডেনকে উড়িয়ে দেওয়া এমবাপে, উসমান ডেম্বেলে, মাইকেল ওলিসে এবং ব্র্যাডলি বারকোলাকে নিয়ে গড়া ফ্রান্সের আক্রমণভাগ এদিন প্যারাগুয়ের ট্যাকটিকাল ফুটবলের কাছে রীতিমতো খাবি খায়। বলের দখল ছেড়ে নিজেদের রক্ষণকে একেবারে জমাট করে রাখে গুস্তাভো আলফারোর দল। এমবাপে দৌড়নোর জায়গা পাননি, ডেম্বেলেকে আটকে রাখে জোনাল মার্কিংয়ের ফাঁদ। প্রথমার্ধের পরিসংখ্যান বলছে, ফ্রান্স ৮০ শতাংশের বেশি বল নিজেদের পায়ে রাখলেও গোলমুখে একটিও শট নিতে পারেনি। তাদের এক্সপেক্টেড গোল ছিল মাত্র ০.১৫। ফেভারিট দল বল নিজেদের কাছে রাখলেও, ম্যাচের আসল গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে প্যারাগুয়েই। প্রতিটি ফরাসি আক্রমণ ট্যাকল কিংবা ট্যাকটিকাল ফাউলের জোরে মাঝপথেই থমকে যাচ্ছিল। কৌশলের লড়াইয়ের পাশাপাশি মাঠে রীতিমতো শারীরিক শক্তির আস্ফালন দেখাল লাতিন আমেরিকার দল। জুয়ান ক্যাসেরেস বক্সের ভেতর এমবাপেকে টেনে ধরলেও রেফারি ইলগিজ তান্তাশেভ তা এড়িয়ে যান, আবার আন্দ্রেস কুবাসের কড়া ট্যাকলের পর মেজাজ হারিয়ে বচসায় জড়ান ফরাসি অধিনায়ক। ম্যাচ শেষে প্যারাগুয়ের এই অতি-আগ্রাসী রণনীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ। তিনি বলেন, ''ওরা বইয়ের সব কায়দাই ব্যবহার করেছে। এই ধরনের ফুটবল হয়তো মানুষকে মাঠে টানবে না, তবে ওরা ডিফেন্স ভালই করেছে। লাতিন আমেরিকার এই দলগুলোর বিরুদ্ধে খেলা সবসময়ই কঠিন।'' বিপক্ষ দলের চড়া ট্যাকল থেকে এমবাপেকে বাঁচানোর জন্য দেশঁ যে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাও তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়। ফরাসি কোচ বলেন, ''আমি দলের সবচেয়ে লম্বা দু'জন ছেলেকে গিয়ে কিলিয়ানের চারপাশে দাঁড়াতে বলেছিলাম, কারণ ওরা ওকে রীতিমতো পিষে ফেলার ছক কষেছিল।'' ম্যাচের ষাট মিনিটের মাথায় বারকোলাকে তুলে ডেজিরে দুয়েকে মাঠে নামানোই আসল টার্নিং পয়েন্ট। তাঁর ডিরেক্ট স্প্রিন্ট ও গতি প্যারাগুয়ের ক্লান্ত রক্ষণে ফাটল ধরায়। গোল খাওয়ার পর বাধ্য হয়ে নিজেদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আক্রমণ শানাতে শুরু করে প্যারাগুয়ে। অন্তিম মুহূর্তে গোলকিপার ওর্ল্যান্ডো গিল এমবাপের আরও দুটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দিলেও দলের হার আটকাতে ব্যর্থ। গোটা ম্যাচে প্রথমবার তারা টার্গেটে শট রাখে একেবারে শেষ লগ্নে। এই জয়ের সুবাদে শেষ আটে পৌঁছলেও ফ্রান্সকে যে আগামী দিনে আরও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে, তা স্পষ্ট। কোয়ার্টার ফাইনালে এমবাপেদের সামনে এবার ২০২২ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ মরক্কো, যেখানে শুধুমাত্র বল পজেশন দিয়ে ম্যাচ জেতা সম্ভব হবে না।

বিশ্বকাপে টক্কর মেসি-এমবাপের, ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছেন কেন-হালান্ড

সংবাদ সংস্থা, নিউ জার্সি, ৫ জুলাইঃ বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ৩২ শেষ হয়ে প্রিকোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশ্বজয়ের লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ এই পর্বে ফুটবলপ্রেমীদের বাড়তি নজর থাকবে লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, কিলিয়ান এমবাপে, হ্যারি কেন, লামিনে ইয়ামাল, নেমারদের মতো তারকাদের উপর। আর্লিং হালান্ড, মহম্মদ সালাহ, আশরফ হাকিমিরাও থাকবেন নজরে। তারকা ফুটবলারদের মধ্যে জমে উঠেছে সোনার বুটের লড়াইও। প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা সোনার বুট পান। বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচের পর কেউ এই দৌড়ে এগিয়ে যান বা পিছিয়ে পড়েন। এই দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন মেসি এবং এমবাপে। দু'জনেই সাতটি করে গোল করে ফেলেছেন। যদিও মেসি খেলেছেন চারটি ম্যাচ। এমবাপে পাঁচটি ম্যাচ খেলে সাত গোল করেছেন। খুব পিছিয়ে নেই কেন এবং হালান্ড। পাঁচটি করে গোল করেছেন দু'জনেই। সোনার বুট জয়ের দৌড়ে যুগ্ম ভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তাঁরা। বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত চারটি করে গোল করেছেন চার জন ফুটবলার। তাঁরা হলেন উসমান দেম্বেলে, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, মিকেল ওয়ারজাবাল এবং ইসমাইলা সার। এঁদের মধ্যে একমাত্র সারের আর এগোনোর সুযোগ নেই। কারণ সেনেগাল বিদায় নিয়েছে। বাকি সকলেই রয়েছেন লড়াইয়ে। কিছুটা পিছিয়ে রয়েছেন রোনাল্ডো। সোনার বুটের দৌড়ে সিআর সেভেন রয়েছেন নবম স্থানে। সেরা ফর্মে না থেকেও রোনাল্ডো চার ম্যাচে তিন গোল করে ফেলেছেন। একটি বা দু'টি ভাল ম্যাচ তাঁকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনতে পারে।

অভিনেতা থেকে ফুটবলার!

ডুরান্ড কাপে মুম্বে এফসির জার্সিতে দেখা যেতে পারে টাইগার শ্রফকে!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৫ জুলাইঃ অতীতে সিনেমার পর্দায় তাঁকে ফুটবল খেলতে দেখেছেন দর্শকরা। তবে, এবার রিল দুনিয়ার বদলে রিয়েল দুনিয়ায় ফুটবল খেলতে দেখা যাবে টাইগার শ্রফকে। আসন্ন ডুরান্ড কাপে অংশগ্রহণ করেছে মুম্বইয়ের এক নতুন ক্লাব, মুম্বে এফসি। এবার সেই দলের মার্কি প্লেয়ার হিসেবে মাঠে নামতে পারেন জ্যাকি শ্রফের পুত্র। বেশিরভাগ আইএসএল ও আই লিগের দল যেহেতু এবার ডুরান্ড কাপে অংশগ্রহণ করেনি, তাই ৭টি নতুন দল খেলছে এই বারের ডুরান্ড কাপ। সেখানেই খেলবে এই মুম্বে এফসি। তবে টাইগার শুধুই এই ক্লাবের মার্কি প্লেয়ারই নন, ক্লাবের মালিকানাও রয়েছে তাঁর কাছে। ক্লাবের মূল মালিক আলি আহমেদ হলেও টাইগারও এই দলের মালিকানা গোষ্ঠীর অংশ। ইতিমধ্যেই টাইগার মুম্বই লিগে খেলেছেন এই ক্লাবের হয়ে। মহারাষ্ট্র জেলা লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়ে চলতি মরশুমে আইএফএল-থ্রিতে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে মুম্বে এফসি। ২০২৪-২৫ মরশুমে মুম্বই প্রিমিয়ার লিগে প্রোট্র্যাক দলের বদলে সুযোগ পেয়েছিল মুম্বে এফসি। প্রথম মরসুমেই চতুর্থ স্থান অর্জন করেছিল তারা। প্রতিযোগিতা চলাকালীন তারা মুম্বই সিটি রিজার্ভসের মুখোমুখি হয় ও ৩-২ ব্যবধানে পরাজিত হয়। পরে একই বছর মুম্বে এফসি ম্যাজিক হেড সকার সোলাপুর ক্লাবের সঙ্গে পার্টনারশিপ করে। সেখানেই সোলাপুর যেহেতু পুরো প্রতিযোগিতায় অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয় তাই তাদের 'প্রধান ক্লাব' হিসেবে আইএফএল-এ সুযোগ পেয়েছে মুম্বে এফসি। ২০২৪ সালে গঠন করা হয় এই ক্লাবকে। যেহেতু টাইগার নিজে খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই সুযোগ দেওয়া হয়েছে মুম্বে এফসিকে। গ্রুপ ই-তে রয়েছে তাঁর ক্লাব। তাদের প্রতিপক্ষ এবার শিলং লাজং, মেঘালয়ের ক্লাব নাঙ্গেশ স্পোর্টস ও ল্যান্সিং এফসি। তবে এবার অভিনয়ের পর টাইগার কেমন ফুটবল খেলেন, সেই দিকেই নজর থাকবে তাঁর ভক্তদের।

অধিনায়কত্বে ইউ-টার্ন, ফের পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন বাবর আজম, সরানো হল শান মাশুদকে

সংবাদ সংস্থা, লাহোর, ৫ জুলাইঃ পাকিস্তান ক্রিকেটে অধিনায়ক বদলের গল্প যেন শেষই হচ্ছে না। সেই ধারাবাহিকতায় আবারও টেস্ট দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে বাবর আজমের হাতে। রবিবার লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে সংবাদিক সম্মেলন করে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ড সফরের গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন চ্যালেঞ্জের আগে লাল বলের ক্রিকেটে ফের দলের ভরসার জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হলো বাবরকেই। এই সিদ্ধান্তের ফলে অধিনায়কের পদ হারালেন শান মাসুদ। ২০২৩-২৪ মরশুমে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর অধীনে পাকিস্তান টেস্ট দল খুব একটা সফল হতে পারেনি। ১৬টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে মাত্র চারটি জয় পেয়েছেন তিনি, আর হেরেছেন ১২টি ম্যাচে। দু' মাস আগে বাংলাদেশের কাছে ০-২ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর থেকেই শান মাসুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সেই সিরিজ হার পাকিস্তানকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের নয় দলের মধ্যে একেবারে তলানিতে ঠেলে দেয়। চলতি চক্রে চার ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটিতে জিততে পেরেছিল দল। মাসুদের নেতৃত্বে পাকিস্তান মাত্র একটি টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। ২০২৪ সালে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে হারানো সেই সিরিজই ছিল তাঁর একমাত্র সাফল্য। সাতটি সিরিজের মধ্যে চারটিতেই হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। তবে ব্যাট হাতে মাসুদের পারফরম্যান্স খুব খারাপ ছিল না। এই সময়ে তিনি ৩৪.০৬ গড়ে ১,০৫৬ রান করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সাফল্য দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতা ঢাকতে পারেনি। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে বাবরের প্রত্যাবর্তন অনেকের কাছেই চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত। কারণ গত কয়েক বছরে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্সও প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল না। এর আগে ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক ছিলেন বাবর। সেই সময়ে ২০ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়ে ১০টি জয় পেয়েছিলেন তিনি। তবে ২০২৩ একদিনের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর তাঁর কাছ থেকে অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। পরে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে তাঁকে আবার টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক করা হলেও, সেই দায়িত্বও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। হতাশাজনক ফলাফলের পর সেখান থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। শান মাসুদের অধীনে খেলার সময় বাবর ২৭.২৬ গড়ে রান করেছেন এবং মাত্র পাঁচবার পঞ্চাশের গণ্ডি পেরিয়েছেন। আরও উদ্বেগের বিষয়, ২০২২ সালের পর থেকে তিনি টেস্টে কোনও শতরান করতে পারেননি। তবুও নির্বাচকদের বিশ্বাস, আবার অধিনায়কত্ব পাওয়ার পর বাবর নিজের সেরা ছন্দ ফিরে পাবেন।

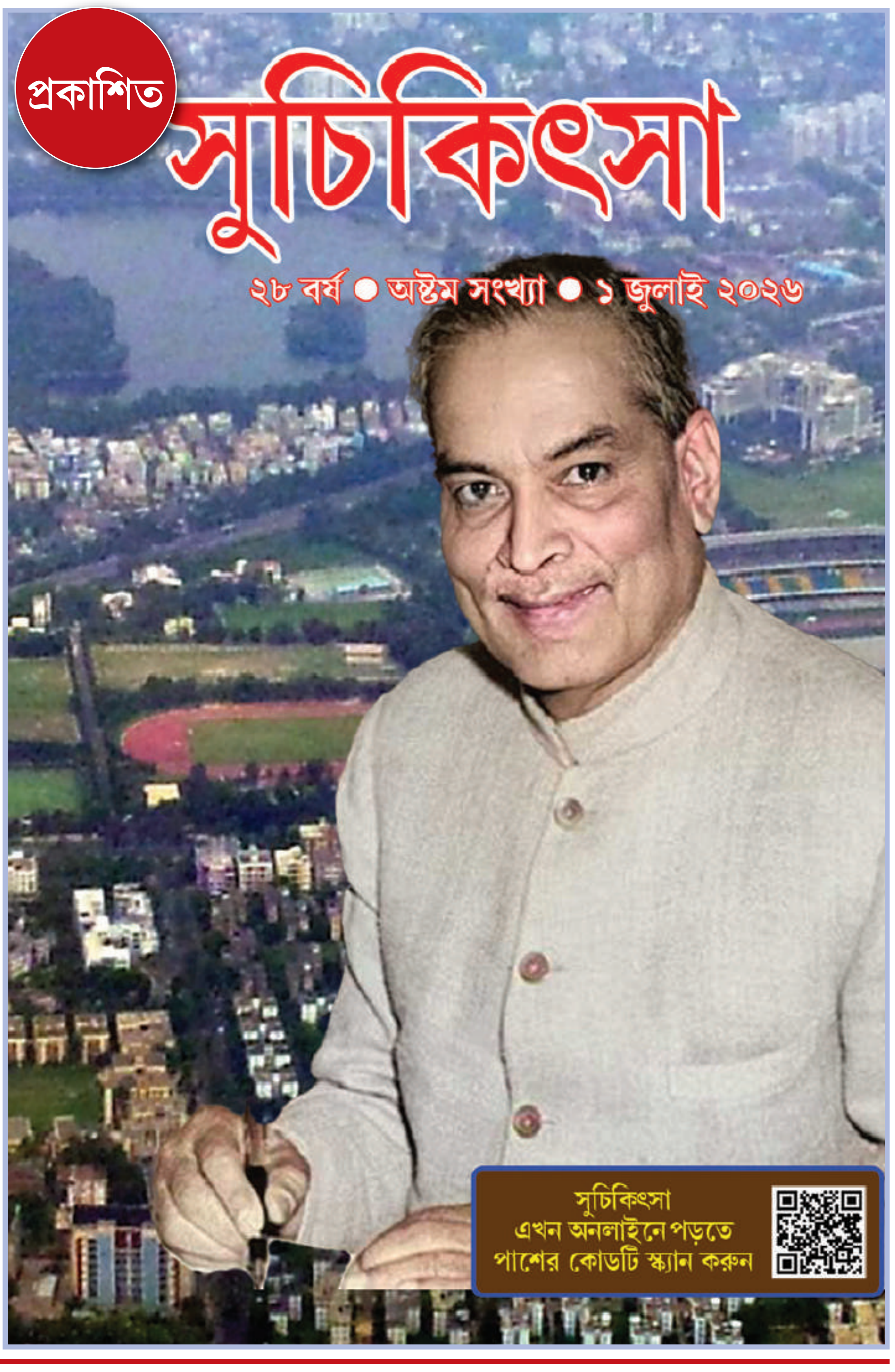

কানাডার স্বপ্নযাত্রা থামিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে মরক্কো

প্রথমার্ধের বর্ণহীন পারফরম্যান্সের মাঝে ছন্দে থাকা ফরোয়ার্ড ইসমায়েল সাইবারিকে হারাল মরক্কো। তবে, বিরতির পর ঠিকই ঘুরে দাঁড়াল তারা। দলের প্রয়োজনে গোলের জোগান দিলেন আজেদিন উনায়ি। তার কাঁধে চেপে, সহ-আয়োজক কানাডার অভিযান থামিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল আফ্রিকার দলটি।

সংবাদ সংস্থা, হিউস্টন, ৫ জুলাইঃ উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপে শনিবার হিউস্টনে শেষ ষোলোর প্রথম ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে মরক্কো। দ্বিতীয়ার্ধে উনায়ির জোড়া গোলের পর, শেষ সময়ে ব্যবধান আরও বাড়ান সুফিয়ান রাহিমি। পারফরম্যান্সের আলোকে এদিন মরক্কোকে একদমই সেরা ছঃেদ দেখা যায়নি। প্রথম অর্ধে তো পরিষ্কারভাবেই সেরা দল ছিল কানাডা। তবে, ভোগান্তির সময়টা কাটিয়ে দিয়ে, ঠিকই কার্যকর হয়ে উঠল গতবারের সেমি-ফাইনালিস্টরা। দেখিয়ে দিল, জয়ের ধারা ধরে রাখতে মোটেও সব ম্যাচে আধিপত্য করার প্রয়োজন আছে। বল দখলে পিছিয়ে থাকা কানাডা গোলের জন্য ১০টি শট নিয়ে তিনটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। আর মরক্কো পাঁচ শটের চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারে, এর তিনটিই সফল। প্রথম ১০ মিনিটেই বেশ কয়েকবার মরক্কোর রক্ষণ ভেঙে ডি-বক্সে ঢুকে পড়ে কানাডা। একাদশ মিনিটে নিশ্চিত সুযোগও পায় তারা। ডি-বক্সে বল পেয়ে, প্রতিপক্ষের বাধা এড়িয়ে দারুণভাবে জায়গা বানিয়ে শট নেন টেনি ওলুওয়াশি, ঝাঁপিয়ে রুখে দেন গোলরক্ষক। প্রথম হাইড্রেশন ব্রেকের আগের বাকি সময়েও টানা আক্রমণে চাপ ধরে রাখে কানাডা, যদিও গোলরক্ষকের আর পরীক্ষা নিতে পারেনি তারা। পারফরম্যান্সে হতাশাজনক শুরুর মাঝে বড় এক ধাক্কাও খায় মরক্কো। ২২তম মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে একটি করে গোল করা ফরোয়ার্ড সাইবারি। ওই বিরতির পর কানাডার আক্রমণের ধার কমলেও, সেই সুযোগ নিতে পারেনি মরক্কো। বল দখলে অনেক এগিয়ে থাকলেও, প্রথমার্ধে লক্ষ্যে একটি শটও নিতে পারেনি তারা। এই সময়ে তাদের খেলায় বোঝাপড়ার ঘাটতি ছিল প্রবল। দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই দারুণ এক গোলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় মরক্কো। ডান দিকে ফ্রি কিক পেয়ে, আশরাফ হাকিমি ডি-বক্সের মুখে বল বাড়ান উনায়িকে, আর প্রথম ছোঁয়ায় নিচু জোরাল শটে পোস্ট ঘেঁষে গোলটি করেন এই মিডফিল্ডার। বিশ্বকাপে প্রথম জালের দেখা পেলেন ওনায়ি। ৭৯তম মিনিটে আচমকা অনেক দূর থেকে শট নেন টেজন বুখানন। বল লক্ষ্যে ছিল, সতর্ক ছিলেন ইয়াসিন বোনুও। ঝাঁপিয়ে সেটা রুখে দেন তিনি। এর তিন মিনিট পরেই আরেকটি দারুণ গোলে দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নেন উনায়ি। ডি-বক্সে ব্রাহিম দিয়াসের ছোট পাস পেয়ে প্রথম ছোঁয়ায় জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে ৫৪ ম্যাচে তার গোল হলো ১১টি। দুর্ভাগ্য বাধা হয়ে না দাঁড়ালে, ৮৫তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়তে পারতো সাইবারির বদলি নামা সুফিয়ান রাহিমির হেড প্রতিহত হয় ক্রসবারে। অবশ্য আট মিনিট যোগ করা সময়ে ঠিকই জালের দেখা পান রাহিমি। এই গোলেও জড়িয়ে দিয়াসের নাম। গতিময় এক পাল্টা আক্রমণে রেয়াল মাদ্রিদ তারকা ডি-বক্সে দারুণ এক পাস বাড়ান রাহিমিকে, আর কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ৩০ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। আসরে দলের পাঁচ ম্যাচের প্রতিটিতেই রাহিমি খেলেছেন বদলি হিসেবে। তবে সঠিক সময়েই দলের জয়ে অবদান রেখে যাচ্ছেন তিনি, দুর্দান্তভাবে কেবল ১২২ মিনিট খেলে দুটি গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করলেন এই স্ট্রাইকার। জাতীয় দলের হয়ে ৪২ ম্যাচে রাহিমির গোল হলো ১৪টি। সেমি-ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মরক্কো খেলবে ফ্রান্স অথবা প্যারাগুয়ের বিপক্ষে।

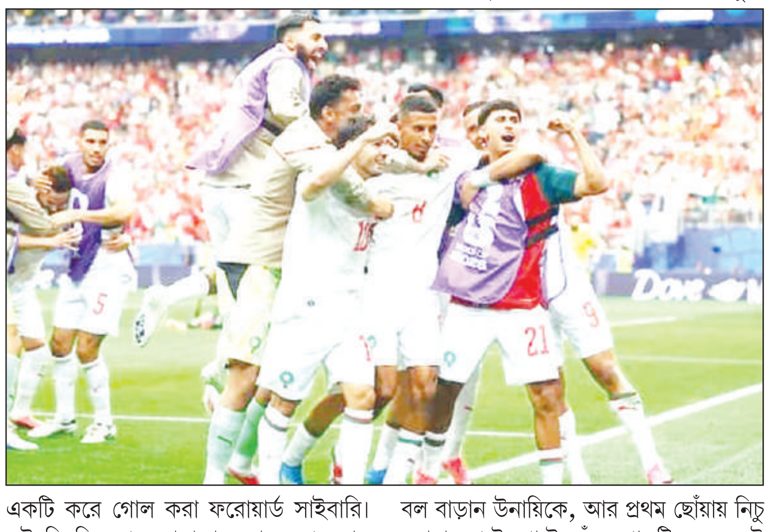

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com